ভুবনমোহিনী

প্রতিভা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্দ্ধিত।

আল্‌বার্ট প্রেস্‌।

৪৬ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস ষ্ট্রীট,

বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

১২৮৬।

মূল্য ১৲ টাকা।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি দ্বারা আল্‌বার্ট প্রেসে মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণে "আর্য্যসঙ্গীত" নামে যে একটী অসম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা একটী খণ্ডকবিতা নহে, একখানি কাব্য গ্রন্থের একাংশ মাত্র। এইক্ষন "আর্য্যসঙ্গীত" স্বতন্ত্র পুস্তকারে জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। "আর্য্যং সঙ্গীতের" পরিবর্ত্তে "হৃদয়োচ্ছ্বাস" "রাণী অন্নপূর্ণা" এবং "কিবা দেখিলাম" ইত্যভিধেয় ৩টী অভিনব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

"হৃদয়োচ্ছ্বাসও" একটী খণ্ড কবিতা নহে, একখানি কাব্য গ্রন্থের একাংশ মাত্র। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক নিবন্ধন ঐ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইতে সম্ভবাধিক কালবিলম্ব হইবে, এইজন্য আপাততঃ যে ৪ সর্গ লিখা শেষ হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে প্রকাশ করা গেল।

একটী প্রতিমার একাংশ মাত্র দেখিয়াই তাহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব, কেবল সেই অংশের গঠন সৌষ্টব, বর্ণ প্রতিভা ও শিল্পপারিপাট্যাদি দেখিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে হয়। ফলতঃ যে চিত্রকরের চিত্র নৈপূন্য থাকে, তাহার তুলিকার দুই একটী টান দৃষ্ট করিলেই সমগ্র চিত্রের আভাস উপলব্ধি হওয়াও বিচিত্র নহে। উপস্থিত অসম্পূর্ণ বিষয়টী এই সকল বিষয়ে কতদূর সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, মার্জ্জিত বুদ্ধি সহৃদয় ব্যক্তিদের হৃদয়ই তাহার পরিক্ষাস্থল।

বুড়ারগ্রাম
২২এ পৌষ ১২৮৬

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী।

পিঞ্জরেতে রব, পিঞ্জরেতে খাব, পিঞ্জরেতে বসি গাইব গান
কখন হাসিব, কখন কাঁদিব, কখন থাকিব, করিয়া মান!
কখন সরস সুধার লহরী প্রণয়-সাগরে ঢালিয়া দেহ,
—গাইব সুরুচি মধুর মধুর, মাতাব তাহাতে বিরহ বিধুর,
মাতাব তাহাতে প্রণয় বাউর,—অথবা যদিও না মাতে কেহ—
নাই বা মাতিল। নিজেই মাতিব,
নিজেই সুখের সাগরে ভাসিব,
দিব না অপরে সুখের ভাগ।
এই কণ্ঠরব, হবেনা নীরব, নাই বা হইল বীণা বেণু রব,
নাই বা হইল ললিত, ভৈরব, নাই বা হইল বেহাগ রাগ।
হাসিবে বঙ্গ? হাসুক! তাহাতে হইবে না মোর হৃদয়ে দাগ!
ভারতের দুখে কাঁদিলে হৃদয়, "গাইব করুণ" শুনিবে নিদয়—
—বধির ভারতী(১)অলস বাঙ্গালি,
কাজেই এখন পথের কাঙ্গালি!
কাজেই এখন দাসের দাস!
অকুত সাহস, অতুল গৌরব, অটুট বিক্রম, অমূল বৈভব,

(১) ভারতবর্ষীয়।

কিছুমাত্র নাই হারায়েছ সব ;
শিখেছে কেবল লঘুতা, ভীরুতা,
বেড়েছে কেবল হৃদয়ে ত্রাস।
শুনিয়া সে গান, কাহার কি প্রাণ
কাঁদিবে নাক ? যদিই কাঁদিল—
এক বিন্দু অশ্রু যদিই পড়িল—
নক্ষত্র বিশেষে ভেকের মাথে,
যদি দৈবযোগে, পদার্থ সংযোগে,
একটিও মতি জনমে তাতে !
যদিও বিহঙ্গী দুর্ব্বলা অবলা, বিহীন প্রতিভা, অবোধ সরলা,
পরের আহারে পোষিছে উদর।
শৃঙ্খল পীড়নে, ব্যথিত জীবনে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িছে সঘনে,
তথাপি যখন শুনিবে শ্রবণে "ভীষ্ম কর্ণার্জ্জুন বীর বৃকোদর।
আর্য্যবংশচ্ছবি—কল্পনা করিব,
পাণ্ডব, রাঘব, মহা মহাবীর।"
শুনিবে যখন, যোদ্ধৃবিবরণ, দেখিবে যখন সুচুরস্বপন,
দেখিবে যখন মানস নয়নে,
নীল কাদম্বিনী আকাশ আসনে।

(গাইবে তখন—)

"অসুরে নাশিতে, অমরে তুষিতে,
রসাতলে দিতে মরত মেদিনী ;
করে কাল অসি, খল খল হাসি,
চপলা রূপসী, কপাল মালিনী,

করে হুহুংকার, বলে মার মার,
মাররে অসুরে, পলায়! পলায়!
চেড়ীগণ সব, ঢালিছে আসব, ঠমকে চমকে নাচিছে তায়।
রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,
রুধির প্রবাহে দিতেছে সাঁতার;
ছিন্ন শীর্ষ শব, ভেসে যায় সব,
পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার!
সস্বনে নিস্বনে মলয় পবন, আহরি সুরভি নন্দন রতন,
—মন্দার সৌরভ অমৃত রাশি,—
মর্ম্মরিছে তরু অটল ভূধর, দমিছে দাপেতে, কাঁপিছে শিখর!
কাঁপিছে মেদিনী, রণ কুশলিনী,
অরণ্য রঙ্গিনী বিকট হাসি—
ঘোরে রণ মাঝে, ঘোর রণ সাজে!
ঘোর ঘন মাঝে চপলা খেলে।
ঘোর ঘন নাদে, মুহুর্মুহু "দে, দে,
সুধা দে সুধা দে সুধা দে" বলে!
উন্মত্তা উলাঙ্গী, ভয়দা ভীমাঙ্গী খর্পরে রুধির করিছে পান;
বদনে না ধরে, ধারা বেয়ে পড়ে,
কপোলে হৃদয়ে যেতেছে বান!"
বীরের সঙ্গীত, বীরের মত, গাইব তখন পারিব যত,
এই পক্ষপুট তুলিয়া উল্লাসে।
হবে প্রতিধ্বনি, প্রান্তর সাগরে, নদ নদী হ্রদ ভূধর গহ্বরে,
পবনে বহিয়া সে ধ্বনি সত্বরে,
বিলয় করিবে অনন্ত আকাশে!

নিবিড় তিমির হিমাদ্রি গুহায়, কদাচিৎ যদি কেশরী ঘুমায়,
কদাচিৎ যদি সে সঙ্গীত শুনে
ভাঙ্গে তার ঘুম, উঠে বা জাগিয়া,
তল্লাসে শিকার ক্ষুধার্ত্ত হইয়া,
(মুখের আহার খেতেছে কাড়িয়া
শৃগাল বায়সে, দেখিছে নয়নে!)
তা হ'লেই হবে, তা হলেই যাবে
সঙ্গীত পিপাসা জনমের তরে
মিটিবে আমার, গাব নাক আর,
রহিব বিহঙ্গী নীরবে পিঞ্জরে।

অকৃতজ্ঞ শুক।

১

হায়! অকৃতজ্ঞ শুক কি বলিব তোরে?
বেড়াতিস বনে বনে—
বনজ-বিহঙ্গ-সনে,
কে তোরে ধরিল,—কে পুষিল সমাদরে?
কে ফুটায়ে তোরে আঁখি—
সুবর্ণ-পিঞ্জরে রাখি—
—প্রতি দিন চা'ল, ছোলা কে দিল সাদরে?
বল বল বল পাখী! বল, সত্য করে?

২

সে দিন কি পাখী, তোর মনে আছে আর ?
ক্ষীণ পক্ষ,—হীন বেশে
ফিরিতেরে দেশে দেশে,
বসিবার স্থান মাত্র ছিল না তোমার !
দুরন্ত নিষাদ ভয়ে
বনে ডালে লুকাইয়ে—
—বাঁচাইতে আপনার ক্ষুদ্র কলেবর,
সে দিন কি পাখী, তোর মনে আছে আর ?

৩

মনে কি পড়েরে পাখী !—সে দিন তোমার ?
কিঞ্চিৎ আধার—লাগি—
—জন্মারণ্য পরিত্যাগি—
অনন্ত-সাগর-জলে দিয়েছ সাঁতার !!
কুলায়-রচনা তরে,
বনস্পতি পদে ধরে—
—কাঁদিয়া করেছ কত মিনতি আবার !
সে দিন কি পাখী, তোর মনে আছে আর ?

৪

মনে না পড়িবে পাখী, সে দিন তোমার—
—যে দিন নিষাদ-দলে—
—বাসা ভেঙ্গেছিল বলে,
—যে দিন শৃঙ্খলে বাঁধা গেছ বার বার,—

যে দিন বিপাকে পড়ে—
—ভারতের দ্বারে দ্বারে—
—ফিরিয়াছ, (করিয়াছ কত শিষ্টাচার !)
সে দিন কি পাখী,—তোর মনে আছে আর ?

৫

মনে না পড়িবে পাখী,—সে দিন তোমার !
(সময় পেয়েছ বলে—
—সকলি কি গেছ ভুঁলে ?)
ভুলনা ভুলনা,—মনে কর একবার !—
—সেই এক দিন, পাখী !—
—আম্র-অটবীতে থাকি—
শ্রুতি জাগরিত করি, পদ শব্দ কার
গণিতে নিযুক্ত ছিলে, (বল একবার ?)

৬

সেই এক দিন শুক !—ভেবে দেখ মনে।
ভারত-শিশুরা তোরে—
—ক্রীড়ার-সামগ্রী-করে-
খেলিয়াছে কত খেলা, (কেবা তাহা জানে ?)
পিঞ্জরে আবদ্ধ র'তে,
দাঁড়ে বসে ছোলা খেতে,
যে বুলি বলাত, তাই বলিতে সঘনে।
সেই এক দিন শুক,—ভেবে দেখ মনে !!

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

এক দিন আত্মা রাম ছিলে তুমি যার—
কাটিয়া শৃঙ্খল, পাখী!
বুলি বলা দূরে রাখি—
সর্ব্বনাশ হেতু চিন্তা করিতেছ তার।
তার হৃদি-মধ্যে পশি,
আকণ্ঠ শোণিত শোষি,
উদর পূরণ তবু হ'ল না তোমার?
ধন্য রে কৃতজ্ঞ!—তোর পদে নমস্কার!

হিমালয় বিলাপ।*

১

কাঁদ কেন হিমালয়—ভারত গৌরব?
কি দুঃখে গলেছে তব প্রশান্ত হৃদয়?
কি লাগি মলিন কান্তি? কোথায় সে সব—
প্রকৃতির অনুপম ভূষা মণি-ময়?
কোথা শ্বেত কান্তে রবি প্রভা মুখরিত—
আদরের হাঁসি টুকু? বীর গরবিত—

২

—বাক্য আস্ফালন কোথা? (অধিত্যকাতলে
যবে অবিশ্রান্ত বায়ু স্বন্ স্বন্ রবে
বংশ রাজী দুলাইয়া চতুর্দ্দিকে চলে,)
কেন অশ্রু প্রবাহেতে ভাসাইছ সবে?

* ১২৮১ সালের আশ্বিনের ভয়ানক ঝটিকা উপলক্ষে লিখিত।

সম্বরহ আঁখি নীর কেঁদনাক আর
অশ্রু স্রোতে ভেসে গেল ভারত তোমার!

৩

তব চক্ষে ঝর ঝর ঝরি শত ধারা—
নির্ঝর প্রবাহ বহি অতি খর স্রোতে,—
ভারত টিনী রাজ্জী হয়েছে অধরা!
গঙ্গায় ধরে না জল বহি অন্য পথে
—ভাসাইল দুর্ভাগিনী ভারতের সব,
—ভগ্নশেষ যাহা ছিল দরিদ্র বৈভব!

৪

(অভিমান করেছ কি কাহারো উপরে ?)
অথবা (কেহ কি করিয়াছে অপমান ?)
মহাকায়! তবে কেন বিষাদ-সাগরে—
ঢালিয়াছ অঙ্গ—হইয়াছ ম্রিয়মান ?
প্রলয়ের গুরু শ্বাস বহে কেন তবে ?
এ বিষম দুঃখ তব কত ক্ষণ রবে ?

৫

গেল যে ভারত তব নিশ্বাস বায়ুতে!
কাঁপিতেছে ধরাতল-ধরাধর যত
অঙ্গ হীন হ'ল তব দারুণ রবেতে!
অতি বড় অট্টালিকা বৃক্ষ কত শত—
উপাড়িল, (চিহ্ন নাই ছিল কোন স্থানে!)
একি হিমালয়! এই ছিল নাকি মনে ?

৬

কি নিগ্রহ ভারতের অদৃষ্টে ঘটেছে !
(মহামারি—মন্বন্তরা—রাজ শোষকতা,
যত কিছু অমঙ্গল সকলি হ'তেছে !)
আবার এ সর্ব্বনাশ ! (হায়রে বিধাতা !)—
ছিল যে ভারত ভূমি জীব লীলা স্থলী—
স্বর্গীয় সুখের স্থান, (গেছে সে সকলি !)

৭

তবু ক্ষুদ্র শীর্ণকায় মুমূর্ষু বালক—
জননীর মমতায় মাটি কামড়িয়া
ছিল পড়ে—তাও বুঝি যায় পর লোক !
হে পাষাণ ! একেবারে পাসরিলে মায়া ?
কেনইবা অকারণে দোষি হিমালয়ে ?
হিমালয় ভারতের প্রশস্ত হৃদয়ে,—

৮

চির দিন মহা সুখে আধিপত্য করে—
এবে সেই ভারতের দেখিয়া দুর্গতি,
অর্থ গৃধ্নু পিশাচের পাপ ময় করে !
হয়েছে দুঃখিত, তাই কাঁদে মহামতি।
(কাঁদে দুঃখে ক্রোধে গুরু নিশ্বাস ভীষণ !)
কেঁদনাক হিমালয় ভারত-জীবন।

৯

হয়েছ প্রাচীন পিতঃ ! শক্তি নাই গায়,
(তবে কেন শোক দুঃখ কর অকারণ ?)

তোমার সন্তানগণ অতি শীর্ণ কায়,
আলস্যের স্রোতে তারা ঢেলেছে জীবন!
আপনার উদরান্ন অতি কষ্টে করে
দাস বৃত্তি (তদভাবে ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে!)

১০

গৃহের সর্ব্বস্ব ধন একমাত্র নারী।
উন্নতি,—উন্নত আশা, তাহারি চরণে—
—দিয়া পুষ্পাঞ্জলি—সবে হয়েছে ভিখারী।
দাসত্ব শৃঙ্খল ভীম বন্ধন পীড়নে
অল্পায়ু হয়েছে, সবে-স্বল্পবীর্য্য বল!
(সে সবার মুখ চাহা নিতান্ত বিফল!)

১১

পরদুঃখে দ্রব হয়ে—পরের মঙ্গল—
প্রাণপণে সাধি পূর্ব্বে যত কীর্ত্তি নিধি,—
—পৃথিবীর যশোরাশি লভেছে সকল।
ভারতের মুখোজ্জ্বল আছে অদ্যাবধি!
এখন এ অভাগিনী জননীর কোলে—
প্রসন্ন অদৃষ্ট যত পুত্রগণ খেলে,—

১২

—প্রকৃত শ্রদ্ধার অর্থ, দয়া সম ধনে,
—জানে না চিনে না তারা গরবের দাস!
গৌরব প্রত্যাশী হয়ে (গৌরাঙ্গ চরণে—
—আজ্ঞাবহ!) অনুরোধে করে অর্থনাশ।
ন্যায়ান্যায় নাই আর, ঘটেছে বিষম!
(মার কাট—দেহি পদ পল্লবমুদারম্!)

১৩

নাই সুখ তবু পিতঃ! সত্বর রোদন,
আছ তুমি বহুকাল,
রহিবে অনন্ত কাল।
(অবস্থা নহেক কভু স্থায়ী চিরদিন!)
কখন অসীম সুখ,
কভু নিদারুণ দুখ!
সম্রাট্ সে ভিক্ষা করে ভিক্ষুক রাজন।
অবশ্য উদিবে কভু সৌভাগ্য তপন।

১৪

চিরদিন সমভাবে যাবে না যাবে না।
এই মরু ভূমি পরে।
কমল ফুটিতে পারে!
বীর প্রসূ ভারতের এদশা রবেনা।
অবশ্য কালেতে কেউ
উঠাবে প্রবল ঢেউ
অবশ্য নাশিবে দুঃখ, (ভেবনা ভেবনা!)
চিরদিন সমভাবে যাবে না যাবে না।

অলস-যুবক।

১

কত নিদ্রা যাও ভাই, উঠ একবার!
সহস্র বৎসর গত,
আর ঘুমাইবে কত?

অভাগী জননী বসি শিয়রে তোমার!
তোমার অবস্থা দেখে
—কাঁদিতেছে অধোমুখে;
মনোদুঃখে মাটি হ'ল প্রতিমা সোণার?
উঠ উঠ উঠ ভাই! উঠ একবার!

২

চেয়ে দেখ, জননীর দুর্দ্দশা কেমন!
দুরন্ত দস্যুরা আসি,
গৃহের ভিতরে পশি—
অর্থলোভে করিতেছে অসহ্য পীড়ন!
মায়ের গায়েতে যত
ছিল মণি, মকরত;
পাপাত্মা পিশাচে তাহা করেছে লুণ্ঠন!
দেখ দেখ দেখ ভাই! মেলিয়া নয়ন!

৩

উঠে বস ভাই! দেখ মায়ের যন্ত্রণা!
সুখলেশ নাহি আর
হইয়াছে অস্থি-সার!
দুঃখে মুখে কথা নাই,—যেন দীন হীনা!
ভাসিছে নয়নজলে,
দুঃখের বেদনা বলে—
নাহি হেন জন, হায়! (তোমা সবা বিনা।)
উঠে বস ভাই! কর মায়ের সান্ত্বনা।

৪

কত কষ্টে স্তন দিয়ে আমা সবাজনে,
—পালিয়া করেছে বড়,
আজি তার কার্য্য কর ;
একতার ফুলে হার গাঁথি সযতনে ;—
ভক্তিতে গলায় পর,
সাহস-পতাকা ধর,
মায়ের যন্ত্রণা আর সহেনা জীবনে !
উঠ প্রিয়তম ! আর নিদ্রা যাও কেনে ?

৫

শুষ্ক অঙ্গ জননীর স্তনে দুগ্ধ নাই,
আমাদের ছোট যারা,
অজ্ঞান বালক তারা,
ক্ষুধায় কাতর, (খেতে চাহিছে সদাই,)
মায়ের অঞ্চল ধরে
বিনায়ে রোদন করে,
দরিদ্রা জননী ।—(খাদ্য কোথা পাবে ভাই ?)
লুঠেছে দস্যুতে আর কিছু মাত্র নাই !!

৬

হায় ! কি বলিব, দুঃখে না সরে বচন ।
এক দিন ভূমণ্ডলে
রূপ, গুণ, বাহু-বলে
অদ্বিতীয় ছিল যার প্রিয় পুত্রগণ ;—

অনন্ত গৌরব যার—
স্রোতোময় পারাবার,
হিমাদ্রি কীর্ত্তির স্তম্ভ আছিল তখন!
এখন সে সব কথা নিশার স্বপন!!

৭

জন্মেছি সকলে এক জননী গর্ভেতে।
কিন্তু কি বলিব হায়!
বলিবার কথা নয়,
(পক্ষপাত দোষে সবে গেলে অধঃপাতে!)
যদিও অবলাগণে—
বসিবে না উচ্চাসনে,
যদিও দুর্ব্বলা নারী অন্তঃপুর হ'তে—
বাহির না হবে,—ইহা জানহ স্বচিতে——

৮

তথাপি শিক্ষার দোষ দিয়ে মনে মনে—
অভাগী সোদরাদিগে
অজ্ঞান আঁধার কূপে
ফেলায়ে রেখেছ বাঁধি স্বেচ্ছাচার গুণে,
কেন বল দেখি মোরে?
এরূপ অন্যায় করে
কি কার্য্য সাধিবে ভাই শুনি তব স্থানে?
অবলার এ দুর্দ্দশা যাবে কত দিনে?

৯

কন্যা পুত্র জননীর সকলি সমান।
পুত্রেরা শিক্ষিত হবে,
কন্যা দাসী বৃত্তি পাবে,—
একি কথা? এই নাকি বিচার বিধান?
এই কি বিচার সব,
এই কি পৌরষ তব?
এ কথা শুনিলে নাহি ভাব অপমান?—
(তোমার সোণার চাঁদ দাসীর সন্তান?)

১০

আরো বলি,—শুন ভাই, হও অবহিত।
অবলা শিক্ষিতা হ'লে
উভয়ে মায়ের কোলে
খেলিবে বিষম খেলা, ইহাও নিশ্চিত।
বিষয়ী পুরুষ জাতি,
হৃদয় কঠিন অতি,
জননী উপেক্ষি,—দেখে জীবনের হিত!
অবলা গলিলে দুঃখে, করিবে বিহিত!

১১

ছিছি! কি বলিব আর তোমা সবাকারে?
সিংহিনী গর্ভজ হয়ে
শৃগাল-সাহস লয়ে
কুক্কুরের ভয়ে বাস করিছ বিবরে?

যে করেছে সর্ব্বনাশ,
তার তুমি ক্রীতদাস ?
সে তোমার নাকে দড়ি দিয়া লয়ে ফিরে।
ছিছি! কি বলিব আর তোমা সবাকারে ?

দরিদ্র-যুবক।

১

চন্দ্রমা শালিনী নিশা গভীর সুমতি,
নির্ম্মল নীলিমাকাশে
সুধাংশু নক্ষত্র হাসে,
হাসায় পার্থিব নৈশ শোভায় প্রকৃতি।
ভূধর, প্রান্তর, বন,
নদ, নদী, প্রস্রবণ,—
হাসির তরঙ্গে ভাসে বিকাশি মূরতি।
হেসে পাগলিনী হ'ল ধরা রূপবতী!

২

পাদপ পাতায় আর স্রোতস্বতী কূলে—
ধবল ফুলিতাকাশে,
সোহাগে খদ্যোত হাসে,
শশীমুখী সন্ধ্যামণি হাসে মন খুলে।
মৃদু নৈশ বায়ু ভরে—
আদরে গলিয়া পড়ে,
ধবল তুহিন কণা মুক্তাহার গলে।
এ সব থাকিবে কোথা নিশি পোহাইলে ?

৩

ঐ যে ভূধর হ'তে নির্ঝর নির্ম্মল—
বারি বিম্ব ভেসে যায়—
চন্দ্রিমাতে দীপ্তি পায়,
পলকে মিশাবে, হবে যে জল সে জল।
গাঢ় জলদের ঘটা,
চল সৌদামিনীচ্ছটা,
গম্ভীর অশনি, ঘোর বৃষ্টি অবিরল
হইলে সহসা, কোথা যাবে এ সকল ?

৪

ঐ যে নৈশিক বায়ু মৃদুল দুলিয়া—
দুলায় বৃক্ষের পাতা,—
দুলায় বনের লতা—
দুলায় শারদী নদী থাকিয়া থাকিয়া।
সৌধ গবাক্ষেতে পশি,
স্বেদসিক্ত মুখ শশী
কার মুছাইছে অই আদর করিয়া ?
ঐ যে মৃদুলানিল মৃদুল দুলিয়া ?

৫

চঞ্চল শঠের প্রেম হীরক রতন,
উপরে অমিয়ময়,
গোপনে গরল রয়,
আপাতঃ সুখের শেষে সংহারে জীবন।

পৃথিবী কম্পিত করি
ভূধর উপাড়ি পাড়ি
গম্ভীর কল্লোলি—নীল সাগরে যখন—
ভীম দুর্নিবার ঝড় হবে নিমগন—

৬

তখন কোথায় রবে এ সব সম্পদ?
ধীরে কি বনের লতা
ধীরে কি গাছের পাতা
ধীরে কি গবাক্ষে লয়ে সুরভি আমোদ—
দুলিবে দুলাবে সবে?
কোথায় নিবায়ে যাবে—
কৌমুদী চন্দ্রিমা হাসি অমৃত আস্পদ?
(মেঘেতে মিশায়ে যাবে হইবে বিপদ!)

৭

হেসনা হেসনা, এত হাসি ভাল নয়।
নির্ম্মল হৃদয়াকাশে
অমনিই হেসে হেসে
আশার চন্দ্রমা হয়েছিল সমুদয়!
সেই দিন সাধ করি
হেসেছিনু মুখ ভরি,
অমনি আঁধার হ'ল এ পোড়া হৃদয়!
(তাই বলি এত হাসি হাসা ভাল নয়!)

৮

এই যে মধুরা নিশা (নিদ্রিতা ধরণী !)
নিদ্রা আসিল না চখে,
কি ভাবিছ মনো দুখে,
কি ভাবনা ? (কাহারে বা বলি সে কাহিনী !)
হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে
হৃদয়ের মধ্যে ছুটে,
হৃদয়েই লয় হয় আপনা আপনি !
কে শুনিবে অভাগার দুঃখের কাহিনী ?—

৯

সংসার তড়াগ মাঝে জীবন মৃণালে—
সোদর কমল নিধি,
(প্রতিভার প্রতিকৃতি)
বিদ্বান্ আদর্শ হয়েছিল যত্ন বলে ।
বিকাশ হ'তে না হ'তে,
কালের তুফান উঠে,
জীবন বন্ধনে মোর ডুবালে অতলে !
সুখের প্রদীপ নিবাইয়া দিল কালে !

১০

(আশ্রয় বিহীন !) লয়ে শৈশব জীবনে !
অপোষ্য পাষাণ গলে
সংসার সাগর জলে
ডুবাইনু দেহ, ভাবী উৎকর্ষ রতনে ;

হৃদয় উৎসাহ-হীন,
হুতাশে শরীর ক্ষীণ,
কি করিব,—কি হইবে,—যাব কোন্ স্থানে-

১১

ভাবিয়া কাঁদিছি নিত্য বসিয়া নির্জ্জনে!
দরিদ্র-মানব-চিত্ত-মরুভূমি-প্রায়।
আশা-বারি-বিন্দু নাই—
আশ্রয়-পাদপ নাই,
ভিক্ষার আকাশে ঋণমার্ত্তণ্ড পোড়ায়!
অনন্ত-অভাব-মাঠে—
দুরাশা পাবক উঠে,
দুশ্চিন্তা-বালুকা-কণা হুতাশে উড়ায়!
(দরিদ্র মানব-চিত্ত মরুভূমি-প্রায়!!)

১২

সোণার-কনিষ্ঠ মোর, (ননীর-পুতুল—
উত্তাপে গলিয়া যায়!)
ঘুমালে জাগান দায়,
নিতান্ত শৈশব,—প্রিয়-জীবনের মূল;—
বিদেশে পরের ঘরে
পরের দাসত্ব করে!
শিক্ষার আশায়, হায়! বিধি প্রতিকূল!
সোণার কনিষ্ঠ মোর (ননীর পুতুল!)

১৩

সকল সুখের স্রোত শুকায়ে গিয়েছে!
তবু খুঁজে দেখি দেখি,
কোন সুখ আছে নাকি?
আছেইত? (মরু ভূমে কমল ফুটেছে!)
একটি বিশুষ্ক নালে—
—দুটি পুণ্ডরীক দুলে,—
সুবাসে পূর্ণিত; প্রাণ কাড়িয়া লতেছে।
চিরতপ্ত মরু ভূমে কমল ফুটেছে!

১৪

কত দিন মরু ভূমি করি পর্যটন—
—মৃগ-তৃষ্ণিকার ফাঁদে—
—শুষ্ক কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে—
—এখন পেয়েছি এক সুখের-সদন!
যখন যন্ত্রণা-ভরে—
—প্রাণ ছাড় ছাড় করে,
পৃথিবী, আকাশ সম করি দরশন।
তখনি আকাশে আঁকা সুহৃদ রতন—

১৫

—আমার যন্ত্রণা-ভার বহনের তরে,
গলিয়া আমার দুখে
রোদন-মাখান-মুখে—
—বলে কত কথা,—অতি স্নেহময় স্বরে!

পলকে শতেক বার—
হেরি মুখ শশী তার,
সকল হৃদয়-ব্যথা যায় মোর দূরে,
(কেবল রেখেছি প্রাণ সুহৃদের তরে !!)

১৬

সোণার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি,—
লজ্জার লেপনী দিয়ে—
সরলতা মাখাইয়ে,
নির্জ্জনে নির্ম্মাণ বুঝি করেছিল বিধি !
কোমল-হৃদয়া সতী,
প্রণয়ের প্রতিকৃতি ;
দরিদ্র আনন্দময়ী—(সোহাগের নদী !)—
—সোণার প্রতিমা মোর—হৃদয়ের নিধি !

১৭

ভ্রমি অনাবৃত দেহে—হিমাণীর শীতে,
নিদাঘ তপনে পুড়ে—
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে—
—দিনান্তে যদ্যপি পাই সে মুখ দেখিতে ;
দুর্গম কান্তারে থাকি,—
যদিও কান্তারে দখি,
কারাগারে বদ্ধ যদি রই তার সাথে ;
(তথাপি স্বর্গের সুখ তুচ্ছ ভাবি চিতে !)

জন্ম ভূমি !

১

এই কি, সে প্রকৃতির—
—শোভার সদন পল্লী, পবিত্রতা সার ?
এই কি, সে, সুখ-ধাম,—
(স্বর্গ-গরীয়সী নাম)
—অভাগার জন্ম ভূমি স্নেহের বাজার ?
এই সেই সুবিমল—
শৈশবাভিনয় স্থল ?—
(সুখে সুখ, দুঃখে সুখ, সুখের আধার ?)
এই স্থানে ছিল, চির আনন্দ অপার ?

২

বহিত কি, এই স্থানে—
—অনুপম সরলতা সুধা তরঙ্গিনী ?
এই স্থানে আত্ম পর—
—ছিল নাক পরস্পর ?
কি স্বজাতি, ভিন্ন জাতি সবে এক জানি—
—ভাই বলে, দাদা বলে—
—মধুর সম্বন্ধ তুলে—
—ডাকিত, (জুড়াত কর্ণ সেই কথা শুনি !)
সেস্থান কি এই ? (না না স্বপ্নের কাহিনী !)—

৩

—স্বপ্নের কাহিনী যদি—
—না হইবে অহো ! তবে কোথায় সে সব—

—নয়ন নন্দন অতি,
অসম প্রকৃতি ভাতি ?
নাই, (তাই হৃদি তন্ত্রী নিদ্রিত নীরব !)
কোথা সেই সরলতা ?
সত্যের বন্ধন কোথা ?
সমাজ, একতা, আর বিষয়, বৈভব—
কিছু নাই—(আছে মাত্র হাহাকার রব !)

৪

হায় ! এই হিন্দু কুলে—
ধর্ম্মের বন্ধন এত ছিল দৃঢ়তর ;—
যে জাতি ধর্ম্মের তরে—
আপনা উৎসর্গ করে
করাল-কৃপাণে ক্ষত করি কলেবর,
দিয়েছে শোণিত গুনি,
জীবন নয়ন মণি—
—পুত্রনিধি ভাসায়েছে সাগরে বিস্তর !
ধর্ম্মের বন্ধন এত ছিল দৃঢ়তর !—

৫

—ছিল এত দৃঢ়তর—
ধর্ম্মের বন্ধন,—যবে সংসারের সুখে—
—দিয়ে জলাঞ্জলি সতী,
নির্ভয়েতে কুলবতী—
আম্রশাখা হাতে করি হাসি হাসি মুখে,

—মৃত-পতি কোলে লয়ে,
চিতাগ্নিতে প্রবিশিয়ে—
—সহমৃতা হ'ত হায়,—ধর্ম্মের বিপাকে!—
—আম্রশাখা হাতে করি হাসি হাসি মুখে!

৬

মরি, সেই মনোরমা—
—সোণার প্রতিমা, (আহা, যুবতীও নয়!)
খেলা ধূলা বালিকার—
—ছিল মাত্র অলঙ্কার!
কে জানিত তার মধ্যে লুকান প্রণয়?
—লুকান প্রণয় ছিল,
পরিণয় কবে হ'ল?
কে জানিত মুকুলেতে মধুর সঞ্চয়?
(অকস্মাৎ চিতা ধূমে অন্ধকারময়!)

৭

আহা! সেই মৃণ্ময়ী,—
কাপালী ভৈরবী প্রেমে হয়ে মুগ্ধমতী,
সোণার সংসার ত্যজে
ভীষণ শ্মশান মাঝে,—
—আত্ম বিসর্জ্জন তরে গিয়েছিল সতী!
কোন্ জাতি কোন্ দিন—
হ'য়ে হেন ধর্ম্মাধীন—
আত্ম সমর্পণ কার্য্যে হ'য়েছিল ব্রতী?
(তবু বীরাঙ্গনা নয় আর্য্যের সন্ততি?)

৮

পৈশাচ তান্ত্রিক রীতি—
যাক্ রসাতলে,—তায় পরিতাপ নাই।
বংশের কলঙ্ক ওই ;
আছে আর উহা বই,—
সেই পাপে-সেই শাপে এত কষ্ট পাই।
কৌলীন্য কি ভয়ঙ্কর!
জ্ঞানান্ধতা অন্যতর,
বাল্য-পরিণয়-পাপে পারাপার নাই।
কল্পিত-ধর্ম্মের মুখে শতবার ছাই!

৯

ঐ দেখ, ভগ্ন-হৃদে—
—অনন্ত-বিষাদ-সিক্তা অনূঢ়া-যুবতী,
লজ্জা-দুঃখ-অভিমানে
দীন-হীন-ক্ষীণ-প্রাণে—
—অশ্রুনীরে ভাসে অই কাঞ্চন-ব্রততী!
কারুকার্য্য বিধাতার,
পরিণয়-পুষ্পহার,—
—পরিল না গলে জন্মে! অরে দুষ্টমতি—
—দেশাচার! তোর তরে এরূপ নিয়তি!!

১০

দেশাচার! তোর তরে—
—সোণার তবক, দিয়া কুসুমের কলি,—

—যতনে নির্ম্মিয়া বিধি,
দেবের দুর্লভ নিধি,
—মুমূর্ষুর পদে ওই দেয় পুষ্পাঞ্জলি !
—(দেয় পুষ্পাঞ্জলি হায় !
লম্পট দস্যুর পায় !)
ভিখারী কি চিনে রত্ন ? (রত্ন হারাবলী—
—বানরের গলে তুই আদরে পরালি ?)

১১

তুই রে নিষ্ঠুর, তাই—
—দারুণ দুঃখের ভাগী বঙ্গের বিধবা !!
অভাগীর স্বামী নাই.
মৃত্যু নাই বাঁচে তাই,
উজাইয়া সুখ ব্রত ; সুখময় দিবা—
গেছে চিরকাল তরে,
নিরাশায় শূন্য ঘরে—
শূন্য সংসারের মাঝে নিস্তব্ধা নীরবা,
—মাটীর পুতুল যেন বঙ্গের বিধবা !

১২

প্রকাশি দুঃখের কথা—
—বলে গোটাকত, তার উপায় ত নাই !)
নাথের সৎকার করে
অভাগিনী এলে ঘরে,
বেশভূষা কেড়ে নিতে বিব্রত সবাই !

(মৃণাল কণ্টক বিনে—
ভাল দেখাইবে কেনে ?)
শিশিরে নলিনীদল ভাসিলে সদাই—
থাকে কি লাবণ্য ? (অহো ! দুঃখে মরে যাই !)

১৩

বিষম-শোকের—বেগ—
—দুর্নিবার, (তবু হবে দাসীত্ব করিতে !)
সংসারের কার্য্য-ভার—
—সমস্তই বিধবার !
(অনাথার বাঁচা মাত্র, যাতনা সহিতে !)
অঙ্গেতে মলিন-বাস,
আলু থালু কেশ-পাশ ;
মলিন-মুখ-চন্দ্রমা দুঃখের পীড়াতে !
(কেউ নাই-অভাগীর সংসার মাঝেতে !)

১৪

ঐ যে মলিন মুখে—
—দ্বাদশ বর্ষের ওটি বিধবা বালিকা !—
—পিপাসা কাতরা অতি ;
মাটিতে অঞ্চল পাতি—
শুয়েছে দুঃখিনী, যেন, (শুখান লতিকা !)
অহহ ! তুমুল ঝড়ে—
ফুল-দল ছিন্ন করে—
পথে ফেলায়েছে শূন্য করি বৃন্তশাখা,
(কেউ দেখেনাক ওটি নিতান্ত বালিকা !)

১৫

খেলার বয়স ওর!
একাদশী করিবার সময়ত নয়!
দেশাচার পাপাচার!
তোর এই অবিচার!
তোরি তরে পিতা মাতা-সবাই নির্দ্দয়!
তোরি তরে বঙ্গভূম—
—হইল রে সম-ভূম,
তোরি কার্য্যে দুঃখ বজ্রে ফাটেরে হৃদয়!
(ঈশ্বর থাকেন যদি, হবি শীঘ্র ক্ষয়!)

১৬

দয়াবান্ রামমোহন—
—গুণের সাগর, ছিল ভারত বান্ধব।
ভারতের দশা দেখে,
গলিয়া দারুণ দুখে—
প্রকাশিয়া চির-কীর্ত্তি-কুসুম সৌরভ—
—ত্রিদিবে পেয়েছে স্থান।
প্রভৃত সম্পদ মান—
—পাক্ সেই বংশাবলী যেথানে যে সব।
দয়ার-সাগর ছিল ভারতবান্ধব!

১৭

আহা! সেই সদাশয়,—
—যেই কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধি ভারতেরে,—

(মৃণাল কণ্টক বিনে—
ভাল দেখাইবে কেনে ?)
শিশিরে নলিনীদল ভাসিলে সদাই—
থাকে কি লাবণ্য ? (অহো ! দুঃখে মরে যাই !)

১৩

বিষম-শোকের—বেগ—
—দুর্নিবার, (তবু হবে দাসীত্ব করিতে !)
সংসারের কার্য্য-ভার—
—সমস্তই বিধবার !
(অনাথার বাঁচা মাত্র, যাতনা সহিতে !)
অঙ্গেতে মলিন-বাস,
আলু থালু কেশ-পাশ ;
মলিন-মুখ-চন্দ্রমা দুঃখের পীড়াতে !
(কেউ নাই-অভাগীর সংসার মাঝেতে !)

১৪

ঐ যে মলিন মুখে—
—দ্বাদশ বর্ষের ওটি বিধবা বালিকা !—
—পিপাসা কাতরা অতি ;
মাটিতে অঞ্চল পাতি—
শুয়েছে দুঃখিনী, যেন, (শুখান লতিকা !)
অহহ ! তুমুল ঝড়ে—
ফুল-দল ছিন্ন করে—
পথে ফেলায়েছে শূন্য করি বৃন্তশাখা,
(কেউ দেখেনাক ওটি নিতান্ত বালিকা !)

১৫

খেলার বয়স ওর!
একাদশী করিবার সময়ত নয়!
দেশাচার পাপাচার!
তোর এই অবিচার!
তোরি তরে পিতা মাতা-সবাই নির্দ্দয়!
তোরি তরে বঙ্গভূম—
—হইল রে সম-ভূম,
তোরি কার্য্যে দুঃখ বজ্রে ফাটেরে হৃদয়!
(ঈশ্বর থাকেন যদি, হবি শীঘ্র ক্ষয়!)

১৬

দয়াবান্ রামমোহন—
—গুণের সাগর, ছিল ভারত বান্ধব।
ভারতের দশা দেখে,
গলিয়া দারুণ দুখে—
প্রকাশিয়া চির-কীর্ত্তি-কুসুম সৌরভ—
—ত্রিদিবে পেয়েছে স্থান।
প্রভূত সম্পদ মান—
—পাক্ সেই বংশাবলী যেখানে যে সব।
দয়ার-সাগর ছিল ভারতবান্ধব!

১৭

আহা! সেই সদাশয়,—
—যেই কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধি ভারতেরে,—

গেছে চিরকাল তরে,
কোন্ উপকার করে—
শোধিব সে ঋণ-রাশি ; (কি আছে ভাণ্ডারে !)
দরিদ্রা ভারত মাতা !
ঐশ্বর্য্য সম্পদ কোথা—
পাইব আমরা ;—তবে,—(অন্তরে অন্তরে—
আশীসিব, যত দিন থাকিব সংসারে !)

১৮

থাক্ তুই, দেশাচার !
তদ্রূপ উন্নতমনা কেহ হয় যদি,
যদি পায় কোন দিন,
দেখে, এই দীন-হীন—
—ভারতের অশ্রুনীরে বহিতেছে নদী—
তাহলে উপায় হবে ;
তোর দর্প কোথা যাবে !
(নিন্দুকের সর্ব্বনাশ সাধিবেন বিধি।)
অধঃপাতে যাবে,—যেই হবে প্রতিবাদী।

১৯

হায় ! মোরা দীন হীন !
অশ্রুজল ভিন্ন আর কি আছে সম্বল ?
তবু জন্মভূমি তরে,
এই বঙ্গ পারাবারে—
—সহিব তুমুল ঝড় (রহিব অটল !)

যেজন ইহাতে আছে—
বিকাইব তার কাছে,—
যে জন তরঙ্গ দেখি না হবে চঞ্চল!
(রহিব অটল,—প্রিয়! রহিও অটল।)

২০

কি বলিব, প্রিয়বর!
ভেঙ্গেছে চাঁদের-হাট—সাধের-বিপণী
(বিনা দুঃখ হাহাকার—
কি আছে সমাজে আর?)
—আছে মাত্র গোটাকত বিধবা রমণী!
ভগ্ন-গৃহ,—ভিটা সার—
শর-পুষ্প শোভা তার,
শুষ্ক বায়ু বংশারণ্যে বহিছে নিঃস্বনি!
(ভেঙ্গেছে চাঁদের-হাট, সাধের বিপণী!)

শৈশব স্বপন।

১

আজ কেন অকস্মাৎ
সুদূর শৈশব স্বপ্ন হইল স্মরণ?
দারিদ্র্য অনল যার, হৃদে জ্বলে অনিবার,
সংসারের কার্য্যশ্রমে ক্লান্ত অনুক্ষণ!
ভয়ঙ্কর ঋণ দায় প্রতিবাসী শত্রু তায়
অস্থির উন্মত্ত প্রায় হয়েছে যে জন!
সে কেন দেখিল স্বর্গ সুখের স্বপন?

২

বহুদিন ঘন ঘটা,
দুর্য্যোগী গগণ আর আঁধার ধরণী,—
যে জন দেখেছে হায়! ক্ষণস্থায়ী চপলায়
কি সুখ? তাহার মাত্র ধাঁধে আঁখি মণি;
যে পথিক দিক ভ্রমে, নিদারুণ পথশ্রমে
প্রান্তরেতে ক্লান্ত, তাহে তমিস্রা রজনী,
আলেয়া প্রতারে তারে কেন তা না জানি!

৩

হায়! সে সুখের দিন
সময় সাগর গর্ভে হয়েছে মগন।
নাই সে অবস্থা আর, নাই সঙ্গী খেলিবার,
নাই জননীর কোল—স্বর্গ সিংহাসন!
বসন্ত কুসুম রাশি, শরতের পূর্ণশশী,
মলয়ার বায়ু, গঙ্গাজল সম মন
ছিল যে পবিত্র, এবে চিন্তার ভবন!

৪

দুঃখাঘাত প্রতিঘাতে—
নহে তা কোমল কিসলয় সম আর!
নহেত পাষাণ মত, তা হলে ফাটিয়া যেত,
কি জানি কেমন তবে অন্তর আমার!
হৃদয়! কিসের তরে, বিষাদ সাগর নীরে,
ঢেলেছ পবিত্র মূর্ত্তি তুমি আপনার?
ভোগ তৃষ্ণা, অবিতৃপ্তি আছে কি তোমার?

৫

তাও নাই, তবে কেন—
যে সংসার ছিল মোর প্রমোদ উদ্যান।
ছিল শান্তি সুখ ধাম, এবে তার পরিণাম
শ্বাপদ সঙ্কুল ভীম গহন সমান ?
হৃদয়ের প্রিয়তর, নয়নের প্রীতিকর,
কুসুমিত লতাকুঞ্জ ফলে নম্রমান
ছিল, তাও এবে বিষ বল্লরী বিতান ?

কেন এত ভালবাসি ?—

১

কেন এত ভালবাসি—
এতগুলি চিত্র মাঝে ওই ছবিটিরে ?
ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিদ্রাহার
পরিহরি বারম্বার—
—দেখিতে বাসনা কেন হতেছে ওটিরে ?
এই স্থানে নিত্য থাকি—
—বিবিধ বিধানে দেখি,
তবুও দেখার ক্ষুধা মিটিল না অন্তরে।
(এ ক্ষুধার শান্তি বুঝি, হবে না এ সংসারে ?)
যেই দিন হ'তে অই চিত্রখানি দেখেছি,
সেই দিন হ'তে মন—অইখানে রেখেছি।
মনে বড় ইচ্ছা করে,
একবার হাতে করে—

—দেখি অই ছবিখানি;—রাখি হৃদি মাঝারে।
(প্রতিবাদী দেশাচার দিবেনা তা আমারে!)

২

পরিষ্কার ছবিখানি;——
—একবার স্পর্শ মাত্রে মলিন হইবে!
অতি যত্নে রাখিয়াছে,
যাবনা উহার কাছে।
হীরক-ফলকে ক্ষণে কলঙ্ক স্পর্শিবে!
প্রতিদিন দেখে যাব;—
(তাতেই সন্তুষ্ট হব;)—
—তাতেই মনের আশা না মিটেও মিটিবে;
তাতেই পুলক-স্রোতঃ দুর্ণিবার ছুটিবে!
হৃদয় চঞ্চল হ'লে ভাল করে বুঝাব।
অন্তরের ভালবাসা অন্তরেই রাখিব।
—(পাছে প্রকাশিলে পরে—
আমারে গোপন করে)
অতএব কারো কাছে বলাত না হইবে।
(অন্তরের ভালবাসা অন্তরেই রহিবে!)

৩

যার ধন,—সেই যদি——
—নিবারে নিষ্ঠুর হয়ে—চক্ষের দেখাতে,—
তাহা হ'লে কি করিব?
(নিশ্চয় উন্মত্ত হ'ব!)
—অন্তরে লুকায়ে কিরে, পাবনা দেখিতে?

আস্তে অন্তরালে থাকি—
—বঞ্চিয়া অন্যেরে আঁখি,—
—সরলার ছায়া মাত্র দেখে লবে চকিতে ;
সে দেখাত অন্যে কেহ পাবেনাক দেখিতে !
"ভালবাসা"—এত জ্বালা কে জানিত স্বপনে ?
(জানিলে, পতঙ্গ কভু পড়িতনা আগুনে !)
মনে করি ভুলে যাই,
(ভুলিলেও সুখ নাই,)
শৈশবের খেলা ধূলা পড়ে সদা মনেতে।
(তারি তরে পোড়া মন, পারেনাক ভুলিতে !)

৪

বাল্যের—সে ভালবাসা——
—অস্থি মজ্জা রক্ত সঙ্গে মিশায়ে গিয়াছে ;
শ্মশানে চিতায় যবে,
এ প্রপঞ্চ দগ্ধ হবে,—
—তখনো সন্দেহ ভুলা ;—(জন্মান্তর আছে !)
মন যাবে—স্মৃতি যাবে,
কাকে চক্ষু খুলে থাবে,
আত্মাত থাকিবে চির ;—(চিরকালি রয়েছে।)
তাতেই এ ভালবাসা নিত্য বস্তু হয়েছে !
জন্ম জন্ম এই মূর্ত্তি উপাসনা করেছি ;
জীবনে—মরণে তারে জ্ঞান-চক্ষে হেরেছি !—
—নতুবা ও কেন হায় !—
আঁধারে আলোক প্রায়—

—এ আঁধার সংসারের পথে দীপ্তি পেয়েছে ?
(পথ হারা পথিকেরে পথ বলে দিতেছে ?)

কিবা দেখিলাম।*

১

কিবা দেখিলাম ঐ শারদী সন্ধ্যাতে !
সূর্য্য ডুবু ডুবু প্রায় ; ঐ যে ডুবিল হায় !
ডুবায়ে বিমল পৃথ্বী তিমির স্রোতেতে !
ডুবুক বিমল পৃথ্বী তিমির স্রোতেতে,
নিবাগ সূর্য্যের প্রভা, ফুটুক আঁধুলি শোভা
মোহিবারে মুগ্ধ মন জগতে যুড়াতে,
দেখি তাই, লিখি তাই, তাই ভাবি চিতে !

২

কিবা দেখিলাম ঐ নীলকান্ত পটে ;—
একটি সরসী কূলে বসি শ্যাম দূর্ব্বাদলে
সরসীর ঢেউ গুলি ধীরে ধীরে ছুটে,
দেখিয়া ভাবিতেছিনু কেন ঢেউ ছুটে ?
যদ্যপি বাতাস ভরে, একটী পল্লবনড়ে
একটি দূর্ব্বার দল যদি কেঁপে উঠে,
তবু এ তরল জল কাঁপিবার বটে !

---

* এই কবিতাটী অনেক দিনের লিখিত, সেই জন্য ইহার অনেকাংশ লুপ্ত হইয়াগিয়াছে।

৩

স্থির বায়ু, স্থির পত্র, স্থির দুর্ব্বাদল,
তবে এ নির্ম্মল জল কেন হ'ল বিচঞ্চল ?
কেন তরু প্রতিবিম্ব নাচে অবিরল ?
নাচে কেন ? চেয়ে দেখ সোণার কমল
ফুটেছে অপর কূলে, ঘাটের সোপান মূলে
চপলা বালিকা এক নড়াইছে জল,
তটে বসি দোলাইয়া চরণ যুগল।

৪

নব মুকুলিতা, কাঁচাকাঞ্চন বরণী,
আলুয়িত কেশরাশি মুখচন্দ্র হাসি হাসি—
নির্ভয় হৃদয়া, দৃষ্টি স্নেহ কুশলিনী,—
স্থাপিয়া গগণ পটে করে কণ্ঠ ধ্বনী।
মধুর অস্ফুট তানে, গাইছে আপন মনে!
মাঝে মাঝে হাসি স্রোতেঃ ভাসে আদরিণী।
সন্ধ্যালোকে কে তুমি রে এথা একাকিনী ?

৫

চাহিয়া বালিকা কেন আকাশের পানে
আহ্লাদে ভাসিছে ঐ ? আমি চেয়ে দেখি কৈ
কি দেখি এমন করে আপনার মনে ?
আহা! কি দেখিনু ঐ সুনীল গগনে!
মধুর সুস্বচ্ছাকাশে, কত চিত্র যায় ভেসে,
এই সন্ধ্যালোকে, এই বালিকার সনে,
এই সরোবর তীরে দূর্ব্বার আসনে,

৬

বসি যদি এই মনে, এই নয়নেতে,
  এই আকাঙ্ক্ষায় লয়ে, এই প্রেম যন্ত্র দিয়ে,
নিরখিয়ে দেখে কেহ পাবে সে দেখিতে,
কেমন ভাসিছে চিত্র গগন পটেতে !
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

৭

* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *

৮

* * * * *

হরিতসুকান্ত কিবা ধান্যক্ষেত্র শোভা,
  বিস্তৃত ভূভাগ দেশ, শ্যামল সুন্দর কেশ,
ধরেছে আদরে কৃষকের মনোলোভা !
কেবল কৃষক কেন, কবি মনোলোভা !

---

* এই কবিতাটীর অযত্নরক্ষিত নিবন্ধন অনেকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে।

দূরেতে ভূধর ধীর, তুলি স্বীয় উর্দ্ধ শির,
গগন প্রান্তেতে গিয়া মিশায়েছে কিবা!
শ্যামকান্ত গায়ে ঐ হেমাম্বুধ আভা!

৯

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা গাঢ়তর হ'ল,
পলকের অবসরে সব শোভা গেল দূরে,
গগনে নক্ষত্রকুল বিকীর্ণ হইল,
নির্ম্মল সুধাংশু স্নিগ্ধ কিরণে হাসিল!
যাই আর বসে কেন? ভুলিবেনা মুগ্ধমন
দেখিবেনা আঁখি আর যাহা দেখেছিল।
তবে আর কার তরে বসে রই বল?

১৯এ এপ্রেল ১৮৭৫।

আজও চন্দ্র সূর্য্য ভাবতে প্রকাশে!
আজও নক্ষত্রাদি ফুটিছে আকাশে!
আজও রাত্রি দিন হতেছে ধরায়!
আজও সমীরণ জগত বাঁচায়।
আজও ধরণীর বক্ষে ধরাধর, আজও ধরাধরে গলিছে ধারা!
চপলা চমকে, জলদ ঝমকে, জমকে নাদিছে, চমকে ধরা!
আজও মেঘ হ'তে বজ্রপাত হয়, পাপীর পরাণে উপজয়ে ভয়;
আজও অনন্ত সুনীল গগনে, উঠি ধূমকেতু ধায় সূর্য্য পানে,
দিনেশের দূত ধূমকেতুগণ, শোকের সংবাদ করে নিবেদন।

আজও অমানিশি, আজও পৌর্ণমাসী,
আঁধার, আলোক—কাঁদিছে হাসিছে!
ডুবিলে মিহির ক্ষরিছে শিশির
নিশির পীযূষে নিখিল ভাসিছে!
প্রকৃতির গ্রন্থি যেমন তেমনি, রয়েছে এখনও সতত নিস্বনি,
বহিছে মৃদুল সমীর ধীরে, ফুটিছে কুসুম তরুর শিরে,
মোহিছে বিহঙ্গ মধুর তানে, বাজে হৃদিতন্ত্রী সে মূলতানে
ছিঁড়িবে সে তন্ত্রী; শুন আচম্বিত—
গাইছে বরদা বিষাদ সঙ্গীত।
"কেন বা এ সৃষ্টি হয়নাক নাশ?
কেন বা সংসারে জীবের আবাস?
ভাঙ্গিয়া পড়ুক সুমেরু-শিখর, যাক রসাতলে ইহ চরাচর!
যাক মরু হয়ে চাহিনা চাহিনা, এ জড়জগতে জড়ের মহিমা
হোক রক্তময় অনন্ত পাথার,
ভাসি যাক শব কাতারে কাতার।
শক্তি মুখে স্বার্থ দিয়া বিসর্জ্জন
নূতন জগত করিয়া সৃজন
পার শিখাইতে স্ব অবলম্বন!
তা হলে সংসার সুখের হইবে, যাইবে হৃদয়-বেদনা দূরে!
স্বেদসিক্তদেহে হংসপুচ্ছ লয়ে, দাসত্বের বোঝা মাথায় বহিয়ে,
বিষাদ অনলে মরোনা পুড়ে।"

দেখ—

"গভীর নিদ্রিত ভারত সাগরে, সভ্যতার ক্রুর চক্রবাত্যাভরে,
—সহসা তুমুল ঝটিকা উঠিল, জলরাশি কাঁপি আকুল হইল,
উঠিল তরঙ্গ ভীষণ ভীষণ, ভীম হুহুঙ্কার তরঙ্গ গর্জ্জন!
টলিল ব্রহ্মাণ্ড! অধীরা ধরণী, যায় যায় যায়, যায় বা এখনি!
যায় চন্দ্র-সূর্য্য-আলোক নিবিয়া, যায়রে জগত অতলে ডুবিয়া
গ্রহ গ্রন্থি ছিঁড়ি পড়ে বা খসি!
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে পড়ে!
কোথায় পলাবি, পলারে পলারে
গেলরে হলোরে নিবিড় আঁধার!
কোন দিক আঁখি দেখে নাক আর!
পড়েনা প্রশ্বাস নাসিকা নিরোধ,
জগতের আর নাহি অবরোধ!
নাই সুবিচার যথা ইচ্ছা যার, লহ লহ শব্দ রাজার প্রজার,
স্বার্থ নিরয়েতে ডুবিল সংসার, বাক ছারখার এ দশ দিশি।"

দুঃখিনী মহিষী।

(ভারত সমুদ্রতীরে)।

কিবা—সুনীল নিরধি-কান্তি নিথর নিটোল!
অনন্ত গভীর নীরে
সান্ধ্য বায়ু বহে ধীরে,
নাহিক তরঙ্গ ভঙ্গ ঘোর গণ্ডগোল!

নির্ম্মল গগন-গাত্রে নাহি জলধর-বিন্দু,—
নাহি চল সৌদামিনী অশনি-গর্জ্জন !
নাহি বৃষ্টি ভয়ঙ্কর
নাহি মেঘ আড়ম্বর—
গুড়্ গুড়্ শব্দ, স্তব্ধ—সুস্থির ভুবন !
অবিচল তরু পত্র,—বল্লরী কুসুম-রাজী,
তৃণ দুর্ব্বাদল কুল, সলিল শীকর।
প্রদোষ তিমির জালে,
বিশ্ব আবরিয়া ফেলে,
পশ্চিম গগন ভালে সিন্দুরের ফোঁটা সম
সাগরে ডুবিছে সূর্য্য সহ নীলাম্বর !

ডুবিল ভাস্কর-মূর্ত্তি পলকে পলকে,
সুনীল প্রদোষাম্বরে,
ফুটিতেছে ধীরে ধীরে,
হীরক কুসুমাবলি—তারা লাখে লাখে,—
অমল কিরণ-স্রোতে ভাসিল ভুবন।
(কিবা) চন্দ্রমা-মধুরা নিশি,
উজলিছে দশ দিশি
উজলিছে সাগরের দুস্তর জীবন!

দেখ—সুস্থির সুনীলানন্ত সিন্ধু হৃদয়েতে ভাসে
—একমাত্র তরী (পূর্ণ অমূল্য রতনে।)

জীর্ণ ছিন্ন—পক্ষ ভরে,
সাগর-হৃদয়ে উড়ে,
বিদেশী নাবিক ধূর্ত্ত রক্ষক তস্কর তায়—
—সরল সুজন সাধু দিল কোন প্রাণে ?

দেখ—মেঘ নাই বায়ু নাই চৌদিক নির্ম্মল,
মধ্য সাগরেতে গিয়ে
কুঠার আঘাত দিয়ে
বিশ্বাস ঘাতক লোভে হইয়া বিহ্বল—

আত্মসাৎ করি রত্ন ডুবাইল শূন্য তরী
অতল সলীলে ওই শ্রেষ্ঠীর সহিত।
উঃ!—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত!
মুহুর্মুহু হইতেছে মেদিনী কম্পিত!

ভারতের চালে চালে বায়স কর্কশ কণ্ঠে—
ডাকিছে সঘনে, উড়ে বসিতেছে ফের,
দিবায় কাঁদিছে শিবা,
বৃদ্ধ যোসা শিশু যুবা,
সকলেই হাহাকার করিছে (ভারতে আজ—
—বিষাদ কালিমা মাখা বাণী সকলের!)

কাঁদিছে সম্বাদ পত্র—কবির অন্তর—
অবলা দুর্ব্বলা প্রাণী,
—পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী,
কাঁদিতেছে অবরোধে (দেখায়ে ঈশ্বর !)

কে—রে নশ্বর যৌবনা পদ্ম-পলাশ-নয়নি !
মুক্তকেশ, মুক্তছন্দে, স্খলিত চরণে,—
পথের ধুলায় পড়ে
উলটি পালটি করে—
পাষাণ-বিদরা শোকে কাঁদিছ সঘনে ?

মলিন হীরার কণ্ঠী যে যেরূপ প্রভায়
আজ মলিন সে রূপ রাশি, মরিরে সুন্দরী !
সুখায়েছে মুখশশী,
নয়নের কোলে মসী—
পড়িয়াছে, দুগ্ধপোষ্য কুমার কাঁদিছে কাছে
—দেখ মুখ তুলে আর দেখিতে না পারি !

লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষা মাগা তোমার ললাটে,—
কোন্ বিধি হায় বাম,—
লিখিল এ পরিণাম ?
কর্ম্মসূত্রে জড়ক্ষেত্রে এতই কি ঘটে ?

আছিল বিস্তৃত রাজ্য খান্দেশ যাহার,
বহু রত্ন পরিপূর্ণ অতুল্য ভাণ্ডার,
সেজন বিপাকে পড়ে,
বন্দী আজ কারাগারে,
ভিক্ষার ভাজন তাঁর প্রাণের কুমার !

ঐ তাঁর পাটেশ্বরী পথে পথে কান্দে আজ
উন্মাদিনী প্রায়, ওর যে দুঃখ অন্তরে,
ভারত বাসীরা বিনে,
ভিন্নদেশী অন্য জনে
—কি বুঝিবে ? পর কভু জানে কি পরের দুঃখ ?
জানে সেই যেজন পুড়েছে ও অঙ্গারে !

রাণী অন্নপূর্ণা ! *

যাও, স্বর্গে যাও অন্নপূর্ণা রাণী,
যাও মা নিষ্পাপ নিরাতঙ্কপুরে।
যাও, সুখশান্তি রাজ্যে সুচরিত্রে !
পুণ্যের পতাকা উড়ায়ে সংসারে।

যশের দুন্দুভি বাজিছে সঘনে,
আনন্দ আরাবে পূর্ণিত গগন !
নন্দম সৌরভ বহে গন্ধাবহ,
স্নিগ্ধ সুধারশ্মি বিতরে তপন।

---

* বঙ্গদেশ বিখ্যাত, নসীপুরের রাজা উদয়মন্ত সিংহ বাহাদুরের সহধর্ম্মিণীর পরলোক গমনোপলক্ষে রচিত।

পারিজাত বৃষ্টি হয় অন্তরীক্ষে
বিদ্যাধরীগণ করে জয়ধ্বনী,
পুষ্পক বহিয়া উড়ে পরি দল
যান স্বর্গ পরে অন্নপূর্ণা রাণী!

বাজিতেছে বীণা মুরজ মন্দিরে
গাইছে নাচিছে অপ্সরী কিন্নরী,
হিরণ্য ভৃঙ্গারে পুরিয়া পীযুস
বিতরে আনন্দে দেব বিদ্যাধরী!

স্বচ্ছ জ্ঞানময় জ্যোতি তে মণ্ডিত,
দেবের বিমান উড়িছে অম্বরে,
"ধন্য অন্নপূর্ণা পুণ্যময়ী শুভে!"
গাইছে প্রকৃতি একতান স্বরে!
ওমা, অন্নপূর্ণা! রাজ্ঞী কুলনিধি!
সহৃদয়া, দয়া ধর্ম্ম পরায়ণে,
অবলাকুলের ভূষণ তুমি মা,
—চির মুক্ত হস্তা দীন হীন জনে।

নসীপুর রাজ গৃহ লক্ষ্মী তুমি—
প্রাচীন বংশের শেষ নিদর্শন,
অন্নপূর্ণা নাম স্বার্থক তোমার,
স্বার্থক তোমার পুণ্যের জীবন।

লোক যশঃ তৃষ্ণা ছিল না তোমার,
ছিল না অলীক সম্মান লালসা !
পর দুঃখে চিত্ত বিগলিত হয়ে,
সদা পূরাইতে দীন দুঃখী আশা !

গোপনে সৎকার্য্য সাধিতে সতত,
সাধিতে সতত লোকহিত ব্রত,
যশের সঙ্গীত শুনিতে না কর্ণে—
কাজেই কাগজে হতনা লিখিত।

ছাপাইয়া নাম সাহেব সমাজে,
নূতন টাইটেল ল'তেনা ভূষিত,
ইংরাজ সেবায় করিতে না ভক্তি
কাজেই কাগজে হতনা লিখিত।

(বদান্যে লতেনা উচ্চ সুপারীস,)
সাহেব হাকিমে ভোজত দিতেনা,
ইংরাজের পদে হতেনা প্রণত
কাজেই কাগজে লিখিত হ'তনা।

ওমা অন্নপূর্ণা ! তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী,
ধীরা, তেজস্বিনী, রাজ্ঞী সূক্ষ্ম দৃষ্টা !

রাণী মহোদয়ার মৃত্যুর পরেই এই কবিতাটী স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল। এইক্ষণ তাঁহাকে চিরস্মরণার্থ ইহা গ্রন্থস্থ করা হইল।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

তোমার গুণের কাহিনী জননী,
লিখিয়া মিটেনা লেখনির তৃষ্ণা।

মা, তুমি পবিত্রা, সরলা সুপ্রাজ্ঞা,
জ্ঞান, যশঃ, কীর্ত্তি মতী, পুণ্যবতী,
দীন দুঃখী জন জননী, আমার
সংসার কাননে আশ্রয় ব্রততী

জনক জননী জানিনা কভু মা,
তুমিই সংসারে সকলি আমার,
তোমার কৃপায় নিরাশ্রয় শিশু—
লালিত পালিত, হায়! মাতোমার।

পবিত্র স্নেহেতে হইয়া বঞ্চিত
কিসের অপেক্ষা করিব সংসারে?
আশার আলোক নিবায়েছে, মোর
ভবিষ্যত মোর আবৃত আঁধার!

ওমা! কর্ম্মক্ষেত্রে ফেলায়ে আমায়,
সুখ শান্তি ধামে চলিলা আপনি?—
কোন অপেক্ষায় সংসার কারায়,
এ দীর্ঘ জীবন যাপিব জননী?

অকূল সংসার সাগরে ভাসায়ে
কোথা যাও মাগো ফিরিয়া তাকাও,—
এ নিরাশ দগ্ধ জীবনের বোঝা
আর কত কাল ব'ব বলে যাও।

আর কতকাল শূন্য প্রাণ মনে
সংসার প্রান্তরে করি হাহাকার ?
আশার সরসে নাই জল বিন্দু,—
পিপাসায় কণ্ঠ বিকল আমার।

যন্ত্রণাতপন তাপিত জীবনে
আশ্রয় পাদপ তুমি মাত্র ছিলে।
ছায়া জল শূন্য এদীর্ঘ প্রান্তরে
ফেলায়ে জননী কোথায় লুকালে ?

জন্মাবধি এই দুঃখ দগ্ধ প্রাণে,
তুমি মাত্র ছিলে শান্তির নিদান।
জীবন যন্ত্রণা হইলে অসহ্য—
প্রবোধিয়া সুস্থ করিতে মাপ্রাণ!

সংসার ভিতরে আমার সমান
বিচিত্র অদৃষ্ট কাহারোহবেনা।
লিখিতে দারুণ দুঃখের কাহিনী
আত্মা অবসন্ন লেখনী সরেনা!

যাওগো জননী, যাও পুষ্পকেতে,
অজর অমর নিত্যানন্দ পুরে ।
আমার যন্ত্রণা অনন্ত অপার ।
পুড়িছি পুড়িব জন্ম জন্মান্তরে ।

পুড়িয়া পুড়িয়া হইব অঙ্গার ।
হব ভস্ম রাশি সংসার শ্মশানে ।
আক্ষেপ করিয়া কি করিব আর ?
কে লঙ্ঘিতে পারে অদৃষ্ট শাসনে ।

দুঃখতাপদগ্ধ শীর্ণ কলেবরে
যে দিন সঁপিব কালের কবলে,
যুড়াব সে দিন যাইবে যন্ত্রণা !
হবে দগ্ধ স্মৃতি চিতার অনলে ।

বাঙ্গালীর জ্ঞানালোক ।

১

পতঙ্গ উড়িতেছিল আপনার মনে,
ঈষৎ বাতাস ঘায়, ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা যায়,
উঠে ক্ষণে, পুনরায় উধাও গগনে !
নবীন পাখার জোরে, যেখানে সেখানে ফিরে,
বাধা নাই, কেহ তারে দেখেনা নয়নে ।

মাহি জ্ঞান, নাহি ভয়, নাহি দুঃখ সুখোদয়,
নাহি হিতাহিত বোধ প্রাণের কারণে।
সহসা দীপের শিখা দেখি, পুনঃ দিল দেখা,
(সুন্দর সুখাদ্য আলো) ভাবি মনে মনে,
পড়িল পতঙ্গ ওই দীপের আগুণে!

২

দরিদ্র অবোধ ওই বাঙ্গালি সন্তান!
দুর্ব্বল পতঙ্গ প্রায় উড়ে, অতি ধীর বায়
—ভূমে পড়ি মূর্চ্ছা যায় আবার অজ্ঞান—
উঠি ক্ষণকাল পরে, চাঁদ ধরিবার তরে
উঠিল আকাশ পরে পতঙ্গ সমান!
ভূলোকে আলোক দেখি নির্ব্বোধ অন্তরে সুখী!
জানেনা সুখের আলো অগ্নি, দহে প্রাণ!
পড়িলে উহার মাঝে, আর কিরে রক্ষা আছে?
তথাপি না মানে বাধা হারাতে পরাণ
দুর্ব্বল পতঙ্গ প্রায় বাঙ্গালি সন্তান;—

৩

দিল ঝাঁপ অনলেতে কে ধরে উহাকে?
বিষম ঝটিকা ভরে শাখার পল্লব ছিঁড়ে
উড়ে যায়, কেবা তারে চক্ষু মেলি দেখে?
বনের পল্লব হায়! দেখিতে কে চাহে তায়?
উড়ে যায়, কোথা যায়, কে সুধায় কাকে?
কে আর যতন করে, যায় তায় ধরিবারে—
যবে পত্র বারিধির মধ্য উর্দ্ধে থেকে

সমীরের মৃদুতায়, তরঙ্গে ডুবিতে যায়,
শূন্য থেকে থেকে থেকে পড়ে অধোমুখে
নীল জলরাশি মধ্যে আবর্ত্তের পাকে ?

৪

বিধিরে! তিমিরে বঙ্গ ডুবাও আবার!
নিবাও জ্ঞানের বাতি, জলন্ত বিজ্ঞান ভাতি
হৌক ম্লান! ধর্ম্মনীতি হৌক ছারখার!
হৌক অন্ধ! কেন আর তৃণ রাশি দহিবার
তরে অগ্নি আবিষ্কার কর পুনর্ব্বার ?
অতল সাগর জলে স্মৃতি ডুবাইয়া ফেলে,
যা শিখেছে ভুলাও রে! কেন বা আবার
গণিত, বিজ্ঞান দেখে ? কবি কাব্য ছাই লেখে ?
কেন মানসিক চিন্তা ? কি ফল তাহার ?
ইতিহাস, তর্ক শাস্ত্র, কেবল দুঃখের অস্ত্র!
কেবল বিষাদ পূর্ণ! কেবল অসার!
দেখিলে ও সব হায়! দুঃখে বুক ফেটে যায়!
মনে পড়ে আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যের সংসার!
উথলে অমনি অহো! দুঃখ পারাবার!

৫

ভাইরে! পড়ে কি মনে পূর্ব্বের গৌরব ;—
বল, বীর্য্য, জ্ঞান, নীতি, বিচার বিতর্ক শক্তি,
তেজপূর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি দেবতা দুর্ল্লভ ?
শক্রত্রাস—অসি চর্ম্ম, ভীমধনু লৌহ-বর্ম্ম—
বিজয় পতকা, ধর্ম্ম, বীরত্ব, বৈভব ?

সিংহনাদ হুহুঙ্কার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, আর—
সত্যনিষ্ঠা! সহিষ্ণুতা? কোথায় সে সব?
যত দেখ যত শিখ, সেরূপত হবেনাক!
তবে কেন কথা পুনঃ? হওরে নীরব!
পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, তাই পুন উগারিয়ে,
আপনি আপনা ভুলে করিছ গৌরব?
আগুনে পুড়না আর তপস্যা করহ সার,
তপোবলে বহ্নিক্রীড়া হইবে উৎসব;
তা হলে পেতেও পার পূর্ব্বের বৈভব!

হৃদয়োচ্ছাস।

প্রথম সর্গ।

যত দেখিলাম, যত শুনিলাম—
কোথায় সে সব? কেন দেখিলাম?
কেন সুখতন্দ্রা ত্যজিল আমায়?
হারাইনু নিধি হায়! হায়! হায়!
যাহা দেখি নাই, তাহা দেখিলাম,
যাহা শুনি নাই, তাহা শুনিলাম,
যাহা দেখিলাম, আর দেখিবনা!
যাহা শুনিলাম, আর শুনিব না।
অব্যক্ত, অশ্রুত, অননুভবন,
যে স্বর্গীয় সুখে ছিনু নিমগন,

যে আনন্দ নীরে যে প্রেমপাথারে।
যে বিস্ময় স্রোতে যে ভাব সাগরে
ভেসেছিল দেহ, ভেসে ছিল মন,
ভেসেছিল আশা, চেতনা, জীবন।
পার্থিব হৃদয়ে, পার্থিব জীবনে।
কোটী কোটী যুগে কেহ কোন(ও) দিনে,
কোন(ও) মুহূর্ত্তেতে সে সুখের স্রোতে
ভাসিয়াছে কিনা, জানিনা, জানিনা।
যদি ভেসে থাকে জানে সেই জনা!
নাজানুক কেহ কাজ নাই জেনে,
কাজ নাই পড়ে পতঙ্গ আগুনে!
হায়! হায়! হায়! কেন দেখিলাম?
ক্ষনস্থায়ি সুখে কেন ভুলিলাম?
কোটী কোটী জন্ম কেন নিদ্রাঘোর
না রহিল চক্ষে? কেন হ'ল ভোর?
পুনঃ ঘুমাইব, ঘুমালেকি পাব?
আরত পাবনা, তবে কি করিব?
কি করিব থাকি এমর্ত্ত্য সংসারে?
কি হইবে রাখি প্রাণ এ শরীরে?
আঁধার হৃদয়, আঁধার আগার,
আঁধার ধরনী, আঁধার সংসার।
অহো! এ সংসারে গেলে পুনঃ ফিরে
—আসেনাত আর! তবে আর আমার

আশা কার তরে? কেন হৃদিপোড়ে?
কেন শুদ্ধ শূন্যে চপলা সঞ্চারে?
কেন কুহকিনী নিদ্রে দুর্ব্বিণীতে!
ঢুলাইয়া আঁখি ভুলাইলি চিতে?
সুখদশয়নে আছিনু তন্মনে।
তন্দ্রা অধিকার করেনি নয়নে।
কিবা সুগভীর নিবিড় রজনী,
ঘন অন্ধকারে আবৃতা অবনী।
নীরব প্রকৃতি বিশ্ব নিদ্রাগত
জগতের প্রাণী, নিদ্রা অভিভূত।
অনন্ত প্রসর গগন প্রাঙ্গনে,
অনন্ত নক্ষত্র উজ্জ্বল কিরনে,
জ্বলিছে, নিবিছে, ডুবিছে ভাসিছে।
কদাচ কোথাও চপলা হাসিছে।
কদাচ কোথাও শ্বেতাম্বুদরাজী
ধীরে ধীরে চলে স্তরে স্তরে সাজি।
আকাশ, প্রান্তর, কান্তার, ভূধর।
নদ, নদী, হ্রদ, পাথার, সাগর,—
তরুলতা আদি ঘুমায়েছে সব!
শ্বাসানিল ভিন্ন নাহি অন্য রব।
অসীম বিস্তৃত নীলাম্বু মণ্ডল,
গভীর স্তিমিত স্বচ্ছ সুবিমল,
নাই সে তরঙ্গ গর্জ্জন গভীর,
নাই ফেন রেখা কলঙ্কের চীর।

বিশাল হৃদয়ে সমীর ভৈরব,—
করেনা সঘনে হুহুঙ্কার রব।
নাচেনা তরঙ্গ মহাদ্রি প্রমাণ।
কাঁপেনা সন্ত্রাসে নাবিকের প্রাণ।
মৃদু মৃদু বহে মৃদুল পবন।
স্থির অবিচল বারিধি জীবন।
নক্ষত্র দীধিতি বিধৌত গগনে,
বিম্বিত করিয়া সাগর দর্পণে ;—
নিবিড় তিমিরাত্রিযামা ভৈরবী
চম্ চম্ রবে জাগাইছে কবি।
কেন ? আর কেন জাগিতে বাসনা ?
ধিক্, তোরে ধিক ! ধিকরে চেতনা !
ধিকরে হৃদয় ধিক ক্ষুদ্র আশা,
ধিক মন বৃত্তি, ধিকরে পিপাসা !
ধিক চক্ষু কর্ণ, ধিকরে আপনা !
পেয়ে স্বর্গ ধাম চেয়ে দেখিলিনা ?
করি সুধাপান ক্ষুধা না মিটিল
পঙ্কিল সলিলে পরিতৃপ্তি হল ?
মন্দার সৌরভে মন্দাকিনী জলে,
স্বর্গীয় বৈভবে ঘৃণায় তুচ্ছিলে
দেব হস্তে গাঁথা পারিজাত হারে
কণ্ঠ হ'তে ছিঁড়ি ফেলে দিয়ে দূরে
কণ্টকী কেতকী কুসুমে মজিলে ?
ক্ষত হ'ল হাত চক্ষু হারাইলে ?

দেখিলে যে স্বপ্ন ভাব দেখি মনে ?
বল কোন সুখ পার্থিব জীবনে ?
পার্থিব প্রকৃতি কি জন্য বাসিব ?
তুচ্ছ শোভা হেরি কি জন্য হাসিব ?
কি জন্য রহিব এ মর সংসারে ?
আর রবনাক চলিলাম ছেরে!
উঠিলাম এই ত্যজিলাম সব।
কিসের সম্পদ ? কিসের বৈভব ?
কিসের এ গৃহ ? কিসের গৃহিনী ?
কিসের সন্তান ? কিসের জননী ?
কিসের জনক ? কিসের সোদর ?
কিসের সোদরা ? সকলি নশ্বর।
প্রবেশিব বনে বিজন প্রদেশে
উঠিব পর্ব্বতে বেড়াব হরিষে।
গাব প্রাণ খুলে শুনিবে গহন।
শুনিবে ভূধর পশু পক্ষিগণ।
শুনিবে গহ্বর শুনিবে নির্ঝর।
শুনিবে নক্ষত্র শুনিবে অম্বর।
শুনিব আপনি, আপনি বুঝিব,
পশু পক্ষীদিগে বুঝাইয়া দিব।
অরণ্য প্রদেশ গীতিময় হবে
অকালে কোকিল কুহুরি উঠিবে!
সুরভি শীতল মৃদুল সমীরে
উথলিবে সুধা সংগীত নির্ঝরে।

শুনিয়া সংগীত গাবে বন পাখি।
হবে পল্লবীত শুষ্ক পত্র শাখী!
অকুসুমলতা হবে কুসুমিত!
বৃন্তে বৃন্তে ফুল হবে বিকসিত।
অপূর্ব্ব সৌরবে মাতিবে কানন।
মাতিবে ভ্রমরা করিবে গুঞ্জন।
মাতিয়া উঠিবে কান্তার ভূধর।
গাবে সঙ্গে সঙ্গে ইহ চরাচর!
গাইবে অরণ্য পবন হিল্লোলে।
গাইবে ভূধর প্রতিধ্বনি চ্ছলে।
গাইবে নির্ঝর কলকল রবে।
গাইবে সাগর তরঙ্গ গর্জ্জিবে।
গুড়্‌গুড়্‌ মেঘ গাইবে আকাশে।
গাইবে আকাশ অশনি নির্ঘোষে!
হবে সিংহ নাদ! কন্দরে কেশরী
গাবে ঘোরতর গগনবিদারি!
উন্মত্তা হইয়া আকাশ আসনে,
নীল কাদম্বিনী গর্জ্জিবে সঘনে।
নাচিবে বিদ্যুৎ ঝলসি নয়ন।
হবে ঘোর রাব দুন্দুভি ঘোষণ।
পশু পক্ষি আদি উত্তেজিত হবে।
সসাগরা ধরা নাচিয়া উঠিবে!
নাচিবে তুরস্ক নাচিবে রুসিয়া!
নাচিবে ফরাসি নাচিবে প্রুসিয়া!

নাচিবে ইংলণ্ড, ভগ্ন গ্রীস রোম,—
অষ্ট্রীয়া, দুর্দ্দম অ্যামেরিকা।
ব্যোম বিদীর্ণ হইয়া উঠিবে কল্লোল।
সেই তালে তালে নাচিবে সকল!
ইরান তুরান জাপান কাবুল।
চায়না, তাতারে, হবে হুলস্থূল!
জয়জয় রবে পৃথিবী মাতিবে।
বীর হুহুঙ্কারে সিন্ধু উথলিবে।
থসি তুঙ্গ শৃঙ্গ দুড়্ দুড়্ দুড়্।
বাজি জয় বাদ্য গুড়্ গুড়্ গুড়্
উৎসাহে অবনী পরিপূর্ণ হবে!
অন্ধ খঞ্জাতুর মাতিয়া উঠিবে।
কোন প্রাণী তায় রহিবে নিদ্রিত?
কোন জাতি না হইবে উৎসাহিত?
কোন নর রক্ত ধমনী ভিতরে
হয়ে উষ্ণতর তরতর ক'রে
স্পন্দিত না হবে? নিশ্চেষ্ট রহিবে
কোন প্রাণী? কোন দেশ না মাতিবে
মাতিবে না এই ভারত তাহাতে।
মরেছে এ দেশ বহু দিন হ'তে!
সহস্র বৎসর বাসি মরা হয়ে,
শ্মশানে শয়িত বিগলিত দেহে।
অস্থি হ'তে মাংশ খসে খসে পড়ে।
রাশি রাশি মাছি ভন্ ভন্ উড়ে!

হৃদয়ে, বদনে, নাড়ীতে ভুঁড়িতে
মগজে মগজে অস্থিতে অস্থিতে।
অগণিত কৃমি কিলি বিলি ফিরে।
অগণিত কীট বিজ বিজ করে!
খাইছে শৃগালে কুকুরে টানিছে।
শকুনী গৃধিনী ছিঁড়িয়া খাইছে!
নিকটে ভারত লক্ষ্মী অভাগিনী
অন্ন বিনা ক্ষীণা বিষণ্ণা মলিনী।
ধূলি ধূসরিতা রুক্ষ কেশ ভার!
জড়া জীর্ণ দেহ অস্থি মাত্র সার!
জীর্ণ শত চীর শত গ্রন্থি যুত,
মলিন আবার ধূলি ধূসরিত
বস্ত্রে ঢাকা কায়া কঙ্কাল কথানি।
অন্ধ আঁখি দুটি কণ্ঠা গত প্রাণী।
দর দর ধারা পড়িতেছে চক্ষে।
থেকে থেকে কর হানিতেছে বক্ষে।
থেকে থেকে দীর্ঘ নিশ্বাসের সনে
"কি হ'ল! কি হ'ল!" কহিছে সঘনে।
চৌদিকে অভাগা বিড়ম্বিত জীব
ভারত সন্তান, (জীবিতে নির্জ্জীব!)
পিতৃ মাতৃ হীন, অনাহারে ক্ষীণ!
সংসারে যাহারা আশ্রয়বিহীন!
সংসারে যাহারা সহস্র বৎসর
পরের প্রত্যাশী পরের চাকর!

পরের পাদুকা বহিতেছে শিরে।
পর পদাঘাতে পীড়িত অন্তরে!
পেটে নাই অন্ন ক্ষুধা অবসন্ন,
ক্ষীণ রুগ্নকায় বিকৃত বিবর্ণ!
নলি নলি হাত দড়ি দড়ি আঁত!
কোঠরিত চক্ষু কড়ি কড়ি দাঁত!
পিশাচে চুসেছে রক্ত বিন্দু নাই!
বিকট দৃষ্টিতে চাহিছে সদাই!
পরি ত্রাহি ডাকে কে ধরে কাহাকে?
আপনি ছিঁড়িয়া খায় আপনাকে!
পিশাচে কঙ্কালে করে বেত্রাঘাত্!
(নাই রক্ত তবু হয় রক্ত পাত!)
ঐ অস্থি রাশি ঐ স্তুপাকার
ঐ মৃত দেহ জ্বলে সারে সার!
ধূ ধূ শব্দে চিতা জ্বলে ভয়ঙ্কর!
পুড়িতেছে যত আর্য্য বংশধর!!
দেখিতে পারিনা ফেটে যায় বুক!
জীবনে নাহিক অণুমাত্র সুখ।
প্রাণ যায় যাক্ ক্ষতি মাত্র নাই,
যাহা হারাইনু তাহা কোথা পাই?
কিরূপে ভুলিব দেখিয়াছি যাহা?
ছি ছি ছি! এখনো জীবনের মায়া?
উঠিলাম এই, কে রাখে আমায়?
দুর্দ্দম এস্রোতঃ কেবা বাধা দেয়?

শূন্যচ্যুত হয়ে উল্কা পিণ্ড ছুটে,
কৈ কে আসিবে আমুগ নিকটে ?
সহসা একিএ ? কিশুনি, কিশুনি ?—
বীণার ঝঙ্কার ? না না বংশীধ্বনি !
তাও নয়, তাত এত মিষ্ট নয়,
এত সুলোলিত কিছুইত নয় !
শুনিয়াছি বীণা বেণুর নিক্কণ,
কোকিল কাকুলি অলি গুঞ্জরণ,
নানা জাতি বন বিহঙ্গের গান,
নানা জাতি যন্ত্রে নানা জাতি তান,
সুন্দরী-সুকণ্ঠে শুনেছি সংগীত,
শুনেছি রাগিণী রাগ সুলোলিত।
শুনেছি নিশীথে বংশীর সংগীত
কিছুতেই এত ভুলেনিত চিত !
কিছুতেই এত হইনিত প্রীত !
কিছুতেই এত হইনি মোহিত !
কিছুতেই এত সুখ অন্তরের
হয় নাই, আমি হইনি পরের !
জানিনা কি শব্দ কি যে শুনিলাম
জানিনা শুনিয়া কি যে হইলাম !
আবার কি হ'ল ? আহা ! কি সুগন্ধ,
অপূর্ব্ব আমোদে হইলাম অন্ধ।
একি পারিজাত কুসুম সৌরভ ?
একি সুধা ? কিম্বা স্বর্গীয় আসব ?

সে যে অসম্ভব অবনী ভিতরে!
কিসের সৌরভ বলিব কি করে?
অপূর্ব্ব এ গন্ধ! তবে কি চন্দনে
ফুটিয়াছে ফুল? বলিব কেমনে?
তাও অসম্ভব, তবে কি আঘ্রাণ
করিলাম? কিসে মাতিল এ প্রাণ?
পুলকে প্রমত্ত শিহরিল গাত্র,
আবার কি হ'ল? একি জ্যোতিঃক্ষেত্র!
জ্যোতিঃ মহাজ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি,
অপূর্ব্ব ষোড়শী অপূর্ব্ব প্রকৃতি!
অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য দয়া, সরলতা,
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য স্নেহ কোমলতা।
প্রতিভা স্ফূরিত বদন মণ্ডল,
অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল!
অপূর্ব্ব বসনে অপূর্ব্ব ভূষণে
অপূর্ব্ব সুসজ্জা! বলিব কেমনে?
অপূর্ব্ব প্রফুল্ল স্নিগ্ধ—পীযুষিত—
জ্যোতিঃতে জগত নব অভ্যুদিত!
আকর্ণ বিস্তৃত তেজঃ বিস্ফারিত
নয়ন নীলিমা স্নিগ্ধ প্রজ্জ্বলিত,
স্নিগ্ধ সূর্য্য জ্যোতিঃ পড়িয়া উজ্জ্বল,
স্নেহের সলিলে ঢলিছে কমল!
অপূর্ব্ব মধুর স্নিগ্ধ সমীরণে
কিম্বা রেণু রেণু সুধা বরিষণে,

বিশ্ব স্নিগ্ধ হ'ল, প্রাণ ভেসে গেল
কিরূপে বলিব কি এ, কি যে হ'ল ?
বিশ্ব স্নিগ্ধ স্থির নিস্পন্দ নীরব,
অবনীতে হ'ল স্বর্গের বৈভব,
মরুভূমে গ্রীষ্ম চির সুপ্রখর,
নদীতে বরিষা চির কলস্বর,
গগনে শরৎ চির সুবিমল,
চন্দ্রিকা বিধৌত নীল নভস্তল।
দূর্ব্বারণ্যে চির শোভিল নীহার
গিরিশিরে চির হিমানী সঞ্চার।
নিকুঞ্জে বসন্ত চির বিরাজিত,
বসন্ত সমীরে বিশ্ব আমোদিত !
পিক কুহুকণ্ঠে—পাপিয়া কূজনে,
শারিকা সংগীতে—অলি গুঞ্জরণে,
অপূর্ব্ব প্রমোদে অবনী মাতিল !
সেই বংশীধ্বনি পুনঃ শ্রুত হ'ল !
কি হ'ল রে ! পুনঃ হইনু মোহিত !
এত বংশী নয়, নয় রে সংগীত !
ভুবনে অতুল্যা ভুবন-মোহিনী,
অদ্ভুত অশ্রুত কণ্ঠ কুশলিনী
ধ্বনি ঐ শুন ! ঐ শুন ফিরে !
একি স্বপ্ন পুনঃ দেখি নিদ্রা ঘোরে ?
কি জানি ? কিছু(ই) না হয় অনুভব,
ধ্বনিময় হয়ে উঠিল যে সব !

ধ্বনির তরঙ্গ পবন হিল্লোলে
মিলাইয়া যেন শূন্য জলে স্থলে
বিকীর্ণ হইল! মনুষ্য জগতে
করি মুগ্ধ ধ্বনি লাগিল ঘুরিতে।
যে দিকে যা শুনি সকলি তাহাই,
যে দিকে নিরখি দেখিবারে পাই,
সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রূপসী ষোড়শী
দৈবী মূর্ত্তি; কোটি চন্দ্রকর রাশি
মধ্যে দাঁড়াইয়ে, স্নেহেতে মাখায়ে
প্রসন্ন সরলা, প্রসন্ন হইয়ে—
কহিছেন, "কেন কেন রে সন্তান?
কেন বিসর্জ্জিবে সাগরেতে প্রাণ?
কেন উদাসীন হয়ে পথে পথে
ভ্রমিতেছ? এস লই রে ক্রোড়েতে!
দেখিয়াছ যাহা দেখাব এখনি,
স্থির হও বৎস! আমি রে আপনি—
রাখিব শঙ্কটে! কিসের ভাবনা?
কিসের ঔদাস্য? কিসের যাতনা?
ক্রোড়ে এস!" বলি—কর প্রসারিয়া,
লইলেন কোলে বদন চুম্বিয়া!
স্নেহে গাত্রে হস্ত বুলাইয়া ধীরে,
পুনরপি দেবী, অতি ধীরে ধীরে—
কহিলেন "আহা! মরিরে বাছনি!
শুকায়ে গিয়েছ? মুখ চন্দ্র খানি,—

ম্লান—ধূলিমাখা বিবর্ণ শরীর
কেন পুত্র? কেন কি জন্য অধীর?”
অপূর্ব্ব, সুখদ, প্রগাঢ়, অমল,
সুগন্ধ—শীতল—স্পর্শ সুকোমল—
অনুভব করি হারালামজ্ঞান
পুলকে অধৈর্য্য শিহরিল প্রাণ।
রোমাঞ্চ শরীর বিস্মিত অন্তর!
প্রেমে গদ গদ সুখ অসম্বর!
কোথা যে রয়েছি; স্বর্গে কি মর্ত্ত্যেতে,
আকাশে—পাতালে—বনে কি সৌধেতে,
ভূধরে—সাগরে—নগরে কি মাঠে,
কুঞ্জে কি কুটীরে সরোবর তটে,
কন্দরে নির্ঝরে প্রান্তরে কি পথে
অশ্বে কি কুঞ্জরে শিবিরে কি রথে
কিম্বা রণক্ষেত্রে, কিম্বা শ্মশানেতে,
কোথা আমি? তাহা পারিনা বলিতে!
অবশ ইন্দ্রিয়, অচল হৃদয়,
(অন্য আমি কিম্বা আমি অন্যময়)
কিছুই বুঝিনা; সজ্ঞানে—অজ্ঞানে,—
জাগ্রতে, নিদ্রাতে, সুষুপ্তি, স্বপনে,
কিসে কি হতেছে, কি অবস্থা মোর
জানি না; এসব কুহকের ঘোর
ইন্দ্রজাল নাকি? একি এ আবার?
রথ,—দৈবরথ! প্রকাণ্ড ব্যাপার,

অলৌকিক দৃশ্য ঝকে ঝক্‌মক্‌!
সহস্র পতাকা উড়ে, ধক্‌ধক্‌
জ্বলিছে বৈদূর্য্য * সহস্র প্রকোষ্ঠে,
কত মরকত জ্যোতেঃ অষ্টে পৃষ্ঠে!
ঝালরেতে মণি ঝলমল ঝলে।
স্থির স্নিগ্ধ দ্যুতি বিদ্যুৎ বিজলে!
প্রতি দ্বারে দ্বারে পরীর প্রহরী,
প্রতি কোষ্ঠেতে স্বর্গ বিদ্যাধরী
অপ্সরার দল বীণা বংশী করে
প্রস্তুত, কেহবা কাঞ্চন ভৃঙ্গারে—
লয়ে স্নিগ্ধ বারি, পারিজাত মধু—
সুধাপূর্ণ পাত্রে, কেহ শুধু শুধু,
কেহ বা নন্দন কুসুম মঞ্জরী,
বর্ষিতে প্রস্তুত, কেহ হস্তে করি
সুর কুসুমিত সুগন্ধ সম্ভার
অপেক্ষা করিছে! কি জন্য,—কাহার?—
পুনঃ দেখ, দেখ, প্রশস্ত উন্নত,
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কক্ষে অপূর্ব্ব সজ্জিত
রত্ন সিংহাসনে সেই দৈবী মূর্ত্তি,
কৌমুদী কাননে কোটি চন্দ্রদ্যূতি
বিরাজিত! ছি ছি! আমি মৃগ অঙ্কে
তাই যেন শশী লাঞ্ছিত কলঙ্কে!

---

* উৎকৃষ্ট মণি।

সহসা ভুবন, স্বর্গীয় নিক্কণে
হল মুগ্ধ! স্তব্ধ—স্থির! বিশ্ব জনে
চমৎকৃত হল; বাজিল বাঁশরী
বাজিল মুরজ—বীণা মধুকরী
গাইল সুস্বরে! অপ্সরী নাচিল
করতালি তালে তরঙ্গ উঠিল।
পুষ্পবৃষ্টি ঘন কুসুম নিশ্বাস
অপূর্ব্ব সুস্নিগ্ধ স্বর্গীয় সুবাস!
কে কাহার কণ্ঠে দেয় পুষ্পহার
কে দেখে কাহারে সব একাকার!
আনন্দে বিভোর সুধা করে পান
সুধা সুধা শব্দ, আন সুধা আন!
সুধার তরঙ্গে ভাসে গায়রঙ্গে
বাজে বংশী বীণা কর্ত্তাল মৃদঙ্গে
একই সংগীত, একতান্ লয়—
একতানে মান, একতান ময়!
একতান স্বর লহরী গগনে,
উঠিছে মিশায়ে সুগন্ধি পবনে!
গায়—পুনঃগায় বিরাম কোথায়?
পিয়ে সুধা পুনঃ মাতে পুনঃ গায়!

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

গভীর ঘর্ঘর ঘোর শব্দ করি—
উঠিল বিমান ভেদি অভ্রস্তর,
গভীর নিনাদে বাজিল দামামা,
তূর্য্য শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি ঘোরতর!

কোথা বায়ুবেগে উঠিতেছে রথ,
স্বন্ স্বন্ শব্দে ভেদি বায়ুরাশি?
ঘুরিতেছে মর্ত্ত্য চক্রনেমি প্রায়,
ক্রমে কোথা যাই কিরূপে প্রকাশি?

ক্রমে—গিরি—নদী, প্রান্তর—নগর,
সাগর, কানন, কন্দর প্রভৃতি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আরো ক্ষুদ্র ক্রমে!
ক্রমে আর দেখা যায় নাক ক্ষিতি!

এখন কি দেখি? অপূর্ব্ব সুদৃশ্য,
নিম্নে উর্দ্ধে পার্শ্বে নানা বর্ণ মেঘ,
সমীর তরঙ্গে ভাসিছে কেমন?
দেখি অসম্বর আহ্লাদের বেগ!

ক্রমে যত উঠি ততই সুখদ
ততই গম্ভীর শান্তি নিকেতন,

ততই গম্ভীর ভাবের আধার
ততই গম্ভীর পুলকে মগন!

কোথায় ছিলাম, কোথা আসিলাম?
কোথায় যে যাব পারিনা বলিতে!
গগন গর্ভেতে যতই প্রবেশি
ততই অনন্ত, উঠিনু ক্রমেতে,

কত কোটী ক্রোশ, আহা! কি শোভারে!
ক্ষুদ্র দুই নেত্রে নিরখিব কত?
কত বায়ুস্তর, কত বর্ণ মেঘ,
বিদ্যুৎ অশনি দেখিতে অদ্ভুত!

কত উল্কা পিণ্ড, কত ধূম কেতু,—
গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিছে নিয়ত
নিয়মের চক্রে, মহা ঘোর বেগে,—
দেখিয়া অন্তর বিস্ময় স্তম্ভিত!

হস্তে পদে খেলে তড়িৎ বিজরী,
হস্তে পদে মেঘ করিছে বিহার,
মেঘের সাগরে সুখ স্নান করি—
তড়িৎ বিজরী করি কণ্ঠহার,—

পরীরা প্রমোদে বহিছে পুষ্পক!
জ্যোতির্ম্ময় যান আলোকি গগন,
সমীরের সঙ্গে করিয়া সংগ্রাম
উঠিছে ক্রমেই গর্জ্জিয়া ভীষণ!

কভু অতি গাঢ়, কভু লঘু তর,
কভু স্থির বায়ু কভু তরলিত,
কখন উন্মাদ তরঙ্গ প্রঘাতে
সমীর সমুদ্র ঘোর উদ্বেলিত।

কখনও কোথাও প্রক্ষালি জ্যোতিঃতে
ছুটে তেজঃশিখা ছুটে ধাতু স্রোতঃ!
কোথাও দ্রবিত ধাতুর প্রবাহে
ভাসিয়া যেতেছে বাষ্পের পর্ব্বত।

অন্য কোন স্থানে ছুটে স্বন্ স্বন্—
ধাতু পিণ্ড উল্কাপিণ্ড ভয়ঙ্কর!
গম্ভীর মন্দ্রেতে আস্ফালে অশনি
দেখিয়া চকিতে কম্পে কলেবর।

বুধ—বৃহস্পতি—শুক্র—শনৈশ্চর—
রবি—সোম—আদি অতিক্রম করে,
ক্রমে সৌর লোক রাখিয়া নিম্নেতে
উঠিছে বিমান অতি বেগ ভরে!

ক্রমে সপ্ত ঋষি প্রজাপতি আর
ধ্রুব লোক আদি করি অতিক্রম,
বিষম বেগেতে উঠিছে বিমান
বিদারি গম্ভীর নীলানন্ত ব্যোম !

পৃথ্বী হ'তে নিত্য ফুটিতে যা দেখি,—
সেসব নক্ষত্র অনন্ত নিম্নেতে
নিবায়ে গিয়াছে ! অহহ ! কল্পনে !
কোথায় আনিলে দেখিতে দেখিতে ?

কত সৌর লোক করি অতিক্রম,
উঠি—ক্রমে উঠি অনন্ত যোজন,
যত উঠি তত অভিনব বিশ্ব !
বিস্ময়ে বিহ্বোল মানব জীবন !

প্রত্যেক নক্ষত্র প্রতি সৌর লোক।
প্রত্যেক গ্রহরা, প্রত্যেক অবনী।
প্রত্যেকে ফুটিত পার্থিব প্রকৃতি,
স্থাবর—জঙ্গম—ভৌতিক—জীবনী !

প্রত্যেকেই গিরি—উদ্ভিজ্জ—সরিৎ—
সাগর—প্রান্তর—নগর—উদ্যান—
বিহঙ্গ—পতঙ্গ—দ্বিপদ—শ্বাপদ—
(জীব রঙ্গভূমি সদা শব্দ গান !)

সংসারচক্রের বিকট ঘর্ঘর
 শব্দ ঘোরতর স্বপনের প্রায়
প্রবেশিছে কর্ণে,—পাছে স্বপ্ন ভাঙ্গে,
 পাছে পাপ শব্দে তন্দ্রা ছেড়ে যায় ;

কল্পনে ! কোথায় যাবে বল দেখি ?
 কত যে এলাম আর যাব কত ?
অনন্তবিস্তার শান্তিনিকেতনে
 অনন্তসীমায় হৃদি প্রসারিত

করিয়াও তবু পাই না যে অন্ত ?
 আহা ! কি বিপুল রাজত্ব ধাতার !
কি বিপুল ইচ্ছা, সুন্দর কৌশল,
 যে দিকে নিরখি—অপূর্ব্ব ব্যাপার !

কল্পনে ! এ কি গো হইল আমার !
 এ কি সুখ ? কিম্বা দুখ ? কিম্বা কি এ ?
বুঝিতে যে নারি ; কিম্বা বুঝিয়াছি—
 বুঝিয়াছি যাহা অন্যেরে বুঝায়ে

বলিতে পারি না—এ হৃদয়ভাব !
 বলিলেই কেবা বুঝিবে এ কথা ?
বধির সংসার ; অন্ধনররাজ্য,—
 কে দেখিবে ? কেবা শুনিবে এ গাথা ?

হৃদয়ের মধ্যে কত বিশ্বরাজ্য—
দেখিতেছি দেখ দেখরে সংসার !
দেখ বাহ্যচক্ষুঁ মুদি, জ্ঞানচক্ষে
আমার হৃদয়ে স্বর্গীয় সম্ভার !

ঐ দেখ শূন্যে জ্বলে দিপ্ দিপ্
খদ্যোতিকা প্রায় সৌর-কেন্দ্রমূলে
ঐ জ্ঞানরাজ্য—জ্ঞানের নিবাস—
চতুর্বর্গ মিলে ঐ স্থানে গেলে।

ঐ স্থানে নিত্য নব অভ্যুদয়,
ঐ স্থানে চির অনন্ত উন্নতি,
ঐ স্থানে চিরশারদী পূর্ণিমা,
ঐ স্থানে লিখে জীবের নিয়তি।

ঐ স্থানে নাই জন্ম, মৃত্যু, ভয়,
ঐ স্থানে নাই বৃদ্ধ জরা জন,
ঐ স্থানে নাই শোক দুঃখ ক্লেশ,
ঐ স্থানে নিত্য নূতন যৌবন

ভোগ করে জীবে, নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা,
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, আশক্তি, বিরাম,
নাই পাপ তাপ, নাই প্রায়শ্চিত্ত—
নাহিক অসত্য অধর্ম্মের নাম।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

যোগতপশ্চর্য্যা উপাসনা আদি,
জানে না ওখানে লৌকিক আচার,
কিন্তু উপাসনা ভিন্ন ওই লোকে
যাইতে নাহিক কারো অধিকার।

সকলে ওখানে প্রেমের শৃঙ্খলে
সকলের সঙ্গে চিরকাল গাঁথা,
সকলে ওখানে পূজে সকলেরে
সকলেতে গায় সকলের গাথা।

সকলেই ওথা সর্ব্বগুণান্বিত,
জ্ঞানের পুলকে প্রমত্ত জীবন,
হৃদয়দর্পণে নিরখে ব্রহ্মাণ্ড,
অথচ উত্তাপে গলে না কখন।

জ্ঞানলোক শুদ্ধ জ্ঞানের আধার!
স্থাবর জঙ্গম সব জ্ঞানময়।
জ্ঞান-বিপণীতে বসি সত্য ধর্ম্ম—
করিছে আনন্দে জ্ঞান বিনিময়।

জ্ঞানানন্দে মাতি গায় জ্ঞানগীত,
জ্ঞানের বিপিনে প্রতিভা বিহঙ্গ;
জ্ঞানের সরসে সন্তরে চৈতন্য—
জ্ঞানের আলোকে জীবন পতঙ্গ

দগ্ধ হয় মর্ত্ত্যে! ওথা দহে না ক;
ও জ্ঞান অনন্ত আকাশের প্রায়।
মর্ত্ত্যের সে জ্ঞান সঙ্কল্প কেন্দ্রেতে
পরিধা আকারে ঘূরিয়া বেড়ায়!

ঐ জ্ঞানলোকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম
মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল মূর্ত্তিমান,
বিবেক-বাণিজ্যে সকলেই ধনী,
সকলের সুখ অনন্ত প্রমাণ।

জীবন, হৃদয়, বুদ্ধি, বিবেচনা,
ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, সরলতা, দয়া,
বীরতা, ধীরতা, নম্রতা, ঔদ্ধত্ব
বসতি করিছে ধরি দিব্য কায়া!

ধরি দিব্য কায়া বসতি করিছে
দর্শন, মীমাংসা, সঙ্গীত, সাহিত্য,
দান, ধ্যান, যোগ, তপস্যা, সমাধি,
প্রকৃতি নিয়তি মূর্ত্তিমান নিত্য।

অগ্নি, বায়ু, জল, বিদ্যুৎ, অশনি,
উদ্ভিজ্জ, পর্ব্বত, সিন্ধু, বালু, বেলা,
বৃহদপি ক্ষুদ্র সব আত্মময়,
সব সচৈতন্য প্রেমেতে বিহ্বলা।

হেন জ্ঞানলোক-অধিশ্বরী দেবী
ধর্ম্মঅর্থকামমোক্ষপ্রদায়িনী ;
সৃষ্টিপ্রাণময়ী সর্ব্বার্থসাধিকে ;
সাহিত্যদর্শনশাস্ত্রপ্রসবিনী।

জ্ঞানের জননী, জ্ঞানানন্দময়ী,
বাগ্মী—বরদে!—সঙ্গীতে রাগিণী ;
দর্শনের চিন্তা, বিজ্ঞানে ধীশক্তি,
নির্ব্বাণের পথে আলোকরূপিণী ;

কবিতার প্রাণ—ভাব,—উদ্বোধনী,
কল্পনা—সুরুচি—শব্দ—তান—লয় ;
দর্শনের আত্মা, অনন্ত ধারণা,
অনুমান, অনুমেয়, মনোময়—

মীমাংসা, বিতর্ক, আত্মনির্ভরসা,
অন্তর্জগতের অর্চ্চনা সমাধি ;
সকলের সব, সকলের প্রাণ—
চৈতন্য, চরমে গতি মুক্তি বিধি—

বিধাত্রী ; বিশ্বাস সর্ব্ব প্রকৃতিতে,
সর্ব্বঘটে পটে প্রীতি প্রদায়িত্রী,
শান্তিদা,—জ্ঞানদা,—জ্যোতির্ম্ময়ী শুভে!
নিত্যা তত্ত্বমসি! জগজ্জনধাত্রী!

বেদ তন্ত্র স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি
সকলের তুমি জীবনে জীবনী,
নিরখে যা নেত্র, বর্ণে যা রসনা,
হৃদয় যা ভাবে, শ্রবণে যা শুনি,—

সমস্ত তন্ময়! মাতর্ভগবতি!
তোমার মহিমা জীবন্ত জগতে,
তুমি বিশ্বময়ী, বিশ্বসুখকরী,
গুরোর্জ্ঞান গুরু, অনন্ত তোমাতে

রয়েছে নিহিত, অনন্ত বিস্তৃত
নভঃ তব দিব্য রাজসিংহাসন;
স্থাবর—জঙ্গম—ভৌতিক যা কিছু,
সকলের তুমি জীবনে জীবন।

তোমার রাজত্বে করে যে বসতি,
সে কি চাহে নরসংসারের রাজ্য?
লৌকিক সম্মান, লৌকিক সম্পদ,
ধন অর্থরাশি করে সে কি গ্রাহ্য?

সে কি গণে স্বার্থ ক্ষতি লাভ আদি?
সে কি মিশে লোক সংসারের সনে?
সে কি গণে রাজ্য, রাজাধিরাজেরে?
সে কি দগ্ধ হয় দুঃখের আগুনে?

রাজা কোন্ ছার, রাজ্য কোন্ তুচ্ছ !
কালেরে ভ্রুক্ষেপ করে না সে জন।
লোকে যারে মানে, মানে না সে তারে,
উন্মুক্ত হৃদয়—উন্মুক্ত জীবন—

সদা তার চক্ষে মুক্ত বিশ্বধাম।
নাহিক বন্ধন, নাহি পৃষ্ঠ-টান,
মায়ামোহজয়ী, সদানন্দ শিব,
অন্তরে বাহিরে শান্তি ; সমজ্ঞান

বিশ্বচরাচরে, মন প্রাণ তার
মার্জ্জিত দর্পণ সম স্বচ্ছময়,
অনন্ত প্রসর আকাশের মত ;
তাহাতে বিম্বিত বিশ্ব সমুদয়।

জ্ঞানে গদ গদ, জ্ঞানমাত্র জ্ঞান,
জ্ঞানগত প্রাণ, মন সমুদয়।
সদা শান্তি সুখ অমৃত পানেতে
বিবেকের ভোরে বিশ্ব প্রাণময়॥

সংসারের ক্ষুদ্র আমোদ প্রমোদ,
বিলাস বিশ্রাব * কর্ম্মকাণ্ড যত
বুঝে কি সে তাহা ? জানে কি পালিতে ?
মানে কি সে তাহা, যে সব লোকত ?

---

* খ্যাতি।

যে সকল বিধি লোকেতে আচরে,
সে তাহা কদাপি করে না পালন,
যে সুখে দুঃখেতে হাসে কাঁদে লোক,
সে তাহে হাসে না—কাঁদে না কখন।

সে যে সুখে ভাসে, সে যে সুখে হাসে,
সে যে দুঃখে করে অশ্রু বিসর্জ্জন,
তার সুখ দুঃখ সংসারের প্রাণী
বুঝিতে পারে না, বিষয়ী যে জন,

বিষয় বাসনা বিষকণ্ডুয়নে
সতত বিব্রত ! কৃমির কামড়ে
কুষ্ঠগ্রস্ত রোগী বিব্রত যেমতি,
সেই মত জীব ভুগিছে সংসারে।

সম্রাট ভিক্ষুক কিবা মধ্যবিত্ত,
কিবা ধনী মানী সম্ভ্রান্ত সকলে,
সংসার-নরকে কৃমির দংশনে
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে, পড়িয়া অকূলে

ভেসে যায় হয়ে বলবুদ্ধি হীন,
কভু ডুবে কভু উঠে মাথা নেড়ে,
বিবেকের ভেলা ধরি উঠে কেহ,
কেহ পড়ে রহে অকূলপাথারে।

হেন দুঃস্থজীব কিরূপে বুঝিবে
জ্ঞানরাজ্যবাসী প্রজাদের কথা ?
কিরূপে বুঝিবে হাসি কান্না তার ?
কিরূপে বুঝিবে বিবেক-বারতা ?

মাতর্ভগবতি ! জ্ঞানময়ী দেবি !
কি গুণে সন্তানে লয়েছ কোলেতে ?
কি গুণে করুণা করিলে অধমে ?
মা ! তব মহিমা কে পারে বলিতে ?

কারে কর দয়া, কারে কর কোলে,
কারে ভাব প্রিয়, কখন কি থাক ?
কাহারে অভয়, কারে বিভীষিকা,
কারে শত্রু, কারে পুত্র বলে ডাক ?

মা ! মোরে কি গুণে করিলে উদ্ধার ?
হা মা ! আমি যে গো কিছুই জানি না,
অপ্রাপ্তব্যাভার, তরুণ তারল্যে—
করি নাই কভু তব উপাসনা।

খেলার বয়সে খেলা ধূলা করি
বেড়াতাম পথে বালকের সনে,
অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলাম,
জ্ঞানের আলোক আছে, তা কে জানে ?

পথে পড়ে পেনু পরশ-পাথর,
স্পর্শে স্পর্শে লৌহ হইল কাঞ্চন,
দেখিনু হৃদয়ে লুকান অনল,
সহসা উজ্জ্বল হইল ভুবন।

অন্ধকার গৃহে জ্বলিল মাণিক,
ভাতিল হৃদয়, বিশ্ব চরাচর
দেখিনু তাহাতে, মজিলাম, সেই
সকল প্রকৃতি দেখিনু সুন্দর।

মাতর্ভগবতি! তোমার কৃপায়—
অন্ধকারে আমি পেয়েছি রতন,
দেখ মা, রেখ মা! পাদপদ্মে, যেন
না হারাই কভু এ অমূল্য ধন!

হ্যা মা! কি কারণে এত কৃপা মোরে?
এত কৃপাপাত্র কিসে হইলাম?
শিক্ষা দীক্ষা মোর কিছুই ত নাই,
কি পুণ্যে তোমার ক্রোড়ে উঠিলাম?

তোমার কৃপায় কি না হতে পারে?
জীবে উদ্ধারিতে কে আছে এমন?
তোমার কৃপায় অমৃত-সিঞ্চনে—
পল্লবিত হয় দাব-দগ্ধবন!

তোমার কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়,
মূকে কথা কয়, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি,
বধির যে, জন—পায় সে শ্রবণ,
মূষিক মার্জ্জার মৃগেন্দ্র কেশরী।

গৃহে কি অরণ্যে বিদেশে প্রবাসে,
তব প্রিয়পুত্র যেখানেতে রয়,
সেই স্থান স্বর্গ—সুখ শান্তিরাজ্য,
সেই স্থান তার সুখের আলয়।

সাগরে, ভূধরে, আকাশে, পাতালে,
কল্পনা-বিমানে করে বিচরণ,
প্রেমের পুলকে ভাসে সুধাস্রোতেঃ
উন্মত্ত হৃদয় উন্মত্ত জীবন।

সুধার পাথারে সতত সন্তরে
সতত আপন ভাবেতে তন্মন
সতত আপন প্রাণময় গীতে
স্তম্ভিত করিয়া তুলে ত্রিভুবন।

শান্তিপূর্ণ হৃদি, সুখপূর্ণ প্রাণ,
সঙ্কল্প, উদ্দেশ্য, প্রতিজ্ঞা প্রবল।
প্রেম ঢল ঢল দৃষ্টি সুগভীর,
বাক্য আশাপূর্ণ গম্ভীর শীতল।

নির্ভীক, প্রশান্ত প্রেমপূর্ণ হৃদে,
ছোট বড় সবে করে আলিঙ্গন,
একসম প্রাণে তোষে সর্ব্বজনে,
সকলের স্নেহে বিক্রীত জীবন।

সকলের দুঃখে করে অশ্রুপাত,
সকলের সুখে সম-অংশ-ভাগী,
সকলেই ভাবে প্রাণের সোদর,
কিন্তু সর্ব্বক্ষণ সংসারবিরাগী।*

মাতর্ভগবতি! অজ্ঞান সন্তানে
বর্ণিত এ গুণ কিছুমাত্র নাই,
বালকের মতি, নাহিক সঙ্গতি,
আসে যা মনেতে, তাই মাত্র গাই।

ক্ষেমঙ্করি! ক্ষমা কর নিজগুণে,
বল মা, কি আজ্ঞা সাধিবে সন্তান?
অন্ধ অশিক্ষিত দুর্ব্বল শিশুর
তব স্নেহ-ঋণে বদ্ধ ন, মপ্রাণ।

মাভৈর্মাভৈর্মাভৈঃ রাবেতে পূরিল গগন-তল,
ক্রমে, থামিল পুষ্পকগতি,
দশ দিক হৈতে বর্ষিল অমৃত মন্দার-কুসুমদল!
দেবে, গাইল মঙ্গল-গীতি।

---

* উন্নতি কল্পে॥

ভাসিল ব্রহ্মাণ্ড শান্তির পাথারে শান্তির সংগীতময়,
কিবা—মধুর মৃদঙ্গ-বোল।
তালেতে মধুর নূপুর নিনাদ বীণার ঝঙ্কার হয়,
কিবা সুন্দর এ সুখ রোল!

থামিল সংগীত, মধুর নর্ত্তন, নীরব হইল লয়,
ক্রমে গভীর নীরব সব,
কি কারণে যেন স্তম্ভিত জগত, ক্ষণে কি জানি কি হয়!
তাহা কে করিবে অনুভব?

প্রলয়ের তরে বিমল গগন, অথবা উঠিবে চাঁদ,
তাহা কে কহিতে পারে আগে?
কখনো দামিনী উগারে অশনি, কখনো বিনোদী ফাঁদ,
নীল, নব জলধর জাগে!

নীরব প্রকৃতি, নীরব নিয়তি, নীরব সময়-স্রোত,
সব, নীরবেতে নিমগন,
আবার নিশীথ বংশীর ধ্বনিতে হৃদয় হইল শ্লথ,
হল বিমোহিত জগজন!

ঐ যে শুনরে মধুর গম্ভীরে হতেছে প্রস্ফুট ধ্বনি,
হেন, শুননি কখন আর,
জ্ঞানরাজ্যেশ্বরী জ্ঞানানন্দময়ী বরদা ব্রহ্মাণী বাণী
মুখে অতুল মহিমা তার!

স্নেহে স্নিগ্ধ নীলনয়নমাধুরী, ললাটে অতুল ভাতি,
কিবা, অধরে মধুর হাসি,
দন্ত দুটী সার সাজান সুন্দর জিনিয়া মুকুতা পাঁতি,
জিহ্বে, বচন অমৃত রাশি,

কহেন সাদরে "বাছারে! ধররে ধররে সাধের বীণা,
বীণা, দিলাম তোমার করে,
পুত্র! এ অক্ষয় 'বীণার' সংগীতে ভুলাও ভাবুক জনা,
আর জাগাও জগতপুরে।

লও বাছা লও, গাওরে সংগীত, কি ভয় জগতে কারে?
তোর, শঙ্কটে সহায় আমি;
আমি যা দিলাম, অক্ষয় হইয়া থাকুক তোমার করে,
বাছা! অক্ষয় থাক রে তুমি!

এ বীণার স্বরে মরুতে মুঞ্জরে বিদগ্ধ অমিয় লতা,
হয় আঁধার প্রদেশ আলো,
সদ্যঃপ্রসূ শিশু, কাননের পশু, গতাসুও কহে কথা,
ধ্বনি তিমিরে তড়িদুজ্জ্বল।

মায়ের সর্ব্বস্ব, স্নেহের পুত্তলী, কাঙ্গালের হারা নিধি,
বাছা! অন্ধের নয়ন-মণি,
দুরাশার আশা, বিপদে ভরসা, অনীর দেশের নদী,
তুই অশেষ গুণের খনি।

জননীবৎসল! যাহার কারণে সাগরে ডুবিতেছিলে,
তাই—দেখরে আবার চেয়ে,
ঐ বসে তব ভারত জননী তোমা সবা ধনে ফেলে,
বাছা!—পাষাণে বেঁধেছে হিয়ে।

কোটি বীর ধীর পুত্ররত্নে সঁপি কালের অনন্ত গ্রাসে,
এবে সর্ব্ব-তেয়াগিনী শোকে,
যুড়াতে যন্ত্রণা হৃদয় বেদনা নির্ব্বাণ বর্ত্মে'তে বসে *
জপে মোক্ষমন্ত্র মাত্র মুখে!

আর যা দেখেছ, ঐ দেখ তাহা, ঐ সদানন্দপুরী,
ওই—জ্ঞান-লোক সুখধাম,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডমূল সে এথায়, দেখহ বিশেষ করি,
এর, বাঞ্ছাকল্পপুরী নাম।

---

* ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান নির্ব্বাণ মুক্তিতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান দুরবস্থার অন্যতর কারণ হইয়াছে। ফলত: এই সংস্কারের অধীন হইয়া অনেকে পারলৌকিক বিশ্বাসের উপর খড়্গহস্ত। আমার বিবেচনায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান না হইলে, কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবপর নহে, পূর্ব্ব কালে ক্ষত্রিয় বীরগণ পরলোকে স্বর্গ-লাভ হইবে এই বিশ্বাসে সদেশ রক্ষার্থ সমুদ্র সমান বিপক্ষ সেনার সম্মুখীন হইত। মহম্মদের শিষ্যেরা পরকালে স্বর্গ লাভ হইবে, এই বিশ্বাসে উন্মত্ত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধেক ভাগ অধিকার করিয়াছিল, অতএব পরকালের সংস্কার মাত্রই দূষণীয় নহে।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

অনন্ত বিস্তার কারণ পাথার, অনন্ত প্রবাহে বহে,
বাছা,—অনন্ত নিয়মাধীনে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্ব ভাসিয়া ভাসিয়া তাহে,
বাছা—মিশিছে অনন্ত সনে!

ক্ষুদ্র জল-বিম্ব জলেতে উদিয়া, জলেই মিলায় ক্ষণে,
পুনঃ—যা ছিল তাহাই হয়,
কারণ-সাগরে ব্রহ্মাণ্ড নিকর তেমতি জানিও মনে,
বাছা,—সকলি বিস্ময়ময়!

এইরূপ বাছা, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড চারিটি নিময়ে গাঁথা,
যথা,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,
এ চারি উদ্দেশে যত বিশ্ব ভাসে কেজানে কিনারা কোথা?
যায়,—যে দিকে যাহার লক্ষ!

অসীম অতল কারণ-পাথারে ধর্ম্মাদি চারিটি দ্বীপ
অতি,—প্রশস্ত উর্ব্বরোন্নত,
এই চারি স্থানে যাইব মননে ব্যাকুল সংসার জীব,
আর,—ব্যাকুল ব্রহ্মাণ্ড যত।

ঐ চারিমাত্র সংসার-সৌন্দর্য্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতু,
সুখ,—আশার বিরাম স্থল,
সঙ্কল্প, উদ্যম, সফলতা, আর কারণ-সাগর-সেতু,
বাছা,—নিয়তি নীরধি স্থল।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, মহাদ্বীপ মহান সুন্দর স্থান,
অতি মহান মাহাত্ম্যময়।
প্রত্যেকে প্রত্যক্ষে দেখিয়া, নন্দন! লভহ নির্ম্মল জ্ঞান,
মনে কর না কাহারে ভয়!

কত বাধা কত বিপত্তি দুর্ব্বার দেখাইবে বিভীষিকা,
তাহে,—অটল থাকিও চিতে,
অলক্ষে অজ্ঞাতে থাকি তব হৃদে সময়েতে দিব দেখা,
বাছা! অচ্ছিন্ন আছি রে তোতে।"

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

অতল অসীম মহাভীম জ্যোঃতি
কারণ-সমুদ্র নিত্য বহমান,
কালের করাল উত্তাল তরঙ্গ,
সহস্র সহস্র হিমাদ্রি সমান,

ছুটে ভীম রোষে উৎকট কল্লোলে,
মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এ দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড,
গঠিত চূর্ণিত হচ্ছে অক্ষয়।

হেন ভীম জ্যোতিঃ অনন্ত সমুদ্রে,
সুদূর প্রশস্ত উন্নত ধবল,
লোহিত, হরিত, স্বচ্ছ স্ফটিকাভা
মহাদ্বীপ এক করে টল মল।

মহাদ্বীপমধ্যে অদ্ভুত মহাদ্রি,
বিমল ধবল শৃঙ্গ মহীয়ান,
স্থির অবিরাম গম্ভীরে দাঁড়ায়ে,
উড়ায় সম্ভ্রমে বিজয়-নিশান!

মহাশৈলে শোভে, চারি মহাশৃঙ্গ,
উত্তুঙ্গ অদ্ভুত বিস্তৃত পরিধি,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তার নাম,
অজেয় ব্রহ্মাণ্ডে আব্রহ্ম বিস্তৃতি।

সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গেতে জ্ঞান-মোক্ষপুরী,
অপূর্ব্ব অশ্রুত কল্পনা-অতীত,
কাল দাসরূপে রক্ষা করে দ্বার,
নিত্য সিংহাসনে স্বয়ং অনন্ত

উপবিষ্ট, ব্যাপি আপনা আপনি,
প্রতিরোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড নিহিত,
প্রতি নিশ্বাসেতে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
কারণ-সমুদ্র তাহাতে উদ্ভূত।

স্নিগ্ধ পীযূষিত মহাজ্যোতিপূর্ণ
মহাপুরী নিত্য ধূ ধূ ধূ প্রকাশে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম দম জয়ী
জ্যোতিঃস্বচ্ছ আত্মা জ্যোতিঃ-স্রোতে মিশে।

বিকার, চৈতন্য, ভাবাভাবশূন্য,
স্বতঃপরম্ময় পরাৎপর পুরে
কারণাকারণ নাহিক কথন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম ছুট বন্দী বহির্দ্বারে।

তন্নিম্ন শৃঙ্গেতে পুণ্যধর্ম্মপুরী,
অপূর্ব্ব দর্শন বাঙ্মন-অতীত,
কোটি স্বর্গ ধাম একাংশে বিরাজে,
বিশ্বমধ্যে ইহা অতুল অদ্ভুত।

সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতি নিকর,
স্থাবর জঙ্গম ভৌতিক জীবনী,
যাহা বর্ত্তমান, যাকিছু সম্ভবে,
সমস্ত এথায় সজ্জিত বিপনি।

বিশাল বিস্তৃত পুরীর পরিধি,
অভ্রভেদী উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত।
শতসিন্ধু জিনি প্রশস্ত পরিখা
চতুর্দ্দিকে তার নিত্য প্রবাহিত।

প্রথমে ভীষণ অগ্নির পরিখা,
 অনল-তরঙ্গ গর্জ্জে ভীমরোলে,
পুণ্যাত্মা পরশে অমৃতপ্রবাহ
 পাপীর পরশে অনল উথলে।

দ্বিতীয়ে ভীষণ গরল-পরিখা,
 অসংখ্য ভুজঙ্গ গর্জ্জে ভয়াবহ।
পাতকী পরশে উথলে তরঙ্গ,
 পুণ্যাত্মা পরশে সুধার প্রবাহ।

তৃতীয়ে অসীম নীলাম্বুমণ্ডল,
 সুনীল ফেনিল অগাধ গম্ভীর,
তরঙ্গচাঞ্চল্যপরিশূন্য যেন,
 প্রকৃতির কণ্ঠে উত্তরীয় চীর।

পদব্রজে পার হতেছে পুণ্যাত্মা,
 পাতকী দেখিলে গর্জ্জিলে জলধি,
মহাভীমতর কল্লোল আস্ফালি
 রক্ষা করে পুণ্যপুরী নিরবধি।

দুই সিংহদ্বার (সুমেরু প্রবেশে)
 দুই দ্বার দুই দ্বারী রক্ষা করে,
ভীমপরাক্রমী সমদম বীর
 তাহাদের নাম বিদিত সংসারে।

সুন্দর সুঠাম জ্যোতির্ম্ময় বপুঃ
প্রসন্ন গম্ভীর কান্তি মনোরম,
করে মানদণ্ড জ্যোতিঃতে মণ্ডিত
পুণ্যের প্রমাণ করে সূক্ষ্মতম!

প্রবেশে পুণ্যাত্মা অসংখ্য সংখ্যায়,
নির্ম্মল নিষ্পাপ নিরাতঙ্ক দেশ,
দ্বারে, পরীক্ষায় কদাচিত কেহ
ঠেকে যদি, তবে ধরি তার কেশ

ফেলে দেয় দূর অনলসমুদ্রে,
পলকে পুড়িয়া মিশায় অনলে।
এ হেন কঠিন দুর্গম বর্ত্মেতে,
বলিষ্ঠ ব্যতীত কার সাধ্য চলে?

সিংহদ্বার পরে, প্রথম চত্বরে,
সংখ্যাতীত বিশ্ব জীবন্ত ভাণ্ডার,
অসংখ্য উদ্ভিজ্জ, ফল, পুষ্প, বাপী,
নির্ঝর তটিনী শ্যামল প্রান্তর।

নিম্নেতে অসীম নীলাম্বুমণ্ডল,
উর্দ্ধে শ্যামশোভা নভশ্চন্দ্রাতপ,
সুখদ অমিয় সুস্নিগ্ধ কিরণে,
সহস্র আদিত্য বিতরে আতপ।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

অবিরাম বহে বসন্ত সমীর,
স্বর্গীয় বসন্ত চির সমুদিত।
চিরকিসলয় কুসুম কমলে—
বৃক্ষলতাকুলশোভা দলমলিত।

স্ফাটীক সরসে সুবর্ণ সলিল,
সুনীল নলিনী বিকসিত তায়,
তড়িতের হ্রদে নীল মেঘমালা
নাচিয়া নাচিয়া লহরী খেলায়।

অমিয় ঝঙ্কারি ভ্রমর ভ্রমরী,
প্রমোদে পীযূষ করিতেছে পান।
নিকুঞ্জকুটীরে কোকিল কুহরে,
পাপিয়া পঞ্চমে গাইতেছে গান।

নির্ঝরিণীকুল, কুলুকুলু রবে,
প্রক্ষালি প্রকৃতি প্রমোদ কানন।
কেন পুষ্পহার কণ্ঠে দুলাইয়া
মন্থর গমনে চলেছে এমন ?

স্ফাটীকনিবদ্ধ শ্বেত স্বচ্ছ কূলে
শ্যামতরুরাজী শোভে সারি সারি,
অমৃত ফলেতে নম্র শ্যামশাখা
অমিয় কুসুমে সৌরভ বিস্তারি

মোহিতেছে বিশ্ব অতুল আনন্দে!
　বিহরে পুণ্যাত্মা অসংখ্য সংখ্যায়।
স্বাধীন সচ্ছন্দ সদানন্দচিত্ত,
　জন্ম জরা মৃত্যু নাহিক তথায়।

সুদৃশ্য শ্যামল কোমল দূর্ব্বায়
　মণ্ডিত মোহন সুদূর প্রান্তর।
কুরঙ্গ কেশরী একত্রে বিচরে,
　(নাই হিংসাদ্বেষ) অপূর্ব্ব সুন্দর।

করভ সরসে ভাঙ্গে পদ্মনাল,—
　তীরে ব্যাঘ্রযূথ ক্রীড়ায় বিভোর,
কুরঙ্গ সচ্ছন্দে খায় দূর্ব্বাদল,
　জম্বুকী লেহিছে সিংহের কেশর!

দেবী, বিদ্যাধরী, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরী,
　মানবী সুন্দরী একত্রে বিহরে।
প্রেম ঢল ঢল সরল সদ্ভাবে
　সুখের তরঙ্গ উথলে অন্তরে।

নাই আত্ম পর, সকলে সবার,
　সকলে সন্তরে পুলকের হ্রদে,
সকলেই প্রাজ্ঞ প্রেমিক প্রেমিকা,
　সকলে বিস্মিত সকলের হ্রদে।

সকলে সমান সর্ব্ব গুণবান,
  জ্ঞানে গদ গদ গম্ভীর দর্শন।
সদানন্দচিতে সদানন্দ গীতে,
  সদানন্দপুরী গম্ভীরে মগন!

নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক দুঃখ তাপ,
  আশার ছলনা, স্বার্থ উৎপীড়ন।
নাই আত্ম পর আমি অন্ত, এথা
  পাশব প্রবৃত্তি জানে না কেমন।

চির পৌর্ণমাসী, পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে,
  যৌবনের বেলা স্থির অবিরাম,
স্থির সুধারশ্মি হাস্তোল্লাস মুখে
  নাই ভবিষ্যত—নাই পরিণাম।

সকলে অপূর্ব্ব সুন্দর সুতনু,
  নিত্য ভোগ করে কুসুম যৌবন,
নিত্য পিয়ে সুধা ত্রিদিব আসব,
  প্রেমের পুলকে উন্মত্ত জীবন।

ভাবুক প্রেমিক, ধার্ম্মিক ধীমান,
  পবিত্র জীবন পবিত্র হৃদয়,
দেবের রাজত্ব দেবতা সকলে
  নাহিক দারিদ্র্য দাসত্বের ভয়!

দান উপকারে তোষিয়া সংসারে
লভে যে মহান অক্ষয় সুকৃতি,
এই দিব্য লোকে নিবসে সে সুখে,
যথার্থ পুণ্যের যথার্থ সদ্গতি।

লোকহিত তরে পবিত্র অন্তরে,
অকাতরে যে বা করে পুণ্য দান,
সেই ধন্য হবে, অবশ্য লভিবে
পরিণামে এই পুণ্যপুরে স্থান।

রাজসম্মানের অন্ধ লালসায়,
অযথা অপাত্রে করে যেই দান,
জীবিতে সে জন ধন্য হ'তে পারে,
পুণ্যপুরে কিন্তু নাহি পায় স্থান।

জীবহিতব্রত মহান তপস্যা,
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে যেবা আচরয়,
কর্ম্ম অনুরূপ সুকৃতি তাহার,
অবশ্য মিলিবে নাহিক সংশয়।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে, দান কীর্ত্তিকাণ্ডে,
শ্রেষ্ঠ যেই পৃথ্বী, দেশ, মহাদেশ,
সেই সব পৃথ্বী, রাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র
চিত্রিত এ পুরে কি কব বিশেষ?

শক্তি হীন আমি, লেখনী দুর্ব্বল,
ভাবের বিবেকে ভ্রান্ত দিশাহারা,
অক্ষয় হইয়া লিখে যদি কেহ,
অক্ষয় জীবনে না হইবে সারা।

অন্য অন্য গ্রহ, পৃথ্বী, রাষ্ট্রাদির
অনন্ত আখ্যান রহিল এখন,
পরিচিত ওই পুণ্যময়ী পৃথ্বী
সম্মুখেতে দেখ সুন্দর দর্শন।

মর্ত্ত্য পৃথ্বীপুরে আছে যত দেশ,
ভারত তন্মধ্যে উজ্জ্বল চিত্রিত,
"পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত"* এই শব্দ
অনল অক্ষরে তোরণে লিখিত

রয়েছে—দেখিয়া চিনিলাম, অহো!
চিনিলাম, চিত্ত হইল অবশ।
গভীর আনন্দে হারালাম স্মৃতি,
কি আমি, কি কব হয়েছি বিবশ!

এই কি আমার অভীষ্ট আরাধ্যা
জননী, জীবনতোষিণী ভারত?
এই কি আমার গরিষ্ঠ পূজার পাত্রী
জন্মধাত্রী শান্তির আস্পদ?

---

* সমগ্র ভারতবর্ষকে বুঝাইবে।

এই কি আমার জীবনের লক্ষ্য—
জননী, জীবনতোষিণী সুখদা ?
এই কি আমার জীবিতের ক্ষেত্র ?
অন্তিমের অঙ্ক—শৈশব-জ্ঞানদা ?

সেই বটে বটে, চিনেছি চিনেছি,
হিমাদ্রি কিরীট শোভিছে মস্তকে,
পরিধৃতা নীল বারিধি অম্বর
কাননাভরণা কান্তি নেত্রে দেখে

কে না চিনিবে ? কেবা নাহি চিনে—
স্নেহময়ী, পুণ্যময়ী ভারতেরে ?
সুখময়ী গঙ্গা যমুনা যাহার
স্নেহে প্রবাহিত, সিন্ধু আদি ক'রে

পঞ্চ নদ যার প্রক্ষালি চরণ,
পবিত্র সলিলে বহে নিরবধি,
বিন্ধ্য নীল আদি কীর্ত্তি স্তম্ভ যার,
গৌরব সম্ভার বহিয়া বারিধি

সমগ্র মেদিনী মধ্যে বিতরিছে,
হেন পুণ্য ক্ষেত্রে কেবা নাহি চিনে ?
অবনীর মধ্যে কোন্ দেশ হেন
বাধ্য যেনা আছে ভারতের ঋণে ?

মাতর্জন্মভূমি! করি প্রণিপাত
বল মা কুশল বারতাবিশেষ?
সুখে ত আছ গো সুখময়ী এথা?
শুনিয়া নিবারি অন্তরের ক্লেশ।

গম্ভীর বিমনা ম্লান মুখ কান্তি,
হেরিতেছি কেন? আছ ত কুশলে?
হেন পুণ্য পুরে লভিয়া সদগতি,
কেন হর্ষ নাই বদন মণ্ডলে?

কেন হেন দেখি—উদাসিনী প্রায়
ভোগ সুখ রাশি দলিয়া পদেতে,
একাকী নির্জ্জনে নয়ন মুদিয়া,
গম্ভীরে নিমগ্না চিন্তাসাগরেতে?

খুলিয়া অঙ্গের অমূল্য ভূষণ,
মণি মুক্তা রাশি দিয়াছ দুঃখীরে,
দরিদ্র ভিক্ষুক যে চেয়েছে যাহা,
তাহারেই তাই দিয়া অকাতরে

আপনি সেজেছ সন্ন্যাসিনী? অহো!
দেখিয়া হর্ষেতে হ'ল যে বিষাদ!
মর্ম্মেতে বাজিল নির্ঘাৎ অশনি!
কেন মা, কি জন্য এ দারুন সাধ?

শিহরিল সিন্ধু, অদ্রি, মহারণ্য,
বহিল সঘনে স্বর্গীয় বাতাস,
বাজিল বাঁসরী, উন্মীলিয়া নেত্র,
কহিলা ভারত ছাড়িয়া নিশ্বাস

"এস পুত্র! এস, দেখি চন্দ্রানন,
চিরজীবী হও, লভ দিব্য গতি,
মর্ত্ত্যের সমস্ত কুশল ত এবে?
কুশলে সকলে আছ ত সম্প্রতি?

কত পুত্র বাছা ধরেছিনু কক্ষে
ইন্দ্রতুল্য রূপ গুণের ব্যাখ্যান
যাহাদের হ'তে আমি ভাগ্যবতী
হেন পুণ্য পুরে লভিয়াছি স্থান।

কীর্ত্তিমান তারা যশের প্রতাপে
জিনি সসাগরা পৃথ্বী অবহেলে,
লভিয়া অনন্ত দুর্লভ সদ্গতি
এই পুণ্য পুরে আসিয়াছে চলে।

যা হবার নয় তাদেহৈতে তাহা
হয়েছে, লভেছি অনেক সম্মান,
সৌভাগ্য, সম্পদ, জ্ঞান, যশঃকীর্ত্তি
যাহা যাহা বিশ্বে সুখের নিদান,

সমস্ত পর্য্যাপ্ত করিয়াছি লাভ !
কিছুতেই আর নাহিক বাসনা,
ভোগসুখতৃষ্ণা যন্ত্রনানিদান,
যত লাভ কর আশা মিটিবে না।

বাসনা বিষম বিপত্তির মূল,
ভোগসুখে শুদ্ধ দুরাশা উপজে,
এই শান্তিপুরে লভিয়া সদ্গতি,
যে কেবলমাত্র ভোগসুখে মজে ;

চরম উদ্দেশ্য ভুলিয়া সেজন,
সুখ উপাসনা করে নিরন্তর,
সীমা রাজ্যে বন্দী রহিল সে জন,
পেলে না অনন্ত পুরী পরাৎপর।

নিবৃত্তি লভিতে এথা আইসে সবে,
লভিয়া নিবৃত্তি অনন্ত আরাধে,
যুগ যুগান্তরে পূরে মনোরথ
পরাৎপর পুরে প্রবেশে অবাধে ;

তুচ্ছ মণি রত্ন সম্পদ গৌরব,
দুঃখীরে দিয়াছি এই সে কারণে,
ভিক্ষুক দরিদ্রে বিলাইয়া সব
সন্ন্যাসিনী বাছা হয়েছি এক্ষণে,

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দরিদ্র যে জন,
দানের প্রকৃত পাত্র সেই হয়,
যে জন দ্বারেতে লালায়িত ছিল
অর্পিয়াছি তারে আত্ম সমুদয়।

ক্ষুদ্র প্রাণী কভু রাখিতে নারিবে,
আমার অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
কত দুঃখী ভিক্ষু হবে তাহে রাজা !
তথাপি অক্ষয় থাকিবে বৈভব।

আমার আমার ক'বে দুই দিন,
যাহার সে লবে, না হবে অন্যথা !
না হইবে কারো পূর্ণ মনোরথ,
আশার পিপাসা রহিবে সর্ব্বথা।

বহু রত্ন আমি করেছি প্রসব,
বহু রত্ন হারায়েছি ভাগ্যদোষে,
বহু বীর ধীর ইন্দ্রতুল্য পুত্রে,
কালের কবলে সঁপেছি অক্লেশে।

বিশ্বের নিয়তি, উৎপত্তি বিনাশ,
পুনঃ পুনঃ হয় যায় কাল স্রোতে,
অনেক হয়েছে অনেক গিয়েছে,
বসিয়া সে সব দেখেছি চক্ষেতে।

মায়ার মোহিনী বুঝিছি বিশেষ,
নিয়তির লক্ষ্য করিয়াছি ভেদ !
পুড়িয়া পুড়িয়া হইয়াছি খাঁটি
কিছুতেই আর নাহি মোর খেদ।

মর্ত্ত্য সুখ দুঃখ মেঘের বিদ্যুত—
কিছুই কখন(ও) স্থায়ী নাহি রয়,
ছিনু রাজ্যেশ্বরী সন্ন্যাসিনী এবে,
পরে যে কি হব নাহিক নিশ্চয়।

যাও, বাছা ! দেখে এস পুণ্য পুরী,
আক্ষেপ কর না আমার কারণে।
পরাৎপর পুরে পাই যদি শ্রয়,
যুড়াইব তবে এ তপ্ত পরাণে !"

এতেক কহিয়া নীরব ভারত,
পূর্ব্ববৎ ধ্যানে মুদিলা নয়ন,
পূর্ব্ববং মগ্ন গভীর চিন্তায়
মুক্তির উদ্দেশে অর্পিলা জীবন।

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

অতি মনোহর দ্বিতীয় চত্বর,
স্থবর্ণ প্রাচীরে সুন্দর বেষ্টিত,
স্বচ্ছ সুখময়ী সুবর্ণ সলিলা
তটিনী চৌদিগে চির প্রবাহিত।

সুবর্ণ সোপানে বৰ্দ্ধিত দু'কূল,
তীরে তরুরাজী শ্যাম শোভাময়,
পত্র পুষ্পফলে নম্র শ্যামশাখে
বসন্ত বিমুগ্ধ পীক কুহরয়।

বসন্ত-মারুত-বিধূতা তটিনী,
পূর্ণ যৌবনের তরঙ্গ হৃদয়ে
টলমল শোভা উছলিত অঙ্গে
ধীরে ধীরে কিবা যেতেছে বহিয়ে।

শ্বেত, নীল, পীত, হরিত, কপিস,
নানাবর্ণ হংস হংসী কুতূহলে
সুবর্ণ তরঙ্গে করিতেছে ক্রীড়া,
নানাবর্ণ পুষ্প ভাসে স্বর্ণজলে।

দেব বিদ্যাধরী গন্ধৰ্ব্ব অপ্সরী,
সুবর্ণ প্রবাহে সন্তরে সুন্দর,
রতন সোপানে অসংখ্যনাগরী
করিতেছে স্নান অতি মনোহর।

অতি মনোহর রত্নতরী (পূর্ণ
দেববিদ্যাধরী অপ্সরারদলে)
ভাসিছে—অসংখ্য অপূর্ব্ব দর্শন !
প্রবাহ হৃদয়ে সঙ্গীত উছলে।

স্বর্গীয় মুরজ বংশী সুধারবে
পূর্ণ দশদিশি পূর্ণ প্রাণ মন,
স্বর্গীয় সুখদ সমীরে মিশায়ে
স্নায়ুস্নিগ্ধিধ্বনি স্পর্শিছে চেতন।

দুধারে শোভিছে দেব নিকেতন,
(রতনে নির্ম্মিত প্রাসাদ সুন্দর)
উড়িছে রতন খচিত পতাকা
পত পত শব্দে রত্ন চুড়া'পর।

অবারিত পুরী নাই বিঘ্ন বাধা,
যথাতথা ভ্রম বাসনা যেমতি,
অসংখ্য রতন অট্টালিকা—তায়
বিহরে অসংখ্য সাধু পুণ্যবতী।

বিহরে অসংখ্য দেব বিদ্যাধরী,
আনন্দ উল্লাসে হইয়া বিহ্বল
সংগীত সুবাদ্য নৃত্য একতানে
পূর্ণ—দেবগৃহে সুধা উথলয়।

জন্ম জরা মৃত্যু রোগ শোক তাপ
দারিদ্র্য দাসত্ব জানেনা কেমন,
জানে না কেমন আত্মপর চিন্তা,
স্বার্থ অর্থ লোভ পাশব বেদন।

সকলে সম্ভ্রান্ত, স্বাধীন—সদ্‌জ্ঞানী—
প্রতিভা প্রতপ্ত কান্তি কামজয়ী,
সকলের প্রেমে সকলে আবদ্ধ
সকলে সম্পূর্ণ—তেজস্বী—বিনয়ী,

সৌম্য শান্তমূর্ত্তি বীর ধীরচূড়া,
আত্মা—হৃদি পুষ্প পূর্ণ বিকসিত,
একভাগে উগ্র জ্বলন্ত পাবক,
অন্য ভাগে স্নেহ সুধা উদ্গীরিত।

ভক্তি প্রেম স্নেহে বালিকা প্রকৃতি,
ক্রোধ অভিমানে আগ্নেয় পর্ব্বত,
একাধারে উগ্র শান্তি দুই রস
প্রাপ্ত পরিপাক অমিয় আস্পদ।

নর জ্ঞানাতীত অমর প্রকৃতি,
ঐশ্বর্য্য সম্পদ প্রেম পুলকাদি,
আহার বিহার ব্যবহার আর
ধর্ম্ম কর্ম্ম কাণ্ড ক্রীড়া বেদবিধি,—

সমস্ত স্বতন্ত্র, অদ্ভুত আখ্যান,
জ্ঞানমাত্র জ্ঞাত আছে সে সকল,
জ্ঞান রসাঞ্জনে নেত্র স্বচ্ছ যার
সেই সে দেখিতে পায় অবিকল।

অদূরেতে স্বত্ব রজস্তম পুরী,
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে শোভায় অতুল!
কোটি জলধনু একত্রে উদিত!
কোটি কোটি বিধু কৌমুদীরকুল,

পুরীর ললাটে উজলিছে কিবা!
উজলে অসংখ্য বিজয় কেতন
রতনে খচিত নীলাম্বরপটে!
যেন নীলমেঘে বিদ্যুৎ লিখন।

রতনে খচিত অতুল সে পুরী,
স্বত্বরজস্তম ত্রিগুণে নির্ম্মিত,
তিনভাগে সম বিভক্ত সুন্দর,
সৃষ্টি স্থিতি লয় তাহে সম্পাদিত।

সম্মুখে ত্রিদিব দেবেন্দ্রের দেশ,
সপ্তস্বর্গ নামে খ্যাত নিরবধি,
প্রত্যেক প্রদেশ অপূর্ব্ব সুন্দর,
ঐশ্বর্য্য সুখের নাহিক অবধি।

সংখ্যাতীত জীব জন্তু সৌধরাজি,
বিমান পদাতি বাজী বজ্র গড়,
সংখ্যাতীত বলবীর্য্যবন্ত বীর
সম্পদ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণিত নগর।

পূর্ণসুধাস্রোতে বহিছে বিরজা,
দেবের সন্তার লইয়া বক্ষেতে,
রত্নের সোপানে বর্দ্ধিত দু'কূল
অতুল সে শোভা বিশ্বের মধ্যেতে।

অদূরে বিচিত্র নন্দনকানন
কল্পনার সুখশান্তি ক্ষেত্রমাঝে,
অমৃত পরিখা বেষ্টিত সুন্দর,
স্বর বৃক্ষবল্লী তাহাতে বিরাজে।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব শোভাময়,
পারিজাত দাম হয় বিকসিত,
চিরসুখময় বসন্ত বিলাসে
স্বর্গীয় মধুপ মত্তগুঞ্জরিত।

নানাজাতি স্বর্গ বিহঙ্গেরকুল,
কাব্য জ্ঞান গীতি গায় সুধামাখা।
অশুষ্ক অচ্যুত অমৃতের ফলে,
নম্র চিরকাল কল্পবৃক্ষশাখা।

সংখ্যাতীত কল্পবৃক্ষ সারি সারি
যখন যা চাই তাই বিতরয়,
সংখ্যাতীত সুধাহ্রদ সুবিমল,
ঢল ঢল ঢলে নিত্য উথলয়।

সংখ্যাতীত শ্যাম সলিলা সরসী,
কনক কমলে শোভিছে নিয়ত,
নবনীলভর জলধরপটে
কৌমুদীর দাম সুন্দর সংহত !

নানাবর্ণ ভৃঙ্গ মত্ত মধুপানে
গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জরে মধুর,
নানাজাতি হংস হংসী ক্রীড়াকরে
নানাজাতি পীক পাপিয়া ময়ূর

নিয়ত নন্দনে, প্রমত্ত পরানে,
বিহরে বিনোদী প্রিয়াভাব ভরে,
দেববিদ্যাধরী গন্ধর্ব্ব অপ্সরী
অসংখ্য সংখ্যায় যদৃচ্ছা বিহরে !

মন্দারের দামকণ্ঠে দুলে কারো,
কেহ পীয়ে সুধা সুরবধূসনে।
কেহ গাঁথি ফুল পরায় প্রিয়ারে
কেহ মগ্ন প্রাণ সংগীতের তানে।

কেহ জ্ঞান ধ্যান বিমল আনন্দে
গম্ভীর বিমুগ্ধ তন্ময় জীবন,
অনন্ত ভাবেতে বিভোর কেহবা
কেহবা গম্ভীর বিস্ময়ে মগন।

ক্ষত্রধর্ম্ম অতি শুনিতে ভীষণ,
পালন তা হ'তে সহস্র ভীষণ
হেন ধর্ম্ম বর্ত্মে উড়াইয়া ধ্বজা
পুরুষার্থ লাভ করেছে যেজন,

সেই মহামতি নিবসেন এথা
মহাপুণ্যফলে ভুঞ্জে মহৈশ্বর্য্য,
ন্যায় ধর্ম্ম যুদ্ধে যথার্থ কারণে
প্রকৃতি উদ্ধারে বিতরিয়া বীর্য্য

যেই মান্যবর হন সিদ্ধিকাম
তিনিই সদ্গতি পান এই লোকে,
এই লোক সর্ব্বসুখেতে পূর্ণিত,
যার যে বাসনা ভুঞ্জিতেছে সুখে।

মাতর্জন্মভূমি কেমন গরিষ্ঠ,
কেমন মহান সুখের আলয়,
কেমন গৌরব পূর্ণ পুণ্যভূমি
সহস্র সরগ তুল্য তার নয়!

জন্মিয়া যেজন হেন জন্মভূমে,
চিনিল না, তার জীবন বিফল,
চিনিয়া যেজন রাখিল না ধর্ম্ম
ধিক্ সেইজনে! সেজন কেবল

নরক কিনিতে জন্মি কর্ম্মক্ষেত্রে,
নরক কিনিয়া অপসৃত হয়,
অনন্ত জীবন নরক শঙ্কটে
অপার যন্ত্রণা ভোগে সে নিশ্চয়।

যে উদ্দেশ্যে জীব জন্মে কর্ম্মক্ষেত্রে,
জন্মিয়া সেসব হয় বিস্মরণ,
স্বার্থের কুহকে উদ্দেশ্য ভুলিয়া,
ভাসে জীব, স্রোতে তৃণের মতন!

জন্ম মাতৃভূমে কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, মিলিবার
বীজ সংরোপীত আছে সঙ্গোপনে,
সেইমাত্র লাভ উদ্দেশ্য সবার।

অগ্রে স্বদেশের পরে পৃথিবীর,
প্রাণপণে যেবা করে উপকার,
সেই ধন্য! সেই যথার্থ পুণ্যাত্মা!
এই পুণ্যপুরে নিবসে সেজন,

জাতীয় গৌরব স্বাধীনতা নাশি,
  যে করে অন্যায় প্রভুত্ব বিস্তার
পররক্তে পরিপুষ্ট যার কান্তি
  যে হরে পরস্ব পর অধিকার।

তার সম পাপী নাহিক ব্রহ্মাণ্ডে
  অনন্ত নরকে নিবসে সেজন,
তার ঘোর শাস্তি যাতনা কঠোর
  অবশ্য হইবে না হবে খণ্ডন।

ইতি চতুর্থ সর্গ।

অসম্পূর্ণ।

উন্মাদিনী।*

আমি উন্মাদিনী   প্রখরা রমণী
গৃহিণী নইরে   নইও যোগিনী
নই বর্ষীয়সী,   অশীতি বয়সী,
নইও সরলা,   বালিকা রূপসী,
কুমারী, কিশোরী,   প্রৌঢ়া, প্রবীণা,
গুরু নিতম্বিনী   নধর যৌবনা।
নই অরসিকা,   নই রসবতী
নই কলঙ্কিনী,   নইও ত সতী;

মহাশক্তি।

পতি নাই কভু, বিধবাও নই—
অনূঢ়া তথাপি বিবাহিতা হই।
বটি কুলবতী, থাকিনা ত কুলে,
হাসি নাচি গাই কাঁদি মন খুলে,
পরিনা বসন চির উলঙ্গিনী,
চলি, পদভরে অধীরা মেদিনী!
ফেলি গুরু শ্বাস উঠে ভীম ঝড়
তরতর করি উথলে সাগর!
ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি ঘন ঘন!
খসে মেঘ মালা টলে ত্রিভুবন!
তীব্র কটাক্ষেতে নিখিল নেহারি—
নব জলধরে চপলা সঞ্চারি!
খল্ খল্ হাসি ক্ষরে অগ্নি রাশি!
চন্দ্র সূর্য্য আলো পলকে বিনাশি!
গ্রহ তারা জ্যোতিঃ চকিতে নিবায়!
বজ্র তেজোরাশি মিলাইয়া যায়!
শোষে জল নিধি জলধরাকাশে—
যায় দ্রব হয়ে, টল টল ভাসে।
অনল প্রবাহে অনল উচ্ছ্বাসে—
কত সৌর সৃষ্টি— হয়ে যায় নাশ।
দহে সুর নর অসুর আবাস!
দহে অভ্রশির অনন্ত বিশাল!
দহে বিভাবসু ইন্দ্র দিকপাল!
দহে বিশ্ব সৃষ্টি তৃণ আদি করি!

অনলের মাঝে একাকী বিহরি!
কত কোটি শত যুগ হয় গত,
পুনঃ হৃদয়েতে আপনা আপনি
প্রেমের প্রবাহ ছুটিলে অমনি
ভাবে পূর্ণ হলে হৃদয় আধার
গাই, কল কণ্ঠে বর্ষি সুধা ধার!
নিবায় অনল অনল প্রবাহ!
মৃদু মন্দ মন্দ বহে গন্ধ বহ!
জ্যোতেঃ চন্দ্র-সূর্য্য ভাতে গ্রহ-তারা,
হয় সৃষ্টি স্থিতি যেখানে যে ধারা;
সাগর-ভূধর প্রান্তর আকাশ,
দেবতা-দানব— মানব-আবাস,—
—ছিল যেই মত হয় তাই সব,
ছিল না বলিয়া না হয় অনুভব!
দগ্ধ জীবকুল হয় সজীবিত,
দগ্ধ তরুলতা হয় পল্লবিত,
(অমধু কুসুমে হয় মধুরাশি!)
সুরভি সৌরভে মাতে দশ দিশি।
শাখে শাখে ফুটে নানাজাতি ফুল,
ঝাঁকে ঝাঁকে যুটে তাহে অলিকুল!
পিয়ে মকরন্দ হয়ে মাতওয়ারা,
গুন্ গুন্ রবে গায় মধুপেরা!
আনন্দ জগতে উথলে আনন্দ,
জীবকুল হয় মোহ-রাত্রি-অন্ধ!

মায়া মেঘে ক্ষরে সলিলের ধার,
আশার কুহকে ভুলে ত্রিসংসার !
জীবনের বোঝা ভার না ভাবিয়া,
কামনা করিয়া শিরেতে বহিয়া,
ভুলে এ সংসারে কঠোর যাতনা,
ভুলে রে—ভাবিতে নরক-বেদনা !
"আমার—আমার আমার সকলি
"তুমিরে-আমার প্রাণের পুতলি !
"তুমিরে-আমার পিপাসার নীর,
"তুমিরে-আমার অকুলের তীর,
"স্নেহের প্রবাহ প্রেমের পাথার,
"সরল-সুশীল গুণের আধার,
"তব মুখ দেখে দুখেও সুখী,
"এস-এস-এস তোমারে দেখি !
"দেখিবার ধন, তোমা না দেখিলে,
"শুনিবার কথা, তোমা না শুনিলে,
"হেরি মরুময় এহেন নিখিলে !
"তুমিই আমার শ্রবণ, নয়ন,
"তুমিই আমার মরণজীবন !
"তুমিই আমার দেহের নিশ্বাস,
"তুমিই আমার মলয় বাতাস,
"তুমি গঙ্গাজল তুমি বিল্বদল ;
"তুমি দেব দেবী তুমিই সকল !"
এইরূপ রবে নিখিল ভাসিল !

এইরূপ রবে অখিল হাসিল!
এইরূপ রবে সংসার কাঁদিল!
আমি উন্মাদিনী কাঁদিনু, অমনি
এক বিন্দু অশ্রু ক্ষরিল, তখনি
হল রক্ত সিন্ধু অনন্ত ভীষণ!
রক্ত ফেণ শিরে তরঙ্গ গর্জ্জন!
ভাসে রক্ত স্রোতে পচা-মরা কত
অসংখ্য অসহ্য, দুর্গন্ধ অদ্ভুত!
কৃমি রাশি তায় কিলি কিলি ফিরে,
গলা মাংসে কীট থক্ থক্ করে!
সন্ধিতে—শ্রবণে নাসিকা—নয়নে
—উদরে—হৃদয়ে যেখানে সেখানে
অস্থি-মাংস-পেশি পড়িয়াছে খসি;
বিকট বদনে বিকট দশনে
তরঙ্গের তালে নরাসুর গণে
নেচে নেচে ভাসে শোণিত তুফানে!
প্রলয় হিল্লোলে বিকট কল্লোলে
নাচে বসুন্ধরা, (চরাচর টলে!)
এই পরিণাম যেই দেখিলাম
উন্মত্ত জীবনে নেচে উঠিলাম!
কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড আকাশ-পাতাল!
কাঁপে গ্রহ তারা দশ দিক্ পাল!
কাঁপে অষ্ট বসু যম-হুতাশন
কাঁপে চন্দ্র-সূর্য্য বরুণ-পবন

কাঁপে আখণ্ডল, দেবতা নিকর !
কাঁপিল অনন্ত টলে চরাচর !
কাঁপে বৈজয়ন্ত ভেদি অভ্র মাগ !
ভেদি বায়ুস্তর কাঁপে সপ্ত স্বর্গ !
কাঁপিল কৈলাস ব্যোমকেশাসন !
খসিল সুমেরু শেখর ভীষণ !
হ'ল হুহুঙ্কার করাল গর্জ্জন !
(ত্রৈলোক্যের জীব হ'লে অচেতন !)

কিবা অন্তরীক্ষ নীলাম্বরে ঢাকা !
নক্ষত্র রশ্মিতে একেবারে মাখা !
গাঢ় নীল নিভ নব জলধর
সহসা ভাসিল, ছাঁইল অম্বর !
হ'ল কৃষ্ণ পক্ষ অমাবস্যা নিশি !
নিবিড় তিমিরে ঢাকা দশ দিশি !
আবাস-প্রান্তর সাগর-কানন
কোথায় কি তাহা দেখেনা নয়ন !
হেন অন্ধকার কেহ দেখে নাই !
হেন ভয়ানক কেহ শুনে নাই !
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া হয়েছে শ্মশান !
পদ বাড়াইবে নাহি হেন স্থান।
ধূ—ধূ শব্দে জ্বলে চিতা অগ্নি রাশি !
পোড়ে নর দেহ তাহে রাশি রাশি !
উঠে চিতাধূম দুর্গন্ধ বিকট

পোড়ে অস্থি মাংস শব্দ চট্ পট্!
চিতা মাংস লোভে কুক্কুর শৃগাল—
শ্মশান ভূমিতে ফিরে পালে পাল!
করি উচ্চ কণ্ঠ কলহ করিছে,
বিকট চীৎকারে মেদিনী ডরিছে!
চিতা হ'তে শব উঠিয়া পলায়,
হাসে খিল্ খিল্ অনিমেষে চায়!
পিশাচী—প্রেতিনী—রাক্ষসী—ডাকিনী—
ভূত—দৈত্য-দানা, কবন্ধ-শাঁখিনী—
—ফিরে কত শত চিতা পাশে পাশে
দগ্ধ নর মাংস খাইবার আশে!
কেহ চিতা হ'তে আধ দগ্ধ কায়
তুলিয়া উল্লাসে চিবাইয়া খায়!
দশনে নিষ্পেষে, অস্থি কড়মড়ে
বিকট চিক্কারি ঘন ঘন ছাড়ে!

"সে ভাব নেহারি থাকিতে কি পারি?"
বাড়িল ঔন্মত্ত উঠিনু শিহরি!
ছাড়ি হুহুঙ্কার— নাচিব আবার—
রাখিব না সৃষ্টি চিহ্ন মাত্র আর!
খুলেদে চিকুর খোল অসিধার!
খোল্ খড়্গ চণ্ড খোল্ তলওয়ার!
দে দে দগ্ধ মাংস ঢাল্ সুধা ঢাল্!
ঢাল ঢাল-ঢাল— ঢাল পুনঃ ঢাল!

কাট্ কাট্-কাট্ ধর্ পুনঃ-ধর্
ওই পলাইছে ধর্-ধর্-ধর্ !
ছিঁড়ি হৃৎপিণ্ড অসুরের মুণ্ড
দে-দে মুণ্ডমালা মেখলা কটিতে !
দে-দে-দে—রুধির খর্পরে ঝটিতে !
দে-দে-দে সুধা দে ঢালিয়া বদনে !
দে দে মহামাংস ফেলায়ে রদনে !
নাচ্-নাচ্-নাচ্ মাভৈঃ ! মাভৈঃ !
বাজা-বাজা-বাজা রণ জই জই !
পিওরে রুধির ঢক্-ঢক্-ঢক্ !
রঙ্গুক রসনা— টক্ টক্ টক্ !
ধারা বয়ে পড়ে ভাসুক ধরণী,
ভাসুক নিখিল কোটি দিনমণি !
ফেল্‌রে—গগন শিখর উপরি !
ফেল্‌রে—অনন্ত সময়ে সংহারি !
ফেল পরমাত্মা বীজ বায়ু নাশি !
নাশ জল সীমা নাশ অগ্নিরাশি !

হ'ল মহামার সৃষ্টি যায় যায় !
প্রলয় তরঙ্গে গেল কে কোথায় !
প্রতি হুহুঙ্কারে খসে সৃষ্টি অংশ !
প্রতি পদ-দাপে প্রতি বিশ্ব ধ্বংস !
সহসা নিকটে, "এ ঘোর সঙ্কটে
রাখ (বিশ্ববিন্দু !)" বলি কর পুটে ;

বিশ্ব মনোহর— রজত সুন্দর
—পুরুষ প্রধান নবীন কিশোর
দাঁড়াইল আসি ; ভালে আধ শশী,
কণ্ঠে নীল আভা, মুখে মৃদু হাঁসি,
কিবা ঢুলু ঢুলু নয়ন মাধুরী !
মাখা সরলতা জানে না চাতুরী,
মাখা আনন্দেতে প্রেমেতে বিহ্বল !
উলঙ্গ শ্রীঅঙ্গ গভীর অটল !
বিশ্ব মনোহর • শান্তির আধার
হেরিয়া সম্মুখে নাশিতে সংসার
ভুলিনু, অমনি গাইনু তখনি,
* "যোগীহে ! তোমায় যেন চিনি চিনি।
যেনবা কোথায় দেখেছি তোমারে,
দেখ দেখি বঁধু ! চিন কি আমারে ?
চিনি চিনি বলে হাসিলে হবেনা
চিন দেখি তুমি কই ?
আমি উন্মাদিনী হই !
আমার হৃদয় আছে কিন্তু অনুভব নাই,
নয়ন আছে দেখি, দেখিনা সদাই !
শুনিনা শ্রবণে বধির ত নই
আছে নাসারন্ধ্র, ঘ্রাণ পাই কই ?
(শরীর আছে, নাই প্রহার বেদনা !)

* মহাকাল

নাই সুখ-দুঃখ ভাবনা কামনা—
অভাব—সম্ভাব লজ্জা—ভয়—ক্লেশ !—
রীতি—নীতি—রতি প্রতিভার লেশ
কিছু নাই, কিছু ' (বুঝিতে পারিনা !)
বুঝালেও বুঝি কই ?
আমি উনমাদিনী হই !
আমি—হাসি বটে, কিন্তু আহ্লাদেতে নয়,
কাঁদি বটে, কান্না দুঃখেতে না হয় !
নাচি বটে, কিন্তু কেন যে নাচিনু
অভিমান করি কেন যে করিনু
সে সব কিছুই জানি না।
গাই নিজ মনে মৃদু কণ্ঠ করি
কি যে গাই তাহা বুঝিতে না পারি,
বুঝি না-তথাপি নিখিল পাসরি—
সঙ্গীত সাগরে ঢালিলে হৃদয়
তরঙ্গ ভঙ্গ মানিনা !
ক্ষরে শূন্য হ'তে গড় গড়সুধা !
মিটিল হৃদয়ে (বিশ্ব নাশ ক্ষুধা !)
ফেলাইনু অসি করাল খর্পর,
গল মুণ্ড মালা খসিল সত্বর,
নর মস্তিষ্কে— মেখলা কটির—
খসিল আপনি শুকাল রুধির !
গেল অগ্নি কুণ্ড ভয়াল শ্মশান,
শান্তি সুধাসনে বিশ্ব অধিষ্ঠান !

বাজিল বাঁশরী, ঝঙ্কারিল বীণা,—
নাচিল নর্ত্তকী সুর বরাঙ্গনা।
ফুটিল নন্দনে পারিজাত রাশি!
ছুটিল সৌরভ মোহি দশ দিশি,
উথলে অমিয় সুর-সুধা-হ্রদে,
উথলে আনন্দ অখিলের হৃদে!
আমি উন্মাদিনী আপনা আপনি
"যোগীহে! তোমায় যেন চিনি চিনি
যেন বা কোথায় দেখিছি তোমারে
দেখ দেখি বঁধু— চিন কি আমারে?"
এই প্রেম গান অনন্ত তানেতে,
অনন্ত হৃদয়ে অনন্ত প্রাণেতে,
গাইব অনন্ত কোটি কোটি যুগ,
অনন্ত অখিলে সঞ্চারিয়া সুখ!
আকাশে, সাগরে, প্রান্তরে, গহ্বরে,
নক্ষত্রে, চন্দ্রেতে, রবি মণ্ডলেতে,
শ্মশানে, মশানে, সৌধে, কুঞ্জ বনে,
কন্দরে, পুলিনে, নিবিড় গহনে
করাল কেশরী, শার্দ্দূল শ্রবণে,
গাইব—করিয়া সুখ কল ধ্বনি
—"যোগীহে! তোমায় যেন চিনি চিনি!
যেন বা কোথায় দেখিছি তোমারে,
দেখ দেখি বঁধু! চিন কি আমারে?
চিনি চিনি বলি হাঁসিলে হবে না?

চিন দেখি তুমি কই ?
আমি উন্মাদিনী হই।

নীলাম্বরে কাল মেঘ।

(কবিহৃদয়)

কিবা কাল মেঘ উঠিছে আ মরি!
গগনের মূল অন্ধকার করি ;
গাঢ় নীল-রুচি কাদম্বিনী কোলে,—
ঘন ঘন ঐ দামিনী ঝিজলে ;
গম্ভীর গরজে নব জল-ধর,
শিহরিল অঙ্গ মাতিল অন্তর!
আবার ঐ হের হাঁসি ভয়ঙ্করী,
বড় মনোহর করাল মাধুরী ;
করাল মাধুরী বড় ভালবাসি
বড় ভালবাসি দামিনীর হাসি!
ভুলিল হৃদয়, ভুলিল জীবন,
ভুলিনু আপনা, ভুলিল নয়ন,
কি জানি কি হ'ল হৃদয় ভিতরে!
অহ্লাদে অচল বলিব কি ক'রে ?
কে বুঝিবে বল এ মনের ব্যথা ?
কাহাকে বলিব এ নিগূঢ় কথা ?
কে বুঝিবে বল কি হ'ল আমার ?
আমি যে কি এবে বলে সাধ্য কার ?
আমার হৃদয়ে যে সুখ এখন,

সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিনি কখন,—
জানিনা সে সুখ কিরূপ প্রকার ;
'এ সুখের' কাছে তুচ্ছ তা আমার !
জানি না, ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, সম্মানে,
প্রভুত্বে, রাজত্বে, বিলাসে, শাসনে,
আছে কোন্ সুখ ? থাকিলেও তা'তে
নাহি প্রয়োজন, না চাহি দেখিতে।
কোটি কোটি জন্ম এমনই রব,
এই দরিদ্রতা এমনই সব ;
বঙ্গের মাঝারে প্রতি ঘরে ঘরে,—
দ্বারে দ্বারে ফিরে মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে,
ড়াইব—তবু চাহিব না রাজ্য,—
ব না সুখ, সম্পদ—ঐশ্বর্য্য।
বথা তথা রব, যথা তথা যাব,
যুটিলে দিনান্তে খাব বা না খাব,
পশিব বিজন অরণ্য প্রদেশে।*
গভীর নিস্তব্ধে র'ব তথা ব'সে।
বহু ক্রোশ ব্যাপী কাননাভ্যন্তরে,
ঘন পল্লবিত তরু কুঞ্জাগারে,
নব কিশলিতা কুসুমিতা লতা,
মাধবী মারুতে মৃদু আন্দোলিতা !
বিকসিত ফুলে মাতি মকরন্দে,
ভূষিত পরাগে বাসিত সুগন্ধে,

* বিদ্যারণ্য।

অলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি বসি যথা,
মধুর ঝঙ্কার ছাড়ে, আহা! তথা
কিসের অভাব? সকলি সচ্ছল,
পিব পুষ্প-মধু, খাব বনফল।
ফুল গন্ধ মাখা সুগন্ধি-সমীরে,
ফুল দল, ফুল রেণু ধীরে ধীরে
খসিবে—উড়িবে—পড়িবে—এ গায়;
মর্ম্মরিবে সুখ বৃক্ষের পাতায়!
কুহুরিবে পিক, লুকা'য়ে পল্লবে,
কুহু-কল-কণ্ঠে প্রাণ ভুলে যাবে!
বন-বিহঙ্গের সুধা মাখা গানে,
মধুন্মত্তদের গুন্ গুন্ তানে,
ভুলিবে হৃদয়, হৃদি তন্ত্রিচয়
পাইবে সে তানে, 'অপহৃত' লয়!
আবার ওদিকে গিরি নির্ঝরিণী*
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ-নীরে মন্থর গামিনী,
সহৃদয়া,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গেতে,
ফেন পুষ্পে শোভি হাসিতে হাসিতে,
কোথা যায়? আমি সুধাব উহারে,
বসি ঐ তটে, ঐ শিলাপরে,
ঐ সলিলেতে ধুইব বদন!
পুলকে করিব সুধাবগাহন,

* জ্ঞানশৈল নিঃসৃত বিবজ্জনীন প্রীতি তরঙ্গিনী।

পশি ঐ জলে কত হেলে দুলে,
ঐ শ্বেত কান্তি ফেনের মিশালে,
সন্তরিয়া যাব তরঙ্গে মিশিব,
প্রত্যেক তরঙ্গে বদনে চুম্বিব!
হৃদয়ে ধরিব গাঢ় প্রেম ভয়ে,
মাখিব ও ফেন সমস্ত শরীরে,
সলিলে মিশিব সলিলে ভাসিব,
কত দিন ভাসি আধার ভাসিব!
নির্ঝরিণী স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
যত যাই তত দেখি নয়নেতে
প্রশস্ত সে ধারা—আরও সুপ্রশস্ত,
যত যাই তত ক্রমেই প্রশস্ত!
ক্রমে ক্রমে হ'ল অনন্ত বিস্তার,
ঊর্দ্ধে শূন্য রাজ্য নিম্নেতে পাথার!
স্বর্গ সুখ-ভরে প্রেমের সাগরে,
ঢেলে দিনু দেহ, ঢেলে দিনু মন,
ঢেলে দিনু আশা, চেতনা জীবন!
ধ'র না!—ডুবিব অনন্ত সাগরে,
অনন্ত অতল—তল কত দূরে?
কোটি হস্ত ডুবি, তবু অন্তহীন,
ডুবি, পুনঃ ডুবি, ডুবি কত দিন!
যত ডুবি তত সুখ-লিপ্সা বাড়ে
নিম্নেতে অতল, অসীম উপরে
এত ডুবিয়াছি! উঠিব না আর।

এই সুখ-শয্যা সুখের আগার!
স্বচ্ছ সুবিমল দৃষ্টি অবিকার,
শব্দমাত্র নাই সব একাকার!
নাহিক উত্তাল তরঙ্গ গর্জ্জন
স্থির বায়ু-রাশি স্থির এ জীবন;
অভেদ্য গম্ভীর সুখের আগারে
সুগন্ধ বাসিত সমীর সঞ্চরে;
শরতের চন্দ্র, বসন্তের ফুল,
প্রেয়সীর হাসি, ভুবনে অতুল!
যে কোন সামগ্রী সুদৃশ্য—সুখের,
যে কোন ঘটনা বিস্ময়—ভয়ের,
যে কিছু দেখিলে নেচে উঠে মন,
যে কিছু শুনিলে মাতয়ে জীবন,
আছে তাহা সব—কিন্তু দেখ চে'য়ে!
ঐ কে আসিছে ঐ দেখ ধেয়ে!
প্রচণ্ড আকার বিকট গঠন,
তাম্র-বর্ণ চক্ষু ভীষণ দর্শন!
পদাগ্র চুম্বিছে দীর্ঘ তাম্র জটা!
ভয়াল বদনে তাম্র শ্মশ্রু ঘটা!
শ্মশ্রু জটাবৃত ভয়বিজড়িত
অগ্নি গোলাজিনি চক্ষু গোলাকৃত!
দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত অতি ভয়ঙ্কর!
নাসিকার রন্ধ্র ভয়াল প্রসর!
বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ—বিকট বদনে

করে রক্তপান অবিতৃপ্ত মনে!
প্রতি লোম-কূপে নরকাগ্নি-শিখা
নীলাভ—প্রদাহ হলাহল মাখা!
বিকট দুর্গন্ধ উঠিছে সর্ব্বাঙ্গে;
থান্ থান্ মাংস খাইতেছে রঙ্গে!
কড়মড় শব্দে অস্থি চিবাইছে;
করে চণ্ড শূল দৌড়িয়া আসিছে;
গাত্র-বায়ু-ভরে বৃক্ষ শূন্যে উড়ে;
শ্বাসাগ্নি প্রদাহে চরাচর পুড়ে!
করে টলমল সিন্ধু ধরাতল—
খসে গিরি শৃঙ্গ হ'ল রসাতল!
ঝাঁকে শূল-ধার, ছাড়ে হুহুঙ্কার,
মুখে মাত্র শব্দ মার্-মার্-মার্!
কোথা পলাইব গেলরে জীবন!
নাশিতে আসিছে দুরন্ত 'শাসন'*
আপনি—সাজিয়া ঐ ঘোর রোষে!
কোথা পলাইব? যাব কোন্ দেশে?
সাজি ফাঁসি, শূলে, লৌহ নিগড়েতে,
খর্পরে, খড়্গেতে, রুধিরের স্রোতে,
যাহারে দেখিছে আপন সম্মুখে
কাটি তার মুণ্ড রক্ত পিয়ে সুখে!
কাঁচা মাংসগুলা উভ উভ গেলে,
অস্থি—কেশ—নখ কিছু নাহি ফেলে,

* রাজতন্ত্র।

কারে ফাঁসি দেয়, কারে গাঁথে শূলে,
নাড়ী ভুঁড়িগুলা বা'র ক'রে ফেলে;
কটিতে জড়ায়, পাগ বাঁধে মাথে!
কারে বা শৃঙ্খলে বাঁধে দৃঢ় মতে;
কারো গ্রীবা ভাঙ্গি কণ্ঠনালী ছিঁড়ে,
তীক্ষ্ণ নখ দিয়া মস্তিষ্ক উপাড়ে
দেখে প্রাণ কাঁপে কোথা বা আনন্দ!
কোথা সুধাগার কোথা বা সুগন্ধ?
স্বর্গীয় সমীর বহে নাক আর!
নিবায়েছে আলো, বিশ্ব অন্ধকার!
ছিন্ন যন্ত্র-তন্ত্র, তন্ত্রী ব্যাকুলিত—
ভুলে গেনু তান গাব কি সঙ্গীত?
পর্ব্বত নির্ঝর প্রবাহিত নীরে
রোধিল বিশাল অভেদ্য প্রস্তরে!
হৃদি-গিরি গর্ভে অবরুদ্ধ নীর,
রহিল সঞ্চিত, হ'ল না বাহির।
ক্রমে সেই জলে দৃঢ় শিলা হবে, †
ক্রমে দ্রব্যগুণে ধাতুতে মিশাবে,
ধাতুতে ধাতুতে ঘর্ষিয়া আপনি
হবে অগ্নি সৃষ্টি—গলিবে সে খনি!
অন্তর্দ্দাহকারী অনলের নদী

---

† ধারণা হইতে সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা হইতে দার্ঢ্য, দার্ঢ্য হইতে কার্য্যানুষ্ঠান, তাহা হইতে অগ্ন্যুৎপাত।

রবে না লুকান কভু নিরবধি,
অনল তরঙ্গ আপনি হুকারি,
ভূধর হৃদয় আপনি বিদারি,
আপনা আপনি প্রবাহিত হবে!
ও ভীষণ মূর্ত্তি কোথা ভেসে যাবে?
পলকের মধ্যে কোথা পুড়ে যাবে?
রেণু রেণু হয়ে কোথা উড়ে যাবে?
পাঠক!
দিন দিন রেণু রেণু পরিমাণে
রবি তাপে বাষ্প উঠিয়া গগণে—
হইয়া সংযত—ক্রমে ভয়ঙ্কর—
গম্ভীর নিনাদে কাঁপায় অম্বর;
উঠে কাল মেঘ ছুটে বিদ্যুতাগ্নি—
ফাটে ধরাধর—ভীষণ অশনি,
গর্জ্জি ঘোরতর, বিদারি অম্বর,
বিদারি পৃথিবী, বিদারি ভূধর,—
কাঁপায়ে বারিধি, কাঁপায়ে কানন,
পোড়াইয়া সৃষ্টি, করি ঘোর রণ
ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ঝলকে ঝলকে,
চম্ চম্ চম্ চপলা আলোকে!
স্বন্ স্বন্ স্বনে বায়ু গরজনে,
রসাতলে পৃথ্বী দিবে কোনো দিনে!
রেণু রেণু বাষ্প রেখ যেন হৃদে
মাতিবে মাতিবে কভু মেঘ মদে!

কভু উগারিবে কালান্ত অনল!
কভু বজ্রনাদে হবে রসাতল!

বঙ্গ-দম্পতির-পরিণাম।

একে অমাবস্যা ঘোর অন্ধকার,
গভীর রজনী নিস্তব্ধ সংসার,
তাহে মেঘাবৃত আকাশ মণ্ডল,
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ক্ষরে অবিরল!
ভয়ঙ্করী-নিশা! যে দিকে তাকাও
কেবলান্ধকার—নিস্তব্ধ, কোথাও
শব্দ মাত্র নাই; বিশ্ব নিদ্রাগত
জগতের প্রাণী নিদ্রা-অভিভূত!
বহে কি না বহে পবন প্রশ্বাস—
বহে কি না বহে জীবনের শ্বাস
কদাচ কোথাও আকাশের কোলে
কাদম্বিনী হৃদে দামিনী বিজলে!
কদাচ অস্পষ্ট মেঘ গরজন!
হতেছে সুদূরে শুনিতে ভীষণ!
এ সময়ে এ কি? অই অকস্মাৎ—
—"অধীনীরে ফে'লে কোথা যাবে নাথ?"
কে বলিল? এযে বামাকণ্ঠ স্বর,
আবার ঐ শুন ওকি ভয়ঙ্কর!
বিকট অথচ অস্ফুট কি শব্দ
শুনি মন প্রাণ শঙ্কায় নিস্তব্ধ!

উঠে না চরণ, সিহরিল গাত্র,
ভয়ে ভীত হয়ে মুদিলাম নেত্র!
স্বপ্নে কিসক্ত মনে ভাবিলাম চিতে,
স্বপ্ন নয়—শব্দ অনতি দূরেতে—
ওই দেখ—ক্ষীণ নির্জ্জীব প্রদীপ—
স্তিমিত শিখায় জ্বলে দ্বাপ দীপ!
ক্ষণে নিবু নিবু ক্ষণে সমুজ্জ্বল,—
আপনা আপনি হতেছে কেবল!
সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে রুগ্ন শয্যোপরে
নবীন যুবক শয়িত, বিকারে—
প্রচ্ছন্ন-উন্মত্ত-অচেতন ক্ষণে!
ক্ষণেকে চৈতন্য—মূর্চ্ছা ক্ষণে ক্ষণে!
প্রলাপে ভাবিছে, প্রলাপে হাসিছে!
রক্ত হীন চক্ষে বিকট চাহিছে!
দেখে গা শিহরে, দন্ত কড় মড়ে!'
অনিমিষ চক্ষে শূন্যে কি নেহারে?
সতত সঞ্চালে উপধানে মাথা,
প্রলাপে কি বকে? বলে কত কথা
—'দাও-ছেড়ে দাও, ধরনাক আর,
'যাই-ছেড়ে দাও! ওকে-ও আবার?
'অন্ধকার বর্ণ—চক্ষু রক্ত জবা—
'রক্ত ধারা মুখে—রক্ত লোল জিহ্বা!
'প্রকাণ্ড শরীর হাতেতে কুঠার!
'দাও-ছেড়ে দাও; মেলে এইবার!

'পথ যে দেখি না—যাই কোন দিকে ?
'যে দিকে তাকাই নিরুদ্ধ কণ্টকে !
'একি ? অগ্নিনদী !—যাই অন্যপথে।
'ছি·ছি ! গন্ধে মরি পড়িছি বিষ্ঠাতে !
'রাম ! রাম ! এযে বিষ্ঠার পাথার !
'ক্রিমি কিলি কিলি দিতেছে সাঁতার !
'মোটা মোটা পোকা বিজ্‌ বিজ্‌ করে !
'অসংখ্য পাতকী উঠে মাথা নেড়ে !—
—'গাত্রে মাংস নাই জীর্ণ অস্থি সার,
'নাকে মুখে ক্রিমি ঢুকে অনিবার !
'পরিত্রাহি ডাকে কে শুনে সে কথা ?
লৌহ গদাঘাতে চূর্ণ করে মাথা !
'যাব না ওদিকে, এই দিকে যাই ;
'যাই·ছেড়ে দাও ; ছেড়ে দাও যাই ;"
ঘোর বাতোদ্বেগে উঠে শয্যা হ'তে ।
অভাগিনী পত্নী ধরে দৃঢ়মতে !
অবলা সরলা বঙ্গ কুলবালা,
শঙ্কায় আড়ষ্টা শোকেতে বিহ্বলা !
পাগলিনী প্রায় আলু থালু বেশা,
ধূলি ধূসরিত-রুক্ষ-মুক্ত-কেশা !
'সংসারের বন্ধু সংসার সহায়,
'হৃদয়ের নিধি কোথা ছেড়ে যায় ?
'কোথা রেখে যায় ক'রে অনাথিনী ?
'যাবে কোথা নাথ ? হইব সঙ্গিনী !

‘কোথা রেখে যাবে দাসীরে তোমার ?
‘তোমা বিনা নাথ! সব অন্ধকার!
‘জানি না যে কিছু তোমাধনে বই!
‘ছেড়ে দিব না—যাও দেখি কই ?”
—বলি, জড়াইয়া ধরে বাহু পাশে,
উন্মত্ত যুবক, উন্মত্ততা বশে—
বাতোন্মলে মাতি, হৃদে মারে লাথি—
দূরে আছাড়িয়া প’ড়ে গুণবতী
হইল মূর্চ্ছিতা! মূর্চ্ছিত যুবক।
ক্ষণেকে চৈতন্য ক্ষণে মহাশোক!
‘শূন্য জীবনাশা—সোণার সংসার,
‘প্রণয়ের ছবি—প্রতিমা সোণার,
‘হৃদয়ের গ্রন্থি-অভিন্ন হৃদয়া,
‘একই জীবন ভিন্ন-ভিন্ন কায়া!
‘কার্য্যেতে কারণ—অন্তরের আশা,
‘সঙ্কল্পে প্রার্থনা—পানেতে পিপাসা।
‘কর্ম্মেতে উৎসাহ—বদান্যে করুণা,
‘হাস্যে প্রফুল্লতা—চিন্তাতে বিমনা,
‘রোদনেতে অশ্রু—ভোজনেতে ক্ষুধা,
‘রসনার স্বাদ—রসনার সুধা!
‘বিলাসে সৌন্দর্য্য—উৎসবে আহ্লাদ;
‘কৌতুকে কৌশল—প্রেমেতে উন্মাদ!
‘মানেতে গৌরব—আদরে মানিনী,’
‘তর্কে বিবেচনা—হৃদে উদ্বোধিনী!

'নয়নের দৃষ্টি—শ্রবণের শ্রুতি,
'দেহে পরমাণু—চেতনার স্মৃতি!
'অন্তরে বাসনা—জীবনে জীবনী,
'সব প্রিয়েময়! ঘরণী গৃহিণী
'প্রাণ প্রিয়তমা—কোথা ফেলে যাব?
'সোণার প্রতিমা কারে দিয়ে যাব?
'প্রাণের দোসর-সরল-শিক্ষিত,
'সুখেতে সন্তুষ্ট—দুঃখেতে দুঃখিত,
'হাসিতে-হসিত—রোদনে রোদন,
'সন্তোষে-সন্তোষ—ভোজনে-ভোজন,
'একই হৃদয়—একই স্বভাব,
'একই জীবন—সব একি ভাব!
'হেন বন্ধুনিধি আছে যে আমার,
'কোথা রেখে যাব প্রাণের আধার?
'বহুদিন হারায়েছি পিতা মাতা,
'সেই স্নেহরাশি—সেই বৎসলতা,
'সেই যদি, ক্ষণে নয়ন অন্তর
'হইতাম আমি, হইয়া কাতর,
'হয়ে পাগলিনী মণি হারা ফণী,
'আমার সন্ধানে ছুটিত অমনি,
'জননী আমার করি হাহাকার—
'কত অন্বেষিত! এখন সংসার
'—ত্যাজিয়া যেতেছি, আসিব না আর,
'কোথা কে খুঁজিবে করি হাহাকার?

'নয়নের মণি' হৃদয়ের ধন,
'দরিদ্রের নিধি—অমূল্য রতন,
'মরুভূমে ছায়া—পিপাসার জল,
'শরীরে সামর্থ্য—দুর্ব্বলের বল,
'বিপদে বিপন্ন—কার্য্যেতে কুশল,
'জীবন-সহায়—ভরসার স্থল!
'জীবন আধার সোদর আমার
'কোথা এ সময়? দেখি একবার!
'কোথা প্রতিবেসী আত্মীয় স্বজন?
'কোথায় কে র'বে? এই যে ভবন,
'—শূন্য রবে পড়ি, উহু মরি মরি!
'যাতনা বিষম, সহিতে না পারি!
'কিরূপে ছাড়িব সংসারের মায়া?
'ক্ষণপরে পড়ে রবে শূন্য কায়া!'
ভাবিতে যাতনা বাড়িল, অমনি
পড়ে অশ্রু-ধারা ফেটে আঁখি মণি!
'সংসারের বস্তু সকলি সুন্দর,
'সকলি রহিবে—আমিই নশ্বর!
'রহিবে আকাশ, রহিবে অবনী!
'র'বে অন্ধকার, চন্দ্র, দিনমণি,
'হইবে প্রভাত, উঠিবে ভাস্কর,
'জাগিবে আহ্লাদে ইহ চরাচর!
'ঘুমায়েছে সবে জাগিবে আবার,
'আমি ঘুমাইব জাগিব না আর!

'র'বে আর সব আমিই চলিনু!
'প্রাণের প্রতিমা কারে দিয়ে গেনু?
'কারে দিয়ে গেনু এ সবার ভার?
'এই আছি, ক্ষণে থাকিব না আর!
'ক্ষণ পরে হ'ব শ্মশানে সন্ন্যাসী!
'চিতাতে পুড়িব হ'ব ভস্ম-রাশি!
'কিম্বা এই দেহ—শৃগালে খাইবে,
'এই মাথা কোথা গড়াগড়ি যাবে!
'এই দেহ-অস্থি মিশাবে মাটিতে,
'কিম্বা যে কি হবে কে পারে বলিতে?
'এই চক্ষু মোর কাকে উপাড়িবে!
'শকুনী গৃধিনী ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে!
'কালে কেহ ছিনু ভাবিবে না কেউ,
'বায়ু অন্তে জলে মিলাইবে ঢেউ!
'সহজে বাঙ্গালী,—উদরের দায়—
'প্রচ্ছন্ন দাসত্বে, পরাধীনতায়
'জর্জ্জরিত ছিনু, নাই কীর্ত্তিলেশ,
'চিতাও নিভাবে হবে সব শেষ!
'বৃথা রঙ্গ-রসে গিয়াছিনু মজে,
'যৌবনের গর্ব্বে শোনিতের তেজে
'—ফুলাইয়া ছাতি মদ-মত্ত গতি,
'মদ-মত্ত হৃদে এক দিন যদি,
'—ভেবেছি ঈশ্বরে! এখন কে'করে
'সঙ্কটে সাহায্য?—প্রাণ যে কি করে!"

যাতনা বিষম, কালকুট বিষে
জারিল মস্তিষ্ক, ক্রমে হৃদে এসে—
বসিল শেলেষ্মা (কণ্ঠ-রোধ করি !)
ইচ্ছা—কহে কথা, কহিবে কি করি ?
কফে—শ্বাসে কণ্ঠ ডাকে ঘড়-ঘড়,
অবশ শরীর—অবশ অন্তর !
শিরাপথে রক্ত স্পন্দিত না হয়,
নিশ্চেষ্টইন্দ্রিয় (অচৈতন্যময় !)
চক্ষে দৃষ্টি নাই আছে জ্ঞান লেশ,
বধির শ্রবণ, যন্ত্রণা অশেষ !
অন্ধকার সব—শব্দ মাত্র নাই,
(নাই বায়ু-লেশ—কিছুমাত্র নাই !)
নিবাইল আলো সাঙ্গ হলো শ্বাস,
সাঙ্গ লীলা খেলা শূন্য ক্রীড়া-বাস !
ভার্য্যা গুণবতী মূর্চ্ছা অবসাদে,—
দেখে প্রাণ বন্ধু চির আঁখি মুদে !
যুগল নয়নে কাল-নিদ্রা আসি
ঢুলাইল ; চির চৈতন্য বিনাশি
ঘুমাইল, আর বহেনা বাতাস,
সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ নিঃশব্দ আবাস !
জ্যোতির্ম্ময় ভালে ধমনী স্ফুরিল,
যুগল নয়নে অগ্নি নিকলিল !
শিহরিল অঙ্গ স্থির হ'ল আঁখি,
স্থির কলেবর—হয়ে অগ্নিমুখী,

—অতি উচ্চকণ্ঠে ছাড়িল চীৎকার!
শূন্যে জলে স্থলে হ'ল হাহাকার!
চেয়ে দেখ—সতী সুবর্ণ-প্রতিমা,
সেই মুখ-ছিরি—যৌবন গরিমা,
সেই প্রফুল্লিত শোভা বিরাজিত,
স্থির সেই চক্ষে সেই বিস্ফারিত,
শ্বেত পদ্ম দলে নীল মণি জ্বলে,
কিন্তু প্রাণ নাই, হায়! কি হ'ল রে!
কি হ'ল রে—আর কাজ কি সংসারে?
চল সবে যাই পুড়িব অঙ্গারে!
দম্পতির চিতা বড় সুখ-স্থান,
চল বিসর্জ্জিব চিতানলে প্রাণ!
দরিদ্রের গৃহে—দরিদ্রতা সয়ে,
কাঙ্গালের কাছে—কাঙ্গালিনী হয়ে,
অতি অশিক্ষিতা অসভ্য ঘৃণিতা,
কুটীরে নিরুদ্ধা বস্ত্রাবগুণ্ঠিতা—
রবে, চিরকাল দাসত্ব করিবে;
নয়নে নয়নে সতত থাকিবে,
মানসে পূজিবে,—সঙ্গ ছাড়িবে না,
একত্রে চিতাতে পুড়িবে দুজনা!
প্রার্থনা করিয়া যাবে কায়মনে,
"জন্ম জন্ম যেন পাই এই ধনে!"
শ্বাপদ-সঙ্কুল সংসার অরণ্যে,—
দুর্গম—বিপথে ভ্রমিবার জন্যে—

—সরলা সুশীলা বঙ্গস্ত্রী জীবন,—
স্বর্গীয়া সঙ্গিনী (স্বর্গীয় মিলন)
কাজ কি সম্পদ, সভ্যতা-সুশিক্ষা ?
থাকুক দারিদ্র—মেগে খাব ভিক্ষা !
অসভ্য—অলস—কাঙ্গালী—বাঙ্গালী-
যাহা আছি তাই র'ব চিরকালি,
বঙ্গকুলবতী প্রেমে মাখা সতী,
জীবন্তে জীবিতা মরণে সংহতি,
হেন পত্নী যার কুটীরে গৃহিণী,
কাজ কি তাহার অট্টালিকা ? মণি
মুক্তাদি খচিত অপূর্ব্ব ভবন ?
বৈজয়ন্ত পুরী—নিবিড় গহন,
—একই তাহার ! কিসের অভাব ?
সকলি সুখের সব এক ভাব !
কাজ কি সভ্যতা ? সম্পদ কি ছার ?
কুটীরে সুবর্ণ-প্রতিমা যাহার,
হৃদয়ে যাহার সরল প্রণয়,
সরল জীবন সরলতা ময় !
স্বর্গীয় প্রকৃতি—স্বর্গীয় হৃদয়,
স্বর্গীয় বাসনা, সভ্য কি সে নয় ?
নয় কি সম্ভ্রান্ত ? নয় কি সে সুখী ?
দরিদ্রতা দুঃখে হয় কি সে দুখী ?

শারদীয় প্রদোষ।

(উন্মাদ সঙ্গীত)

শারদী পূর্ণিম প্রদোষ মাধুরী
 হেরিয়া মজিল নয়ন মোর !
উথলিলহৃদে ভাবের প্রবাহ
 থরথর প্রেমে হয়েছি ভোর !

সুখে ট'লম'ল ঢল ঢল ঢল
 চলিতে পারিনা ভাবের ভরে,
বলিতে পারিনা কি হ'ল সহসা,
 কেবুঝে ? কেশুনে ? কে ধরে মোরে ?

দেখে যারে ! তো'রা দেখে যা—দেখে যা !
 কি ছি'নু কি হ'নু কি হ'ল মোর !
শোক—তাপ—জরা—মরণ ভুলেছি
 এ সুখের বুঝি নাহিক ওর !

দরিদ্র হয়েছে রাজরাজেশ্বর !
 রাজরাজেশ্বর সুখীকি এত ?
বিষয় সম্ভোগ ক্ষুদ্রসুখস্পৃহা
 যাহার, সে কিসে আমার মত ?

'তুমি আমি' যার নিয়তির বল,
 নিয়োগের প্রভু নিয়ন্তা আদি,

বাক্যে সর্ব্বেসর্ব্বা কার্য্যে ক্রীতদাস
রাজা, রাজপদ—রাজনীতি—বিধি

—"তুমি আমি" আছি, তাইতে সকল,
নহিলে ওসব থাকিত কোথা ?
কোথায় থাকিত রত্নসিংহাসন ?
কে ধরিত শিরে সোনার ছাতা ?

—কে ধরিত দণ্ড ? কে উড়াত ধ্বজা ?
কে দিত মাথায় মুকুট তুলে ?
দাঁড়ায়ে সম্মুখে "রাজা রাজা" বলে
ডাকিত কে কারে হৃদয় খুলে ?

হৃৎপিণ্ড চি'রি রুধির লইয়া
কে পূজিত কারে হৃদয় ভরে ?
মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ, মন প্রাণ
কে দিত কাহার সেবার তরে ?

কার তীব্র রক্তে কে ধুইত অসি ?
কে শোষিত রক্ত, পৃথ্বী, পারাবার ?
সিংহাসনে বসে আরক্ত নয়নে
কেছাড়িত ঘনঘোর হুহুঙ্কার ?

কোথা র'ত দাসদাসী অট্টালিকা ?
রতন পর্য্যঙ্ক ? রূপসী-প্রেয়সী

—মহিষীর প্রেম ? বসন্তের ফুল—
সুখা'ত, সুখা'ত বিলাস সরসী !

বসিতনা কুঞ্জে বসন্তের পিক ১
ফুটিতনা ফুল প্রমোদবনে, ২
মধুপিয়ে অলি গুন গুন রবে ৩
'মোহমন্ত্র' তবে দিত কি কানে ?

বন্দীভাবে স্তুতি গাইতনা শুক ৪
পিঞ্জরে বসিয়া প্রমত্ত-মনে,
সঙ্গীতে বিমুগ্ধ সরল কুরঙ্গ ৫
তাইতে ভ্রমিছে ব্যাধের সনে !

সামান্য অঙ্কুশে প্রমত্ত কুঞ্জর ৬
বাধ্য কি হইত ? শুনিত কথা ?
৭ মদমত্তসিংহ মাংস প্রলোভনে
—লৌহনিগড়ে কি গলা'ত মাথা ?

রক্ততৃষ্ণাতুর বিলাসি সার্দ্দূল
(সুবর্ণ শৃঙ্খলে নাগেলে বাঁধা,) ৮
বংশীরবে মুগ্ধ ভুজঙ্গ না হ'লে
ভেকের ভ্রূকুটী থাকিত কোথা ?

---

১ স্তাবক, ২ সুন্দরীকুল, ৩ মন্ত্রীদল, ৪ পরাধীণকবি, ৫ প্রজাসাধারণ, ৬ জ্ঞানবীরগণ, ৭ যুদ্ধবীরগণ, ৮ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

রাজা, রাজপাট, রাজ প্রতিনিধি,
ধ্বজ, ছত্র, দণ্ড, কিরিচ, হার,
মুকুট, মর্য্যাদা, আজ্ঞা, দূত, মন্ত্রী,
সৈন্য—সেনাপতি, শিবির আর

কামান, বন্দুক, ভল্ল, তরবার,
ফাসি, কারাগার বিচারালয়—
পূরাতে একের যদৃচ্ছা বাসনা
স্থাপিত হয়েছে এমন নয় ?

একের মিটাতে ভোগ সুখস্পৃহা
অপরে চিরিয়া হৃদয়াধার
রুধির দেবে যে, রাজনীতি ইহা
বলে না; এ কথা শুনিনা আর !

একের বিলাস সম্ভোগের তরে
পৃথিবীকে দায়ী হইতে হয়,
শোষিতে সমুদ্র, পৃথ্বী, নররক্ত
—রাজনীতি যদি এমন কয় ;

—চাহিনা সে-নীতি, চাহি না সে-রাজা,
চাহি না সে-রাজ্য চাহি না সুখ,
হেন রাজপদ জগত হইতে
উঠিয়া গেলেও নাহিক দুখ !

পৃথিবী হইতে এক দিন যদি
"রাজা" "রাজ্য" শব্দ মুছিয়া যায়,
"তুমি" "আমি" শব্দ থাকিলে জগতে
বিশেষ ক্ষতি না হইবে তায় !

ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্ম অবতার,
হত্যা কর্ত্তা বিধি বিধাতা হয়ে—
—বসিলেই হ'ল ? "তুমি আমি" কেবা
—কে দেখে ? কাজ কি ও কথা লয়ে ?

ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ক'রে দেখ একবার
কোটি তরবার তোমার শিরে
ঝুলে সূক্ষ্ম কেশে ; নড় না চড় না,
কখন উপরে পড়িবে ছিঁড়ে !

পরপীড়াশান্তি, পরদুঃখনাশ,
পরের কারণে ভাবনা যাঁর,
সেই রাজা, তাঁর মঙ্গলের তরে
প্রাণদিতে আছে আপত্তি কার ?

"তোমার আমার" সুখের কারণে
শয়নে, ভোজনে, ভাবনা যাঁর,
অবশ্য সে-জন রাজরাজেশ্বর,
কিন্তু—কার্য্যতঃ দাসত্ব তাঁর !

কে বলে রাজত্ব সুখের সামগ্রী ?
কে বলে জগতে রাজারা সুখী ?
অধীনতা, তাপ, পরপীড়া, গ্লানি,
চিন্তা, অনুযোগে সতত দুখী !

বিদ্রোহে, বিগ্রহে, সন্ধিতে, শিবিরে
বিচারে, গমনে, ভ্রমণে পথে,
শান্ত্রিপরিবৃত রত্নসিংহাসনে,
কুঞ্জরেতে কিম্বা ঘোটকে, রথে,

—রাজহর্ম্ম্যমধ্যে রতনপর্য্যঙ্কে
মহিষীহৃদয়ে, প্রমোদবনে,
বিলাস সরসে—সুন্দরী কমলে
ভ্রমর নাগর পীযুষপানে;

প্রান্তরে, কান্তারে, গৃহে কি বাহিরে,
শয়নে, ভোজনে, জলে কি স্থলে
পদে পদে যার বিপদের ভয় ;
কোথায় কে আছে খড়্গ খুলে—

—ভাবিতে ভাবিতে শীর্ণদেহ যার,
সে কিসে হইবে আমার মত ?
আমি—পার্থিব জীবন স্বর্গীয় সুখের
স্রোতেতে ঢেলেছি জনমমত !

কাজ কি রাজত্বে ? রাজত্ব কি ছার ?
  কাজ কি বিলাস—সম্ভোগ সুখে ?
কাজ কি বসনে ? রতন ভুষণে
  কাজ কি ? ও সব দেখিনা চখে !

ত্যজিব বসন মাখিব ভসম
  যেখানে সেখানে বেড়াব সুখে,
হাসিব কাঁদিব মাতিব গাইব !
  হেসনা হেসনা আমায় দেখে !

কভু বনে বনে বনপাখীসনে
  হৃদয় খুলিয়া গাইব গান !
করতালি দিয়া, নাচিয়া নাচিয়া
  মাতাব কানন 'পশুর' প্রাণ !

বনে বনে ফিরি বনফুল ছিঁড়ি
  গাঁথিব কুসুম মনের মত।
আপনি পরিব, আপনি দেখিব
  আপনা আপনি হাসিব কত !

আপন আদরে আপনি ভাসিব
  আপন গরবে করিব মান !
হৃদয়ের বঁধু আকাশে ডাকিয়া
  আবার গাইব খুলিয়া প্রাণ !

"ওহে নীলাম্বর প্রাণাধিক বঁধু!
দেখি একবার করালবেশ ?
অনন্ত আসনে নীল কাদম্বিনী
খুলিয়া দিয়েছে নিবিড় কেশ!

"চক্‌মক্‌ ক'রে চমকি চপলা
করাল কটাক্ষে চাহিছে ফিরে।
লো লো রসনে রুধিরের ধার,
আরক্ত লোচন সুধার ঘোরে!

"ঘোর উন্মত্তা উলঙ্গী ভীমাঙ্গী
উলঙ্গ খড়্গ খর্পর করে
নাচিছে, হাসিছে খিল্ খিল্ খিল্,
ঘন ঘন ঘোর হুঙ্কার ছাড়ে!

"নাচিছে পিশাচী প্রেতিনী ডাকিনী
শাঁখিনী চেড়ীতে দিতেছে সুধা,
বলে—মার্ মার্ মার্‌রে অসুরে
দে দে দে রুধির মিটারে ক্ষুধা!

"কবন্ধ নাচিছে দানাতে হাসিছে
রক্ত মাংস মাথা মগজ হাড়
পিতেছে, খেতেছে চিবায়ে দশনে
কড় মড়মড় শবদ তার!

"মুলা সারিদাঁত, দরিমারা আঁত
বিকট চেহারা পিশাচদল,
সন্তরে রুধিরে ডুবে পান করে!
তবু না টুটিল দানব বল!

"দেখিয়া নয়নে করাল বদনে—
চাহিবা ক্রোধেতে অধীরা হয়ে,
ঘনঘোর রবে দুন্দুভি বাজিল,
ত্রিভুবন হ'ল আকুল ভয়ে!

"ঘন হুহুঙ্কারে চপলা সঞ্চারে
বজ্রঘোরনাদে বধির সব!
হ'ল অন্ধকার, সব একাকার
সব শূন্যময়—সব নীরব!"

অহো প্রিয়তম! আদি অন্তহীন
নীলিম-মধুর নিখিলাধার!
তুমিই সত্য, তুমিই নিত্য,
তব বিনা নাথ! কি আছে আর?

তাইতে বলিহে হৃদয় খুলিয়া,
তোমার অনন্ত হৃদয় ফেটে,
অনন্ত মহিমা সেই করালিনী
বাহির হউক; অসুরে ঘেঁটে

—স্বর্গপুরীধাম ছারখার ক'রে—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লয়েছে কেড়ে!
ভয়েতে বিহ্বল দেবতা সকল
পলায়েছে সব অমরা ছেড়ে!

"অমরার জীব অসুরের দাস,
দুর্দ্দশার কিবা আছেহে শেষ?
পায়ের পাদুকা মাথায় উঠেছে,
রসাতলে গেল অমরা দেশ!

"অপবিত্র জীব বলিয়া যা'দিগে
পদাঘাৎ কেহ করিত না'ক,
সেই নারকীরা দেবতা হৃদয়ে
পদাঘাৎ করে চাহিয়া দেখ!

"অহে অন্তরীক্ষ! তাইতে কাঁদিয়া
দেবতারা আজ তোমায় বলে,
রাখ যদি—নাথ! থাকে স্বর্গ তবে,
নতুবা, ওনাম মুছিয়া ফেলে!

"ভাঙ্গিল নন্দন লুঠে নিল সুধা
বৈজয়ন্তে হ'ল ভূতের বাসা!
ঐরাবতপৃষ্ঠে কুকুর উঠেছে!
কে দেখে নয়নে দেবের দশা?

"মন্দাকিনী স্রোত শুখায়ে গিয়াছে (৯)
পারিজাত কলি ফুটে না আর! (১০)
বাজেনা মৃদঙ্গ, ঝঙ্কায়েনা বীণা, (১১)
ভগ্নযন্ত্র, ছিন্ন হয়েছে তার!

"নাচেনা অপ্সরী, গায়না কিন্নরী ১২
গন্ধর্ব্ব বাদিত্র ভুলেছে তাল।
অমর নির্জ্জর ত্রিদিবে হয়েছে
মহামারি! সব গ্রাসিল কাল!

"সেই করালিনী, কুলকুণ্ডলিনী
ভিন্ন এ বিপদে কে করে ত্রাণ?
ওহে বিশ্বাধার! ডাকি বারবার
এবার রাখহে দেবের মান!

হৃদি বিদারিয়া বাহির করিয়া
সেই ভীমামূর্ত্তি দেখাও ফিরে!
সেই হুহুংকার, শুনিতে আবার
মনে বড়—নাথ! বাসনা করে!"

অনন্ত গম্ভীরে ঘোরহুহুংকারে
১৩ করালে! তোরে নাচিতে হবে!

---

(৯) ভাব-স্রোত, (১০) শৎকাব্যরূপ পারিজাত, (১১) কবিকণ্ঠ,
১২ নৃত্য, সংগীত ও বাদ্য। ১৩ মহাশক্তি।

সেই রণরঙ্গে ভৈরব তরঙ্গে
ডুবাগো—ব্রহ্মাণ্ড, নতুবা তবে—
নাশিয়া অসুরে রাখ্‌গো অমরে;
জগদম্বে! আর কতকাল ভবে
সহিব যাতনা? মা! তুই থাক্তে
দেবের দেবত্ব অসুরে লবে?

আকাশ।

(উদাসীনের প্রলাপ)

১

শিশির আকাশে নক্ষত্র-মণ্ডলি
—নীরবে ফুটিছে প্রদোষ-বায়।
রজত-উজ্জ্বল-শুক্ল-শশধর—
নীরবে হাঁসিছে গগণ গায়!

২

স্তিমিত—নীরব—অনন্ত—গম্ভীর—
সুনীল-উজ্জ্বল-মধুর ঘোর,
স্নিগ্ধ-সুকোমল-দৃশ্য অনুপম
নিত্য-নিরঞ্জন-হৃদয়-চোর—

৩

হৃদয়ের বঁধু—ওহে অন্তরীক্ষ!
—বড় ভালবাসি তোমারে আমি।
তুমি বিশ্বময়, ব্রহ্মাণ্ড-আধার,
যেখানে যে কিছু সকলি তুমি!

৪

তোমা বিনা—নাথ! কোথায় কি আছে
কে পারে বলিতে? ভাবিতে হৃদে—
দেখি অন্ধকার! হয়না ধারণা!
হইহে উন্মাদ; নয়ন মুদে,

৫

পড়ি অথাস্তরে; অকূল-পাথারে
—ভেসে যায় জ্ঞান—জীবন-মন!
আপন অস্তিত্ব আপনি পাশরি,
পাশরি ব্রহ্মাণ্ড জগত জন!

৬

অচিন্ত্য-অনন্ত-অভেদ্য তুমি হে!
নিত্য আছ—নিত্য থাকিবে, বঁধু!
মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনাক্ষেত্রেতে
কতকাল আর ঘুরাবে শুধু?

৭

গহন-প্রান্তর—প্রবাহ—কন্দর
নদ—নদী—পথ—পাথার—মরু,—
সিন্ধু বেলা বালু-মৃত্তিকা প্রস্তর
খনি-মণি-নিধি-কানন-তরু—

৮

প্রমোদ উদ্যান—কুসুম—ব্রততী
শস্যপূর্ণ-ক্ষেত্র—নবীন দল,
সুপক্ক রসাল ফল মূল—সুখ
—সরসী পূরিত শীতল জল,

৯

মধুপূর্ণচক্র সুধার কলশ—
  বিলাসাট্টালিকা আনন্দে ভরা,—
দেবতা গন্ধর্ব্ব দানব মানব
  যক্ষ রক্ষ (জন্তু জীবন্ত যারা ;)

১০

পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি—
  সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম কীটাণু ক'রে—
দেশ-মহাদেশ—প্রদেশ-নগর—
  গ্রাম-পল্লী আদি আছহে ধরে !

১১

এমন পৃথিবী অনন্ত অসীম
  কোটি কোটি—গণে শেষ কে করে ?
কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ
  নক্ষত্র তোমাতে বিরাজ করে !

১২

কত ধূমকেতু—কত উল্কাপিণ্ড—
  কত মেঘ—বজ্র বিদ্যুত ধাতু,
অনল-প্রবাহ—অনল-পর্ব্বত—
  বাষ্পীয় সাগর বাষ্পীয় সেতু !—

১৩

কত শ্বেত-নীল পিঙ্গল-বসন্ত
  হরিত কপিশ পাটল লাল,
আরো কত কত আঁখি মুগ্ধকারী
  বিচিত্র বরণ নীরদ-জাল—

১৪

প্রভাত প্রদোষ মাধুরী বাড়াতে
শ্যামল সুন্দর শরীর ঢাকে !
মনোমুগ্ধকর সে শোভা সুন্দর,
হেরিলে কি হই বলিব কাকে ?

১৫

—ওহে প্রিয়তম ! কে বলে তোমাকে
রূপ-রস-গন্ধ-পরশ হীন ?
অনন্ত ভাণ্ডারে সকলি রয়েছে
খুজিয়া লইতে পাইনা দিন !

১৬

অমর নির্জ্জর হই যদি—নাথ !
কোটি কোটি যুগ বাঁচিতে পারি,
কি আছে তোমাতে তুমি কি পদার্থ
তবুও গাইয়া ফুরাতে নারি !

১৭

বিচিত্র সংসারে, সকলি বিচিত্র !
ভাবিতে হৃদয় কেমন করে !
হর্ষেতে, বিষাদে, বিস্ময়ে, আহ্লাদে,
লাজে, দুখে-খেদে হৃদয় ঘিরে !

১৮

তখনি প্রেমেতে মেতে উঠে প্রাণ,
তখনি বিষাদে নীরবে রই !
তখনি দুঃখেতে করি অশ্রুপাত,
তখনি বিস্ময়ে অবাক হই !

১৯

তখনি আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া
গেয়ে উঠি গান আপন মনে!
তখনি লাজেতে হই অধোমুখ,
তখনি ঘৃণা না সহে এ প্রাণে!

২০

যাহা হ'ক, অহে—অনাদি-অনন্ত—
অভেদ্য অছেদ্য অখিলাধার!
মায়া মোহ জাল জড়িত সংসারে
কত কাল বঁধু, ঘুরাবে আর?

২১

প্রভাতেতে উঠি করি ছুটাছুটি—
পরের হৃদয় পাইব ব'লে,
পূজিব বলিয়া পরের চরণ
তোষ-নীলোৎপল চয়ন ছলে,

২২

দুরাশা সরসে নামি গিয়া, নাথ!
মরিব বাঁচিব থাকে না জ্ঞান!
অগাধ সলিলে হাবুডুবু খেয়ে
কুলে উঠি মাত্র লইয়া প্রাণ।

২৩

প্রভাতেতে উঠি করি ছুটাছুটি—
লালসা-সাগর-তীরেতে যাই,
আসন্ধ্যা বসিয়া ঢেউ গণে মরি,
(কাজের কথাতে কিছুই নাই!)

২৪

প্রভাতেতে উঠি করি ছুটাছুটি
ভবরঙ্গভূমে সাজিয়া সং
(নিজের করণে নিজে হাস্য করি
নিজেই নিরখি নিজের রং !)

২৫

করি অভিনয়, সুখ—দুঃখ—খেদ—
মান—অপমান—বিষাদ—ক্ষোভ,—
হাসি—কান্না—ক্রোধ—লজ্জা—ভয়—ঘৃণা—
ভক্তি—স্তুতি—পূজা—প্রভুত্ব—লোভ !

২৬

করি অভিনয়—ভালবাসা—স্নেহ
প্রণয়—করুণা—বিলাস—ভোগ—
ইন্দ্রিয়লালসা—আহার-বিহার—
শোক-তাপ—জরা জীর্ণতা রোগ।

২৭

করি অভিনয়, আদর—গৌরব—
অভিমান—গর্ব্ব—জিঘাংসা বাদ—
পীড়ন—মাৎসর্য্য—দম্ভ—উচ্চইচ্ছা
নম্রতা—সৌজন্য—বাদানুবাদ !

২৮

করি অভিনয়, তর্ক ঘট পট—
তীর্থ—যোগ—শ্রাদ্ধ-তর্পণ-শুচি,—
শাক্ত-সনাতন—শৈব—গাণপত্য—
বৈষ্ণব—তান্ত্রিক—বৈদিক রুচি।

২৯

করি অভিনয় বেদান্ত—দর্শন—
তন্ত্র-স্মৃতি-শ্রুতি-পুরাণ স্তূপ!
জ্যোতিষ-বিজ্ঞান মীমাংসা সাহিত্য—
কাব্য ব্যাকরণ বিবিধরূপ।

৩০

করি অভিনয় বাইবেল, কোরাণ,
—খৃষ্ট, মহাম্মদ, গৌরাঙ্গ, হরি,—
কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব শক্তি শ্যামা দুর্গা
বৌদ্ধ—বামনাদি নিস্তারকারী—

৩১

জৈন—ব্রাহ্ম—স্মার্ত্ত—শঙ্কর আচার্য্য
বাল্মীকি—গোতম—কপিল—ব্যাস,—
ভৃগু, ভরদ্বাজ, পাতঞ্জল—মনু—
রামমোহন; গির্জ্জা সমাজাবাস,

৩২

শ্মশান সন্ন্যাস—কাপালি—ভৈরবী—
কোউল বাউল কপিনি ঝোলা—
মালা কণ্ঠি দণ্ড—গৈরিক বসন
সকলি ভবেতে সঙের খেলা!

৩৩

করি অভিনয়, দরিদ্র কাঙ্গাল
ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত নির্জ্জাত জাতি,
বংশ কুল গোত্র জন্ম মৃত্যাশুচ
জাত সংস্কার বিবাহ আদি!

৩৪

করি অভিনয় রাজ্য রাজপাট—
রাজনীতি—রাজক্ষমতা যত—
সমরে চাতুরী, বিচারেতে অন্ধ,
পালনে প্রচণ্ড যমের মত !

৩৫

গমনে ঝটিকা—আহারে দাবাগ্নি,
বিহারে ভ্রমর—বিলাসে কাম,
দানে বেত্রহস্ত—নামে বাহাদুর,
ধামে দুরারাধ্য ভক্তেরে বাম !

৩৬

কার্য্যে লীলা খেলা, মান্যে অবতার,
গণ্যে এক ব্রহ্ম ! চাটুতা বলে !
পানে আসমুদ্র, ধ্যানেতে অনন্ত,—
জ্ঞানে অগোচর পৃথিবীতলে !

৩৭

আবার—করি অভিনয় জন্ম মৃত্যু দুটা !
কেবা জন্মে—কেবা উদরে ধরে ?
কার জন্ম হ'ল কে হাসে আহ্লাদে ?
কার বোঝা কেবা বহিয়া মরে ?

৩৮

কার কুশ শয্যা, কে কাঁদে আছাড়ি ?
কেবা বার করে কলসী কাচা ?
কেবা মন্ত্র বলে কে করে মুখাগ্নি ?
কে বলে ফুরাল কাহার বাছা ?*

৩৯

কেবা খুলে শঙ্খ কঙ্কণ বলয় ?
অলক্ত সিন্দূর আয়ূস্ত্রী শোভা—
কে মুছে—কিজন্য ? কিসের দম্পতি ?
কে ছিল সধবা ? বিধবা কেবা ?

৪০

কে পোড়ে শ্মশানে ? পোড়ায় বা কেবা ?
কার তরে কেবা ঝুরিয়া মরে ?
নিভাইয়া চিতা কার তরে কেবা
"হরিবোল" দিয়া গৃহেতে ফিরে ?

ভারতে গোলাপ।

১

কি ওটি—গোলাপ ? ছি ! ছি ! ছুঁওনা ছুঁওনা, ভাই !
ছুঁওনা ছুঁওনা !
দেখিতে সুন্দর হোক, সুগন্ধ যদিও রোক,
অস্পৃশ্য ! উদ্যানে উহা রাখা হইবে না, ভাই !
রাখা হইবে না !
কোথা ছিল ? কে আনিল ? কতকাল ও কুসুম
ফুটেছে ভারতে ?
কার উদ্যানের ফুল ? কে হইয়া প্রতিকূল,
এনেছে ও পাপ ! তুমি যদ্যপি জানিতে, ভাই !
যদ্যপি জানিতে !

তা হ'লে আদর ক'রে, তুলিতে যেতেনা ওরে,
তা হ'লে অনল সেবি নিদাঘ যন্ত্রণা, ঘোর
নিদাঘ যন্ত্রণা,
কখন (ও) তোমার ভাই! যেতনা যেতনা, অহো!
যেতনা যেতনা!

২

ছুঁতে না কদাপি তুমি যদ্যপি জানিতে, ভাই!
যদ্যপি জানিতে!
যবনের অসিঘাতে, আর্য্যদের রক্তস্রোতে,
ভাসিয়া এসেছে উহা দেশান্তর হ'তে, অহো!
দেশান্তর হ'তে!
সেই সঙ্গে আমাদের ডুবেছে সুখের তরি দুর্দ্দশা সাগরে, ভাই!
দুর্দ্দশা সাগরে!
সেই সঙ্গে—হায়! হায়! কঠিন নিগড় পায়
পরেছে কেশরী—নিজে আকিঞ্চন ক'রে, ভাই!
আকিঞ্চন ক'রে!
জঠর জ্বালায় পুড়ে সিংহ শিশু ভিক্ষা করে,
শৃগালের কাছে মাংস সেই দিন হ'তে, ভাই!
সেই দিন হ'তে—
বীরপ্রসূ আর্য্যবংশ গেছে অধঃপাতে, ভাই!
গেছে অধঃপাতে!

৩

কিবা ছিলে, কি হয়েছ? ভেবে দেখ দেখি, ভাই!
(ভেবে দেখ দেখি?)

কি আছে তোমার আর? কি আর দেখিছ ছার?
সম্পদ ঐশ্বর্য্য সুখ—ভার্য্যা চন্দ্রমুখী? ভাই!
ভার্য্যা চন্দ্রমুখী?
জীবন প্রবাহ কভু রহিবে না স্থির, তা'ত
জানহ নিশ্চয়!
শাণিত কুঠার ধর, উদ্যানেতে অবতর
কাটরে সমূলে তরু! কাহারে কি ভয়? ওরে
কাহারে কি ভয়?
ফেল ভাগিরথীনীরে ভেসে যাক বহুদূরে,
লাগুক তরঙ্গ ঘায় যথায় না দেখি রে—
যথায় না দেখি,
স্বর্গীয় আর্য্যেরা দেখে হইবেন সুখী রে—
হইবেন সুখী!

উপসংহার।

১

কেনরে দুরাশে! তুমি—
কর প্রতারণা—পেয়ে সরল আমাকে?
ভীম প্রভঞ্জন ভরে,—অকূল সাগর নীরে—
ডুবিয়াছে তরি যার; আবর্ত্তের পাকে—
পড়েছে যে জন হায়! তিলেকে নিমগ্ন প্রায়!
তুমি কেন মিছামিছি বলি তার কানে—
"কূল কথা" বার বার, জীবনের আশা তার—
সঞ্চার চতুরে? তাই জিজ্ঞাসা তোমাকে,—
এরূপ চাতুরী শিখেছিলে কোন স্থানে?

২

দুরাশা ছলনে ভুলি,—
কেন আসিলাম! আমি, প্রবল প্রয়াসে
১—নিবিড় অরণ্য মাঝে, অতুচ্চ শাখীন রাজে
অভেদ্য কণ্টকী শাখে পূরিত পীযূসে—
ও—সুপক্ক ফল লোভে? হাত মাত্র ক্ষত হবে
না হবে সফল আশা! বুঝেছি অন্তরে!
২ আঁধার ভূধর খনি, ৩ ভীষণ গরজে ফণি,
এথা কেন আসিলাম রতনের আশে?
কি আছে ভাগ্যেতে—তাহা কে বলিতে পারে?

৩

তবে আশা আছে, যদি
এ তমস খনি মধ্যে ৪লৌল বর্ম্মে কায়,
আবরি পশিতে পারি, ভুজঙ্গে বঞ্চনা করি,
থাকে ৫ অয়সকান্ত মণি, দৈবের কৃপায়
আকর্ষে কদাপি তায়, তাহা হ'লে বুঝা যায়,
দুরাশা, সদাশা, কর্ম্ম ফলাফল সব!
নতুবা এ মরুভূমে নিদারুন পথশ্রমে
মরিচীকা দেখা মাত্র ঘোর পিপাসায়!
দুরাশা ছলনা—সব স্বপ্নের বৈভব।

সম্পূর্ণ।

---

১ বিদ্যারণ্যস্থিত দুরারোহকাব্যতরু, ২ জ্ঞানান্ধসমাজ, ৩ আত্মগৌরবান্ধ অসূয়া ও পক্ষপাতপরবস সমালোচক এবং পাঠক। ৪ কল্ পিতবেসে আত্মপ্রচ্ছন্নতা। ৫ সারগ্রাহী ও গুণগ্রাহী উদার সমালোচক ও পাঠক।

ভুবনমোহিনী

প্রতিভা।

EDITED AND PUBLISHED BY

NOBINCHANDRA MOOKHOPADHYA.

দ্বিতীয় ভাগ।

আল্‌বার্ট প্রেস্।

৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৭৯৯

বিদ্বজ্জনবান্ধববর

শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

বাহাদুরের

হস্তে

এই গ্রন্থ

হৃদয়ের পবিত্র শ্রদ্ধা স্বরূপ উপহার

প্রদত্ত হইল।

ভাদ্র, ১৭৯৯ শক।

সূচিপত্র।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৬	ঔরষ	ঔরস
১৫	৫	নিস্পন্দ	নিষ্পন্দ
ঐ	১২	কোটী	কোটি
ঐ	১৬	চিৎকার	চীৎকার
২৬	১৫	যুবয়াজ	যুবরাজ
২৯	৮	ভষ্ম	ভস্ম
৫০	১	যানে	জানে
৫৬	১৬	পাপির	পাপীর
৫৯	১৩	সংসার ?	সংসার !
৬৬	১২	সমূদয়	সমুদয়
৭০	১৫	বজ্রমুষ্ঠাঘাতে	বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে
৭২	১১	অপস্যা	তপস্যা
৮৪	৭	জুড়ি'	যুড়ি'
৯২	২০	দেছিতেছি	দেখিতেছি
১১৪	৭	কারণ্যাদি	করণাদি
১২৪	৫	প্রাতি ভক্তি,—	প্রীতি-ভক্তি,—
১২৬	১০	ভিক্ষাজীবি	ভিক্ষাজীবী
১২৭	৪	দুস্থ	দুঃস্থ

ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

অসুরোৎপীড়িতা সুরলক্ষ্মী।

১

এস, সুরবাসি, প্রাণের সোদর !
　এস, প্রাণ ভরি' করি আলিঙ্গন ;
এস, ভাই, সবে এক প্রাণে মিশি,
　এক দুঃখে করি অশ্রু বিসর্জ্জন !

২

এক সুখে ভাসি, এক মুখে হাসি,
　এক বাক্যে সব প্রকাশি বেদনা ;
এক মর্ম্মে গলি, এক প্রেমে ঢলি,
　এক মন্ত্রে হই দীক্ষিত ; সাধনা

৩

এক প্রতিজ্ঞায়, একই উদ্দেশে ;
　একের উদ্বেগে অপরে বিকল ;
একের কারণে, সহস্র পরাণে
　সাধিব প্রতিজ্ঞা—সাধিব মঙ্গল।

৪

এস, ভাই! এস, এক মদে মাতি,
এক পথে সবে করি বিচরণ;
এক উৎসাহেতে হই উৎসাহিত,
এক বাক্যে করি প্রতিজ্ঞা সাধন!

৫

এক বলে বলী, এক দম্ভে চলি,
এক হুহুঙ্কারে হুঙ্কারি সকলে;
এক পরিণাম, এক পথে গতি,
এক পরকাল নিয়তি-শৃঙ্খলে

৬

শৃঙ্খলিত নিত্য; এক পরমাণু,
এক রক্তে মাংস, এক বীর্য্যে বল,
একই সঙ্কল্প সাধিব সাধিব,
গাইব গাইব বিজয়-মঙ্গল!

৭

লভিব লভিব বাঞ্ছা-কল্প-ফল,
উপাড়ি' সুমেরু ভাসা'ব সাগরে,
বজ্র-বৃষ্টি-শিলা-বাত-উল্কাপিণ্ড
বক্ষঃস্থল পাতি' স'ব অকাতরে!

৮

এস, ভাই! দেখ, অন্তর্ভেদি-দৃষ্টে
মরমে মরমে জ্বলে কি দহন!
দেখ, ভাই! দেখ, হৃদয়-ভিতরে
অনলের কালি পড়িতে কেমন!

৯

এস, ভাই! মথি অদৃষ্ট-সাগর;
উঠিবে উঠিবে অমৃত-আধার;—
এস, সুধাপানে হইয়া অমর,
জয় জয় শব্দে কাঁপাই সংসার!

১০

সাগরে গরল উঠিতেও পারে;
উঠুক গরল—ভয় কি তাহাতে?
দেবের অমৃত দেবতারা পা'বে,
অসুরের ভক্ষ্য ল'বে অসুরেতে।

১১

বাঁটিব অমৃত নিজ হস্তে আমি,
এক বিন্দু নাহি হ'বে অপচয়;
অসুরে অর্পিয়া গরলের ভাণ্ড,
কৌশলে নাশিব শত্রু সমুদয়।

১২

এই পাগলিনী এলাইয়া বেণী,
বসিল শ্মশানে শব-সাধনায় ;
যা' করে করালী, যা' করে মা কালী,
সাধিব মঙ্গল স্থিরপ্রতিজ্ঞায় !

১৩

যত দিন এই অদৃষ্ট-জলধি
লঙ্ঘিতে না পারি, তত দিন আর
ফিরিব না গৃহে—বাঁধিব না কেশ—
আহার বিহার বিলাস ব্যভার

১৪

করি' পরিহার রহিব শ্মশানে !
সন্ন্যাসিনী বেশে সাধিব সাধনা ;
ত্যজিয়া বসন, পরিব বল্কল,
মাখিব বিভূতি—করি'ছি বাসনা !

১৫

ত্রিশূল কেবল সহায় শ্মশানে !
নিশা দ্বি-প্রহরে ঘোর অন্ধকারে
মহাঘোরে মাতি' গম্ভীরে গাইব ;
হেরিব সুনীল নীরদ অম্বরে

১৬

নীরদবরণী, আলুয়িত বেণী,
উলঙ্গী, অধরে হাসি বিকসিত ;
স্থিরশান্তি-মাখা সদানন্দময়ী
স্থিরসৌদামিনী ! সুধাংশু-জড়িত

১৭

নীলাব্জ বদনে সুধার আঘ্রাণে
প্রমত্ত ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কারে !
মুক্তমেঘকেশী শান্তিময়ী শ্যামা
বরাভয় দিয়া তুষিবে আমারে !

১৮

উঠ, ভাই ! বুক বান্ধ ধৈর্য্যগুণে,
আশ্বাসে শীতল হইয়া সকলে ;
এক দুঃখে গলি, করি' গলাগলি,
এস, ভাই ! সবে কাঁদি প্রাণ খুলে !

১৯

ত্যজ আত্মপর, বিদ্বেষ, মূঢ়তা,
ত্যজ অভিমান, ভীরুতা, আলস্য,
দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করি' ফেল,
কারামুক্ত হও ত্যজিয়া ঔদাস্য !

২০

এস, কার্য্য-ক্ষেত্রে হই অবতীর্ণ,
সত্য-ক্ষেত্রে বুনি বিবেকের বীজ।
সাহস-সলিল সিঞ্চি' অবিরাম
চতুর্ব্বর্গ ফল করি সজীবিত!

২১

দেবের সন্তান—দেবতা আমরা
আমাদের তুল্য আছে কে সংসারে?
আমাদের সঙ্গে সমকক্ষতায়
জিনেছে কে কবে ভুবন ভিতরে?

২২

এত কোটি দেবে একে একে যদি
খসা'য়ে সুমেরু-প্রস্তর কেবল
সাগরেতে ফেলি, হ'বে সমভূমি
সুমেরুর শৃঙ্গ সাগরের জল!

২৩

আকাশের তারা একে একে যদি
গণি সকলেতে, কুলায় কি তবে?
সাগরের জল একৈক গণ্ডূষ
পান করি যদি, সাগরো শুকা'বে!

২৪

প্রত্যেকে যদ্যপি দীর্ঘ মরু-ক্ষেত্রে
তুলি মুষ্টি মুষ্টি বালুকা, তা' হ'লে
মরুভূমি হ'বে গভীর নিখাত !
প্রত্যেকের বিন্দু বিন্দু অশ্রু জলে

২৫

পূর্ণ হ'য়ে যা'বে সিন্ধু, গোদাবরী !
প্রত্যেকের দীর্ঘ নিশ্বাসে নিশ্বাসে
প্রলয়ের ঝড় সৃষ্টি হ'য়ে, সিন্ধু,
সুমেরু, মেদিনী কাঁপিবে সন্ত্রাসে !

২৬

উঠ ভাই ! চক্ষু মেল, প্রিয়তম !
কতকাল র'বে মোহ-নিদ্রাগত ?
কতকাল হৃদে পুষিবে বৃশ্চিক ?
কতকাল বিষে র'বে জর্জ্জরিত ?

২৭

কতকাল বক্ষে লুকা'বে অনল ?
কতকালে হ'বে অমৃত উদ্ধার?
কতকালে সবে হ'বে সজীবিত ?
কতকালে নিদ্রা ভাঙ্গিবে তোমার ?

২৮

কতকালে চক্ষু পা'বে দৃষ্টি-শক্তি ?
কতকালে শ্রুতি হ'বে সচেতন ?
কতকালে নিজ অস্তিত্ব বুঝিয়া
জাতীয় উৎসাহে ঢালিবে জীবন ?

২৯

কতকাল আর মানস-আকাশে
র'বে চন্দ্রসূর্য্য তিমিরে মণ্ডিত ?
কতকালে রাহু চণ্ডাল নির্ম্মম
দেব-বজ্রাঘাতে হইবে দণ্ডিত ?

৩০

কতকাল হিংসা, বিদ্বেষ রাক্ষসী
করিবে আপন প্রভুত্ব বিস্তার ?
কতকাল আর আলস্য-জড়তা
জড়িত থাকিবে জীবনে তোমার ?

৩১

কয়টা অসুর আছে বা সংসারে ?
কি করিতে পারে দানবে দেবের ?
আত্মবিস্মৃতিতে আচ্ছন্ন দেবতা,
তাই' এ দুর্দ্দশা, ভাই ! তোমাদের

৩২

এক মাতৃগর্ভে জনমিয়া সবে
অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ হইয়াছ?
সোদরে সোদরে নাহিক সম্প্রীতি!
হিংসি' পরস্পরে অধঃপাতে গেছ?

৩৩

এক রক্তে জন্ম, এক বীর্য্যে তনু,
এক উদ্দেশেতে জন্মে'ছ সকলে;
এক অদৃষ্টেতে আদিষ্ট হইয়া
অন্য পথে গিয়া ডুবিলে?—ডুবা'লে?

৩৪

ছি ছি, দেব! মনে হয় না কি ঘৃণা?
ভুলি' ভ্রাতৃভাব, ভুলিয়া আপনা,
স্বর্গবাসী হ'য়ে ডুবি'ছ নরকে?
সহি'ছ দৈত্যের নির্ম্মম তাড়না?

৩৫

দেখ দেখি স্মরি' পূর্ব্বের কাহিনী—
কি ছিলে, কি হ'লে, কি হ'বে কালেতে?
গোটা কত দৈত্যে কেড়ে নিল স্বর্গ
সুরের ঔরষ সংসারে থাকিতে?

৩৬

এক বিন্দু রক্ত থাকিতে হৃদয়ে
কে পারে দেখিতে হেন অত্যাচার ?
ধিক্ ধিক্, দেব ! ধিক্ সুর বংশে !
জানি না কি ইচ্ছা ইথে বিধাতার !

৩৭

জানি না এরূপে কত কাল রবে ?
হোক্ স্বর্গপুরী ঘোর রসাতল !
যা'ক্ বিশ্ব হ'তে 'দেব' নাম ধু'য়ে ;
চাহি না—চাহি না—চাহি না মঙ্গল !

৩৮

ছি ! ছি ! এ কি কথা ? এই কি নিয়তি ?
স্বর্গের শাসন অসুরের করে ?
বৈজয়ন্ত ধামে অসুরে বিহারে
দেবতারা বন্দী দৈত্য-কারাগারে ?

৩৯

ছি ! ছি ! রে বিধাতা ! তোমার লিপির
এত বিচিত্রতা ?—এত বিড়ম্বনা ?
রাজত্ব ত্যজিয়া দাসত্ব !—তথাপি
পাপাত্মা দৈত্যের আশা মিটিল না ?

৪০

আর কি বলিব ? বলিতে কি আছে ?
ব'লে ব'লে কণ্ঠ হ'য়েছে বিকল !
দীর্ঘ নিশ্বাসেতে শুকা'য়েছে বক্ষ,
কেঁদে কেঁদে আর চক্ষে নাই জল !

ভারত-রাজলক্ষ্মী।

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ;—ভয়ঙ্করী নিশি !
ঘোর অন্ধকারে ঢাকা দশ দিশি !
নৈশ নীলাম্বরে নীল কাদম্বিনী
গম্ভীর গরজে ;—কম্পিত মেদিনী !
হাঁসি'ছে দামিনী বিকাশি' দশন !
ঘোর বজ্র-রাবে বধির শ্রবণ !
ঝলকে ঝলকে তপ্ত তেজোরাশি
ক্ষরি'ছে,—পুড়ি'ছে সৃষ্টি ; দশ দিশি
চকিতে চকি'ছে ;—পুন অন্ধকার !
শূন্য, জল, স্থল সব একাকার !
কোথা ধরাতল ?—কোথায় আকাশ ?-
কোথা সৃষ্টি-চিহ্ন মানব আবাস ?

কোথায় কান্তার—কোথায় প্রান্তর ?—
কোথায় ভূধর ?—কোথায় সাগর ?—
কোথা নদ-নদী-তরু-তৃণ-দল,
কোথা গ্রাম-পল্লী-নগর সকল ?
কোথা যে কি, নাহি হয় অনুভব,
অন্ধকারে যেন মুছে গেছে সব !
কুটীরে দরিদ্র, মঠে যোগিবর,
পান্থালয়ে পান্থ, সৌধে নরেশ্বর,
দুর্গে সেনাপতি, বন্দী কারাগারে,
গৃহেতে গৃহস্থ, দৌবারিক দ্বারে,
জননীর কোলে সন্তান সন্ততি,
পতি-হৃদয়েতে পত্নী গুণবতী,
কোটরে বিহঙ্গ, কেশরী কন্দরে,
শাখে শাখা-মৃগ, ভুজঙ্গ বিবরে,
জলে জল-জন্তু, স্থলে স্থল-চর,
বনে বন-বাসী, আকাশে খেচর,
যেখানে যে আছে—সকলে শঙ্কিত,
সকলে বিপন্ন, সকলে স্তম্ভিত !
ভীম ঘনঘটা ঘোর গরজনে
ঘোর বজ্র-নাদে, ঘন ভূকম্পনে

উথলে সমুদ্র, টলে চরাচর,
খসে শৈল শৃঙ্গ, মর্ মর্ মর্
শব্দে প্রভঞ্জন ভাঙ্গে বৃক্ষদল !
মহাপ্রলয়েতে ত্রৈলোক্যমণ্ডল
গেল রসাতল। গেল এইবার
গেল রে গেল রে সৃষ্টি বিধাতার !
উন্মত্ত প্রকৃতি, উন্মত্ত পবন,
উন্মত্ত মেঘের উন্মত্ত গর্জ্জন,
উন্মত্ত করকা বৃষ্টি ঝম্ ঝমে,
উন্মত্ত বিদ্যুৎ চকে চম্ চমে !
উন্মত্ত অশনি উগারে অনল,
উন্মত্ত হুঙ্কারে ফাটে নভস্তল !

১

এ হেন ভীষণ দুর্যোগ নিশীথে
কান্দিতেছে কেবা দক্ষিণ শ্মশানে ?
শুন স্থির হ'য়ে ! শুন—ওই শুন
স্বপ্নবৎ শুনা যায় ক্ষণে ক্ষণে !

২

ফের শুন, ঘোর বিকট হুঙ্কার
চীৎকার চিক্রাহি হ'তেছে ভীষণ !

বিশ্ব কম্পমান, বিশ্ব শঙ্কাময় ;
  শঙ্কার শঙ্কিত হ'তেছে জীবন !

৩

ব্যাপার কি ? চল দেখিগে কল্পনে,
  সর্ব্বত্রগামিনী সর্ব্বত্রদর্শিনী,
তুমি ত্রৈলোক্যের জীবন্ত পুতুল
  তুমি ত্রৈলোক্যের আদর্শরূপিণী !

৪

তোমার কৃপায় এ ভবমণ্ডলে
  অদৃশ্য, অশ্রুত কি আছে আমার ?
তোমার কৃপায় পৃথিবীর মাঝে
  কা'রে বা ডরাই ? আশঙ্কা কাহার ?

৫

চলিনু, কল্পনে, শ্মশান উদ্দেশে,
  হৃদয়-মন্দিরে ব'স গো আমার।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা ক'র যেন,
  কল্পনে ! কেবল ভরসা তোমার !

৬

শৈশবেতে তুমি ক্রীড়া-সহচরী,
  যৌবনের সখী প্রৌঢ়ে প্রিয় দূতী,

বার্দ্ধক্যে বয়স্যা মরণের সঙ্গী,
জন্মান্তরে তুমি অগতি সদ্গাতি !

৭

কল্পনে গো ! ওই শ্মশান সৈকত !
দেখে কি যে হ'ল,— বর্ণিব কি ক'রে ?
নিস্পন্দ হৃদয়, কণ্টকিত দেহ
শিহরিল রক্ত প্রতি শিরে শিরে !

৮

তিমিরে ত্রৈলোক্য গভীর আবৃত !
গভীর ভীষণ শ্মশান ভুবন !
গভীর ভাবের আধার যেন রে,
গভীর হৃদয়ে আনন্দ-কানন !

৯

গভীর গর্জ্জনে জ্বলিতেছে চিতা,
পুড়ি'ছে অনন্ত কোটী প্রাণী তায় !
শৃগাল কুক্কুরে করে গণ্ডগোল ;
কবন্ধ দানাতে নাচিয়া বেড়ায়।

১০

শাঁখিনী, ডাকিনী, প্রেতিনী, পিশাচী,
চিৎকার 'চিক্রাহি' ছাড়ি'ছে সঘনে।

চিতা মাংস লয়ে করে লোফালুফি,
কড়্‌মড়্‌ অস্থি চিবায় দশনে !

১১

কাড়াকাড়ি করে, ছুটে উভরড়ে,
হাঁসে, নাচে, গায় আনন্দ অপার।
মুখে রক্ত-ধারা, হাতে সুরা-পাত্র
দাঁড়া'য়ে ভৈরবী কাতারে কাতার !

১২

লক্ষ লক্ষ ভীম জটাজূটধারী
কাপালিক বসি' ছিন্ন-শীর্ষ শবে
করিতেছে ধ্যান ;—ভয়ঙ্কর দৃশ্য !
খায় চিতা মাংস—প্রমত্ত আসবে !

১৩

অদূরে ভীষণদর্শন এ হ'তে
ওই দেখ, হেন দেখ নাই আর,
বসি' ব্যাঘ্রচর্ম্মে উলঙ্গ পুরুষ
ঘোরকৃষ্ণতনু প্রকাণ্ড ব্যাপার !

১৪

আসব-আলস্যে আরো ভয়ঙ্কর,
রক্ত লোল-চক্ষু ঘূরি'ছে কপালে !

করে সুরাপাত্র, মুখে রক্তধারা,
প্রতি কটাক্ষেতে বিদ্যুৎ বিজলে !

১৫

বিকট দুর্গন্ধ উঠি'ছে সর্ব্বাঙ্গে !
প্রতি লোমকূপে জীবন্ত নরক !
প্রতি শ্বাসে ক্ষরে অনল-স্ফুলিঙ্গ,
রক্তলোলজিহ্বা করে লক্ লক্ !

১৬

দীর্ঘ জটাভার, দীর্ঘ শ্মশ্রু-রাশি,
দীর্ঘ বপুঃ স্পর্শ করি'ছে গগন ;
সম্মুখে হ'তেছে লক্ষ নরবলি,
লক্ষ রমণীর সতীত্বহরণ !

১৭

একি ভয়ঙ্কর ! একি নিষ্ঠুরতা !
একি পাপাচার, পৈশাচিক রীতি !
গেল যে জগৎ, রসাতল গেল,
গেল এইবার, গেল সৃষ্টি স্থিতি !

১৮

কেও ভীমকায় বসি' প্রেতভূমে ?
চেন কি উহারে—চেন কি মানব ?

নহে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা,
নহে ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব।

১৯

নিষ্ঠুর তান্ত্রিক রীতি ওর নাম,
বড়ই নির্ম্মম—বড় পাপাচার!
ওরি অত্যাচারে হ'য়ে উৎপীড়িতা
উন্মত্ত প্রকৃতি ছাড়ি'ছে হুঙ্কার!

২০

ওই দেখ দূরে অপূর্ব্ব ষোড়শী,
ভারতের রাজলক্ষ্মী ওঁর নাম!
ওরি উৎপীড়নে হ'য়ে উৎপীড়িতা
ছাড়িয়া যেতেছে আর্য্যদের ধাম!

২১

বহুদিন হ'তে ছিল আর্য্য-গৃহে
মমতা-বন্ধন কাটিতে কি পারে?
যায় যায় আর চলে না চরণ,
স্নেহের আবেগে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে!

২২

রাজগৃহ হ'তে রাজ-লক্ষ্মী যায়,
দেখিয়া শোকেতে কান্দি'ছে প্রকৃতি,

ঝরে অশ্রুধারা, ক্ষরে শিলাবৃষ্টি,
আঁধারিয়া পথ রুধিতেছে গতি!

২৩

চমকি' বিদ্যুৎ প্রদর্শি'ছে শঙ্কা,
হুঙ্কারি' জলদ, হুঙ্কারি' পবন
জাগাই'ছে আর্য্যে, কিন্তু কে তা' শুনে?
ভক্তির কুহকে মুগ্ধ আর্য্যগণ!

২৪

মুক্তির মোহেতে নিদ্রাগত আর্য্য,
কোথা' কি হ'তেছে কে দেখে চাহিয়া?
দুর্দ্দশা-সাগরে ডুবা'য়ে সংসার
রাজ-লক্ষ্মী যায় ভারত ছাড়িয়া!

২৫

ঘোর পাপাচার, ঘোর নিষ্ঠুরতা,
কোমল হৃদয়ে সহিতে কি পারে?
নিরুপায় ভাবি' আর্য্যরাজলক্ষ্মী
আত্মসমর্পিল যবনের করে!

লক্ষ্মীরাণীর হৃদয়োচ্ছ্বাস।

১

এস যুবরাজ! দাঁড়াও দেখি হে!
বলি দুট কথা যাইবার কালে;
বলি দুট কথা হৃদয় খুলিয়া,
অবজ্ঞা ক'র না অভাগিনী ব'লে!

২

ভারত দেখিয়া যেতেছ কি গৃহে?
ভারত কি দেখা হইল তোমার?
যাইবার কালে একবার এস,
দেখে যাও ঘোর অন্ধকারাগার!

৩

দেখে যাও এই অভাগীর দশা!
দেখে যাও হৃদে জ্বলে কি অনল!
দেখে যাও মর্ম্মে জাগি'ছে কি শোক!
দেখে যাও মম নয়নের জল!

৪

দেখে দীনহীনা ঘৃণা ক'র না'ক,
এরূপ দুর্দ্দশা হ'য়েছে সম্প্রতি!

এখন হ'য়েছি তরঙ্গের তৃণ,
ছিনু আমি পূর্ব্বে নন্দন-ব্রততী।

৫

ইতিপূর্ব্বে ছিনু অতি ভাগ্যবতী,
সৌভাগ্যের ক্ষেত্র ছিল পরিসর।
ছিনু বরদার রাজরাজেশ্বরী!
স্বামী ছিল মম রাজ-রাজেশ্বর!

৬

কিছুই না জানি, কিছুই না শুনি,
বিনা মেঘে হ'ল অশনি সম্পাত!
নৈতিক বিচারে, সভ্যের চক্রেতে
সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন হ'ল অকস্মাৎ!

৭

পূর্ব্ব দিন স্বামী, রাজা সিংহাসনে;
পরদিন হ'ল বন্দী কারাগারে!
পূর্ব্ব দিন ছিনু রাজ-রাজেশ্বরী,
পর দিন হৈনু অভাগী সংসারে!

৮

আমারি রাজত্ব, আমারি সর্ব্বস্ব,
মম অন্তঃপুর, প্রাসাদ ভবন,

রাত্রি প্রভাতেতে আমি কেহ নই ;
বা'র হ'তে হ'ল পরের মতন !

৯

সূর্য্যের উত্তাপ দেখি নাই কভু,
দেখি নাই কভু বাহির তোরণ,
অন্তঃপুর ছাড়ি' এক পদ কভু
করি নাই আমি অন্যত্র গমন !

১০

আজি অভাগিনী বাহিরিয়া পথে,
সকল সমক্ষে দাঁড়া'য়েছে আসি' ;
আজ অভাগিনী তোমার সাক্ষাতে
একে একে সব ক'বে দুঃখ রাশি !

১১

তোমার সাক্ষাতে গা'বে দুঃখ-গীত,
নাই লজ্জা, নাই জীবনের ত্রাস !
নাই কুল মান, নাই অবরোধ,
নাই উদরান্ন, নাই গৃহবাস !

১২

দেখ, এই দেখ, এক বস্ত্র ভিন্ন
দ্বিতীয় বসন নাহিক অঙ্গের,

দেখ, যুবরাজ ! রাজ-প্রতিনিধি,
কাঙ্গালিনী মোরে করেছে পথের !

১৩

দেখ, যুবরাজ ! হ'য়েছি রাক্ষসী !
দেখ রুক্ষ কেশ, কঙ্কালের ভার !
আমিই আছিনু বরদার রাণী,
দেখিয়া, এখন চিনে সাধ্য কা'র ?

১৪

দেখ, যুবরাজ ! দেখ মোর দশা,
এই এক দৃশ্য দেখ ভারতের !
দেখেছ আহ্লাদে হাস্যের তরঙ্গ,
দেখ হাহাকার দারুণ শোকের !

১৫

যুবরাজ ! তুমি দীর্ঘজীবী হও,
অবলার দিব্য লাগে হে তোমারে।
কায়মনঃপ্রাণে পূজিব তোমায়,
করি নিমন্ত্রণ, এস কারাগারে !

১৬

আসিয়া এ দেশে কত কি দেখিলে,
বিবিধ বিধানে হইলে হে সুখী !

বিবিধ বিধানে হইলে সন্তুষ্ট,
ভারতের স্বপ্ন সৌভাগ্য নিরখি' !

১৭

নানামতে কত পাইলে সম্মান,
পাইলে প্রণামী, সুখ্যাতি, সাবাসি,
যাইবার কালে বিষাদ-কাহিনী,
শুনে যাও দুট কারাগারে আসি' !

১৮

দেখিলে বিবিধ আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
শোকের উচ্ছ্বাস দেখ একবার,
দেখিলে কাশ্মীর স্বর্গীয় ভবন,
নরক দেখিয়া যাও বরদার !

১৯

দেখিলে বিচিত্র প্রাসাদ ভবন,
দেখে যাও মোর অন্ধকারাগার !
দেখিলে বিচিত্র আলোকের শোভা,
দেখ পুনরায় নিবিড় আঁধার !

২০

শুনিলে বন্দনা, বাদ্য সুললিত,
সঙ্গীতে শীতল করিল পরাণ ;

যাইবার কালে এস কারাগারে,
শুনে যাও উষ্ণ সন্তাপের গান!

২১

দেখিলে বিবিধ অনল উৎসব,
দেখ হে আমার হৃদয়-অনল
জ্বলি'ছে কিরূপে, ইহার কি জ্বালা,
এস হে দেখাই চিরি' বক্ষঃস্থল!

২২

শুনিয়াছি তুমি পর দুঃখ বুঝ,
শুনিয়াছি তুমি দয়ার সাগর,
আজ তব দয়া বুঝিতে পারিব,
এস দেখি মোর সঙ্গে, গুণাকর!

২৩

আমার প্রাণেশ বঞ্চেন যেখানে,
এক রাত্রি তথা হইবে থাকিতে।
কারাগৃহে তোমা পূজিয়া আমরা,
প্রাণ উপহার দিব তব হাতে!

২৪

চল কারাগারে, চল মোর সঙ্গে,
চল দেখা দিতে বরদা ঈশ্বরে;

অন্ধকারাগৃহে নিরবে একাকী,
প্রাণেশ আমার বঞ্চেন কাতরে !

২৫

যুবরাজ ! তুমি এসেছ ভারতে,
আনন্দিত সবে দেখিয়া তোমাকে ;
সকলের মুখে হাসির তরঙ্গ,
কেবল আমরা পুড়ি মনোত্নঃখে !

২৬

যুবরাজ! আমি তুঃখিনী অবলা,
জানি না আদর সম্মানের রীতি ;
জানি না কি হ'লে হইবে সন্তুষ্ট,
সন্তুষ্ট করিতে আছে কি শকতি ?

২৭

নাই স্বর্ণ রত্ন হীরা মুক্তা মণি,
কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব তোমায় ?
দয়াময়! শুদ্ধ দয়া করি' যদি
পদার্পণ কর নাথের কারায় !

২৮

যুবয়াজ ! এস দেখে যাও চক্ষে,
তোমাদের হৈতে কি হ'য়েছে মোর

তোমাদের হৈতে এই ভারতের,
ঘটে'ছে কেমন বৈচিত্র্য কঠোর !

২৯

তোমাদের হৈতে মহারাষ্ট্রপতি,
হারাইয়া রাজ্য, বন্দী কারাগারে!
তোমাদের হৈতে আমি লক্ষ্মী রাণী
পথের কাঙ্গালী হয়েছি সংসারে।

৩০

তোমাদের হৈতে হ'য়েছে সকলি,
বাকি কিছু নাই হইবার আর ;
বাকি আছে প্রাণ, এস' যুবরাজ !
তাও আজ দিব লও উপহার !

৩১

কোথা নর্থব্রুক ! তুমি শুদ্ধ এস,
তুমিই করে'ছ দুর্দ্দশা এমন !
তুমিই দিয়াছ চাঁদেতে কলঙ্ক,
বরদার ভাগ্যে তুমিই শমন !

৩২

তুমিই নির্ম্মল ব্রিটিশ গৌরবে
কলঙ্ক-কালিমা করেছ অর্পণ ;

ভারতের চিহ্ন যত দিন র'বে,
উড়িবে তোমার সুকীর্ত্তি-কেতন!

৩৩

নর্থব্রুক! এই চলিলে ত দেশে,
সম্বন্ধ ঘুচা'য়ে ভারতের সনে,
ক'দিনের জন্য এসেছিলে এথা,
যাইতে হ'বে যে ভাবনি কি মনে?

৩৪

নর্থব্রুক! এসে দু'দিনের জন্যে
চির দিন তরে কিনিলে অখ্যাতি!
ব্রিটিশ শাসনে ঘুচা'লে বিশ্বাস,
রাখিলে সংসারে সভ্যতার খ্যাতি!

৩৫

দিন, মাস, যুগ সকলই যায়,
যায় ধন, জন,—কিছুই থাকে না;
সুকীর্ত্তি, কুকীর্ত্তি এই মাত্র থাকে,
এই মাত্র হয় সর্ব্বত্র ঘোষণা!

৩৬

দিব্য কীর্ত্তি রেখে চলিলে স্বদেশে,
আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবি হও;

আমায় কাঁদা'য়ে সুখে থে'ক তুমি,
বিদেশীয় বন্ধু!—অন্য তুমি নও!

৩৭

যুবরাজ! শোক বুঝে'ছ কি মোর?
দেখিতে পেয়েছ হৃদয়-অনল?
হ'লে কি দুঃখিত অভাগীর দুঃখে?
নিভা'তে পার কি এই কালানল?

৩৮

যুবরাজ! বড় যন্ত্রণা!—ইহার
জ্বালায় অস্থির! ভস্ম হয় বুক!
যুবরাজ! এই দেখে যাও চক্ষে,
দেখিলে অনেক শান্ত হবে দুখ!

ইন্দ্রালয় দর্শনে।

কিবা—
হেরি রে, এ যে সকলি সুন্দর!
সকলি নবীন মনোহরতর,
সকলি সুখের, সকলি প্রেমের,
সকলি অপূর্ব্ব মাধুরি!
সকলি আহ্লাদ, সকলি আনন্দ!

সকলি প্রফুল্ল, সকলি সুগন্ধ !
সকলি যথেষ্ট, সকলি অসংখ্য,
সকলি সচ্ছল ;—আমরি !
আহা !
মরি রে, এ যে নবীন জগতে
নব অভ্যুদয় দেখিতে দেখিতে;—
নবীন শীতল সরস পবন,
নব রবি, শশী, নবীন গগন,
নবীন নক্ষত্র, নব গ্রহদল,
নবীন শ্যামল স্বচ্ছ ধরাতল !
নবীন উদ্ভিজ্জ, নবীন শেখর,
নবীন সরিৎ, নবীন সাগর !
নবীন প্রান্তর, নবীন কানন,
নবীন জগতে নব জীবগণ,
নবীন তরুর নবীন শাখায়
নবীন পল্লব, নব বৃন্ত, তায়
নবীন নবীন কুসুম বিকাসে,
নব পরিমল নবীন বাতাসে
নবীন প্রদেশে বিতরি'ছে ধীরে !
নবীন বসন্ত বিকাশ, কিবা রে

নবীন নিকুঞ্জে নব পিকবধূ
কুহরে পঞ্চমে ছড়াইয়া মধু।
নবীন লতিকা নবীন বরণে
নবীন অমিয় ফল আভরণে
নবীন সুন্দর সেজেছে কেমন!
আহা! কি শোভা রে কোথা এলে মন?
এযে—
সকলি নবীন, সকলি অতুল,
সকলি সকল সুন্দরের মূল!
সকলি সুখের, সকলি প্রেমের,
সকলি অপূর্ব্ব মাধুরি!
সকলি আহ্লাদ, সকলি আনন্দ,
সকলি প্রফুল্ল, সকলি সুগন্ধ,
সকলি যথেষ্ট, সকলি অসংখ্য,
সকলি সচ্ছল নেহারি!
এথা—
নাই রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যুভার,
নাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, অহঙ্কার,
নাই আত্মগ্লানি, নাই শত্রুভয়,
নাই পক্ষপাত (সরলতাময়!),

নাই হিংসা, দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান,
নাই পরনিন্দা, পর-অপমান,
নাই শান্তিভঙ্গ, রাজভয় নাই!
নাই দণ্ডভয়, করপীড়া নাই,
নাই দরিদ্রতা, নাই হাহাকার,
নাহিক দাসত্ব-প্রভুত্ব-বিচার!
নাই অধীনতা—সকলে স্বাধীন,
সকলে সুন্দর সকলে প্রবীণ,
সকলে আপন হৃদয়ের রাজা,
সকলের কিবা বক্ষঃস্থল তাজা!
সকলেই যুবা, সকলে রসিক,
সকলে ভাবুক প্রাজ্ঞ সমধিক,
সকলেই এক, এক প্রাণমন,
এক কলেবর, একই গঠন,
একতা, বীরতা, সমতা, সদ্‌জ্ঞানে
হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি প্রকাশে বদনে,
নয়নে ললাটে নিকলে প্রতিভা,
বর্ণ যেন তপ্ত কাঞ্চনের আভা;
অপূর্ব্ব সৌরভ প্রকাশি'ছে গাত্রে,
সুধার আবেস প্রকাশি'ছে নেত্রে;

মধুপানে মত্ত, প্রেমে ডগ মগ।
ভাবে ঢল ঢল ধর গো, ধর গো!
কল্পনে! আমায় আনিলে কোথায়!
এরে বলে কোন্ নগরী?
এ আবার কোন্ আনন্দ-বাজার?
এ আবার কোন্ মাধুরী?
এযে, এক ছাঁচে ঢালা, একই গঠন,
অসংখ্য অনন্ত প্রাসাদ ভবন;
কাঞ্চনের কড়ি, রজতের ইট,
মুকুতার চুণে রতনে নির্ম্মিত;
হীরকের দ্বার, অলিন্দ ঝলকে,
হীরার কলস ধক্ ধক্ ধকে;
অত্যুচ্চ বৃহৎ হর্ম্ম্যরাজি-শিরে
বিচিত্র বসনে মাণিক ঝালরে
উড়ে সারি সারি বিচিত্র নিশান,
অবারিত দ্বারে নাই দ্বারবান,
কোন স্থানে যেতে কারো বাধা নাই,
যাহারে নেহার অভিন্ন সবাই;
প্রতি কক্ষদেশ অপূর্ব্ব সজ্জিত,
অপূর্ব্ব রঙ্গেতে অপূর্ব্ব রঞ্জিত;

অপূর্ব্ব বসনে অপূর্ব্ব ভূষণে
অপূর্ব্ব রমণী রূপের কিরণে
কক্ষে কক্ষে খেলে—স্থির সৌদামিনী—
কক্ষে কক্ষে যত সুস্থির যৌবনী
নাচি'ছে হাসি'ছে গাই'ছে সুস্বরে !
বাজি'ছে মুরলী, মৃদঙ্গ, মন্দিরে,
বীণা বংশী, স্বর-তরঙ্গ-লহরী,
মধুর মধুর উছলে, আমরি !
আনন্দে বিভোর, সুধা পান করে,
হ'য়ে মাতোয়ারা গায় মধুস্বরে,
হ'য়ে মাতোয়ারা গায় প্রেমগীত,
কি শুনি রে !—শুনে হইনু মোহিত !

১

কল্পনে গো, এ কি স্বর্গেতে আনিলে ?
সম্মুখে ও কি গো বিরজা বিরাজে ?
সুবর্ণ-সলিল-প্রবাহ সুন্দর,
সুবর্ণের হংস চরে মাঝে মাঝে !

২

সুবর্ণে গঠিত সহস্র সোপান,
সুবর্ণের নৌকা, রতনের দাঁড় ;

দেববিদ্যাধরী লইয়া হৃদয়ে
ভেসে যায় তরী কাতারে কাতার।

৩

সুবর্ণ সোপানে অসংখ্য নাগরী
করি'ছে সুন্দর সুখাবগাহন,
আহা! কি নগর!—কি আনন্দ ধাম!
নরে কি ভাবিতে পারে এ কেমন?

৪

অন্যদিকে ও কি?—বৈজয়ন্তপুরী?
কোটি জলধনু কান্তি-শোভমান,
কোটি চন্দ্রদ্যুতি একত্র ভাতি'ছে,
হেরিয়া পুলকে শীহরে পরাণ;

৫

পুরী দ্বারে দ্বারে পরীর প্রহরী,
দেব দেবাঙ্গনা প্রকোষ্ঠে বিরাজে;
অসংখ্য পতাকা উড়ে সৌধ-শিরে,
তোরণে দুন্দুভি জয়রাবে বাজে!

৬

ভিতরে বাজি'ছে আনন্দ-আরতি,
গাই'ছে অপ্সরে স্তুতি সুললিত,

দেবতাবেষ্টিত দেব পুরন্দর
আনন্দে শুনি'ছে অপূর্ব্ব সঙ্গীত !

৭

সুধার আবেসে ঢুলু ঢুলু আঁখি,
হৃদয়-আনন্দ উছলে বাক্যেতে ;
বিদ্যাধরীগণ যোগাই'ছে সুধা,
সুধাপান করে যত অমরেতে !

৮

সম্মুখে অপূর্ব্ব নন্দনউদ্যান ;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন
ফুটে পারিজাত বিতরে সুগন্ধ,
বিতরে অমিয়,—পিয়ে অলিগণ !

৯

নানাবর্ণ ফুল, নানাবর্ণ অলি,
নানাজাতি মধু সুগন্ধ সচ্ছল ;
অপূর্ব্ব বিলাস অপূর্ব্ব সুখেতে,
স্বচ্ছন্দ অমরা, স্বচ্ছন্দ সকল।

১০

এথা সন্ধ্যা গায়ত্রী বেদ সঙ্গীত সাহিত্য
জ্ঞান সত্য ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্ সব,

মূর্ত্তিমান প্রেম, মূর্ত্তিমতী দয়া,
মূর্ত্তিমান সাম্য, বীরত্ব, গৌরব !

১১

মূর্ত্তিমান বুদ্ধি, বিবেক, বৈরাগ্য,
মূর্ত্তিমান্ শুভ, ভাগ্য, গতি, মুক্তি,
মূর্ত্তিমান্ শৌর্য্য, একত্ব, বিশ্বাস,
পুণ্য, পরকাল, কীর্ত্তি, মায়া, ভক্তি !

১২

মূর্ত্তিমতী পূজা, তপস্যা, সমাধি,
যাগ, যজ্ঞ, হোম, বহ্নি, বায়ু, জল।
মূর্ত্তিমান মেঘ, অশনি, বিদ্যুৎ,
নক্ষত্র, চন্দ্রমা, সূর্য্য, গ্রহ দল।

১৩

হেন সভাস্থলে, বলিব কল্পনে,
বলিব আমার দুঃখ সবিশেষ ;
বলিব মর্ত্ত্যের দুর্দ্দশা-কাহিনী,
বলিব নরক-নিবাসের ক্লেশ !

১৪

দেখাইব চিরি' দগ্ধ বক্ষঃস্থল,
তবকে তবকে জলে কি দহন !

দেখাইব খুলি' মাথার উষ্ণীষ,
শক্র-পদাঘাত জাগি'ছে কেমন !

১৫

দেখা'ব চরণে শৃঙ্খলের ক্ষত,
দেখাইব মর্ম্মে দাসত্বের ব্যথা !
দেখাইব স্কন্ধে ভীম কর-ভার,
বলিব প্রকাশি' দারিদ্র্য-বারতা !

১৬

বল, গো কল্পনে ! কেবা দেবরাজ ?
বল কা'র কাছে গাই দুঃখগীত ?
দুর্দ্দশার স্রোতে ভাসে মর্ত্ত্যলোক,
শুনি' পুরন্দর হ'বে' কি দুঃখিত ?

১৭

কল্পনে গো ! তুমি পাপ, পুণ্য, জ্ঞান,
আলো, অন্ধকার, আকাশ, জলধি,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, স্বর্গ, পৃথ্বী,
পাতাল, নরক, সুখ, দুঃখ আদি

১৮

সকলের, দেবি ! জীবন্ত আদর্শ,
বালক, যুবক, প্রবীণ, প্রাচীন,

অন্ধ, খঞ্জাতুর, বধির প্রভৃতি
সকলে সংসারে তোমার অধীন।

১৯

তোমার সহায়ে ফুটিতেছে বাক্য,
তোমার সহায়ে গাই দুঃখগীত;
তোমার সহায়ে পেরেছি জানিতে
সংসারে আমরা বিধি-বিড়ম্বিত!

২০

তোমার সহায়ে আজি সুরলোকে
দেবসভাস্থলে খুলিব হৃদয়;
দেখি—দেখি' শুনি' মর্ত্ত্যের দুর্দ্দশা
দেবের করুণা হয় কি না হয়?

২১

দেবরাজ! এই ত্রয়স্ত্রিংশ কোটি
দেবতাবেষ্টিত ত্রিদিব-সভায়
আমি মর্ত্ত্যবাসী শত্রু-উৎপীড়িত,
দীন হীন ক্ষীণ জীবন্মৃত প্রায়

২২

দাঁড়ায়েছি, দেব! করনাক ঘৃণা;
করি প্রণিপাত সবার চরণে;

অমর-উচিত জানি না বন্দনা,
অপরাধ কিছু ভাবিও না মনে।

২৩

দেবরাজ! বড় দুর্দ্দশায় পড়ি'
এসে'ছি ত্রিদিবে দেবতা-সদনে,
এমন মনুষ্য নাই মর্ত্ত্যলোকে
আমার দুর্দ্দশা বুঝে কিম্বা শুনে।

২৪

চন্দ্রসূর্য্যবংশ হ'য়েছে নির্ব্বাণ,
হ'য়েছে অবনী তিমিরে আবৃত!
আঁধারে উড়ি'ছে খদ্যোতের পাঁতি,
পেচকে গাই'ছে কর্কশ সঙ্গীত!

২৫

ভানুর মন্দিরে হনুর প্রভুত্ব,
অন্যায়ের রাজ্য, ন্যায় পদানত,
স্বার্থের সমুদ্রে ভাসে মর্ত্ত্যলোক,
সত্যের গৌরব হইয়াছে হত!

২৬

নাই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন,
রাবণ-দমন রাম ধনুর্দ্ধর,

নাই ব্যাস, নাই বাল্মীকি ধীমান,
নাই সে হস্তিনা, অযোধ্যানগর !

২৭

নাই ধনুর্ব্বাণ, নাই তলওয়ার,
নাই ভল্ল, নাই মল্লবীরপনা,
নাই আস্ফালন, নাই হুহুংকার,
নাই ঘনঘোর দুন্দুভি-ঘোষণা !

২৮

দস্যুর পীড়ন হ'য়েছে মর্ত্ত্যেতে
আত্মরক্ষা করি হেন শক্তি নাই !
পৃথিবী হ'য়েছে গভীর নিদ্রিত,
আশ্রয় কে দেয় ? কোথায় দাঁড়াই ?

২৯

নাই পিতা মাতা, নাই বন্ধুজন,
নিরাশ্রয় শিশু আছি গোটাকত !
উদরান্ন বিনা ক্ষুধায় অস্থির,
দস্যুর পীড়ন স'ব আর কত ?

৩০

দেহে রক্ত নাই, তবু রক্ত চাহে,
না দিলে অস্থিতে করে বেত্রাঘাত !

ত্রাহি ত্রাহি ডাকি!—কে শুনে সে কথা!
কোথায় দাঁড়াই!—রক্ষা কর, নাথ!

৩১

কাঁদিলে দ্বিগুণ হ'য়ে ক্রোধান্বিত,
বাঁধিয়া শৃঙ্খলে প্রহারে দ্বিগুণ;
রাখে কারাগারে বক্ষে দিয়া শিলা,
শুনে না বিনতি কাতর বচন!

৩২

জঠর-অনল নিবা'বার তরে
ভিক্ষা করি আনি—তারো অংশ চায়!
'দিব না' বলিতে হয় না সাহস,
কবলিত গ্রাস বলে কেড়ে লয়।

৩৩

হইনু আশ্রিত—রক্ষা কর, নাথ!
নহে মরুভূমি হ'ল মর্ত্ত্যদেশ!
হইল শ্মশান!—দহিল সকল!—
যাহা যাহা ছিল হ'ল সব শেষ!

পরাধীনের প্রণয়

১

ধীরে ধীরে যায়—ফিরে ফিরে চায়—
থমকি' থমকি' দাঁড়ায় ওই।
প্রণয়বন্ধন কঠিন কেমন,
যাইতে চরণ উঠি'ছে কই?

২

"যাইতে হ'বে না,—ফিরে এস, নাথ!
দুখে সুখে দিন কাটিয়া যা'বে।
উদরের দায়ে তোমা হেন ধনে
বিদেশে দাসত্বে বেচিতে হ'বে!

৩

"স্মরিয়া এ কথা ফেটে যায় বুক;
অহে নাথ! ফিরে এস হে ঘরে;
যেমন অবস্থা, তেমনি থাকিব,
রাজত্ব পাইব তোমারে হেরে।

৪

"শত সম্রাটের ধন তুমি মোর!
তব অধরের মধুর হাসি,

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বে বিনিময় হ'ক,
বলিলেও আমি ভাল না বাসি!

৫

"তোমার তুলনা আছে কি জগতে?
তুলনার ধন তুমি কি আমার?
আঁধারের আলো, নির্জ্জীবে জীবন,
সংসার বন্ধন, সংসারের সার!

৬

"আকাশের চাঁদ, নক্ষত্রের পাঁতি,
নন্দন-সৌরভ, পুষ্পের মধু,
মলয় বসন্ত, সুগন্ধ সমীর,
কিশলয় দাম; বঁধু হে! শুধু

৭

"এ সবার সঙ্গে তোমার তুলনা
হইবে না; চাঁদে কলঙ্ক আছে,
নির্ব্বাত-বন্ধুর-দগ্ধ-শৈলময়
চাঁদ কিসে লাগে তোমার কাছে?

৮

"পরের প্রত্যাশী পরাধীন চাঁদ,
পরের কিরণে ফুটিয়া থাকে।

তুমিও বাঙ্গালি পরের প্রত্যাশী,
পরাধীন জীব, পরের সুখে

৯

"ফুটে থাক, দেখ পরের নয়নে!
পরের কিরণে তোমার জ্যোতিঃ,
এই সে কারণে তোমার সহিতে
চাঁদের তুলনা করি হে যদি—

১০

"তাহা করিব না; বংশ-ক্রমাগত
এরূপ দশা ত ছিল না তোমার।
সে দিনো তোমার প্রখর রশ্মিতে
উজলিতেছিল সমগ্র সংসার!

১১

"সে দিনো তোমার সুকীর্ত্তি বাতাস
যশের সৌরভ বহন ক'রে,
অরণ্য সুমেরু সিন্ধু অতিক্রমি'
আসমুদ্র ক্ষিতি, প্রত্যেক ঘরে,

১২

"বিতরিতেছিল; সেই বাতাসেতে
ফুটেছিল কত অরণ্য ফুল!

সেই বাতাসেতে সিন্ধু উদ্বেলিয়া
কেঁপেছিল ক্ষিতি, সুমেরু মূল !

১৩

"নক্ষত্রের পাঁতি দিবসে লুকায়,
অরণ্য-উদ্ভিদ নন্দন হয় ;
যে কুসুমে কীট করে নিবসতি,
তা'র মধু কভু পবিত্র নয় !

১৪

"মলয় সমীর সমান বহে না,
বসন্তের শোভা রহে না চির,
কিসলয় কালে শুখাইয়া খসে ;
তুমি যে আমার অটল—স্থির !

১৫

"নিশ্চয় করিয়া তুমি যে আমার ;
আমি তব দাসী সেবিয়া তোমা,
কত জন্ম গেল, কত জন্ম যা'বে ;
কত অপরাধ করেছ ক্ষমা !

১৬

"অমূল্য সম্পত্তি তোমার প্রণয়,
জীবনে জীবিত, মরণে সাঁথি।

অপার্থিব ধন তোমার আদর,
তোমারি চরণে আমার গতি।

১৭

"সংসার অরণ্য ভয়াল দুর্গম!
তাহে জন্ম-অন্ধ অবলা জাতি,
দুর্গমের পথে সম দুঃখী হ'য়ে
একমাত্র, নাথ! তুমিই সাঁথি!

১৮

"কিসে সুখে র'ব, কিসে সুখী হ'ব,
এই মাত্র চিন্তা হৃদয়ে ল'য়ে
ফির দিবানিশি, আমি অভাগিনী
তোমার এ দুঃখ দেখি হে চেয়ে!

১৯

"দরিদ্র বঙ্গেতে দাসত্ব ব্যবসা,
বাণিজ্য শিল্পের গৌরব গেছে,
গেছে অর্থ-নীতি, বিজ্ঞান-কৌশল,
জীবনি সামর্থ্য বাকি কি আছে?

২০

"বেড়েছে সভ্যতা, উপাধির ঘটা!
রাজা, রায়, রাঁয়া, রায় বাহাদুর,

গ্রাণ্ড কমাণ্ডার, ষ্ট্যার, বা রাংলার,
এমে, বিএ আদি হ’য়েছে প্রচুর !

২১

“ডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল, কৌন্সেলি,
নেটিব সিভিল কেরাণী যত,
মাষ্টার, ডাক্তার, চাপ্রাসি, পদাতি,
বাবু বাহাদুর !—গৌরব কত !

২২

“নামে বড় ঘটা, কার্য্যেতে কাঙ্গালি,
সভ্যতা ব্যতীত দেখিনা আর।
বাক্যে বাহাদুর, বক্তৃতাবাগীশ,
অন্দরে বীরত্ব !—তিষ্ঠান ভার !

২৩

“দাসত্বে বিকা’বে অমূল্য জীবন,
বাঙ্গালি-ললাটে বিধাতা বুঝি
বসি’ অন্ধকারে এই কালবাক্য
লিখিল চখের পলক বুঁজি ?

২৪

“ফিরে এস, নাথ ! যাইতে হ’বে না ;
কোথায় যাইবে দাসীরে ছেড়ে ?

যত দুঃখ স'য়ে, উপবাসী র'য়ে,
দিনান্তে দেখিব নয়ন ভরে !

২৫

"চাহিনা সম্মান, সম্পদ, সৌভাগ্য,
অর্থ, অট্টালিকা, বিলাস রাশি,
ভোগ, তৃষ্ণা, শান্তি, রত্ন, অলঙ্কার,
সৌন্দর্য্য, সুশয্যাকারিণী দাসী।

২৬

"দরিদ্রতা স'ব, বৃক্ষতলে র'ব,
নগরে মাগিয়া খাইব, তবু
অমূল অতুল তোমা হেন নিধি
পরের করেতে দিব না কভু।

২৭

"প্রাণের ভিতরে অতি যত্ন করে,
লুকা'য়ে রাখিব অমূল্য নিধি,
অপরের হাতে, কভু কোন মতে,
দিব না, দৈবাৎ দেই হে যদি,—

২৮

"—শূন্য প্রাণ ধ'রে, যাহারে তাহারে
দিব না ; যে জন রতন চিনে,

হৃদয়ের ধন রাখিতে যে জন
আমার মতন যতন যানে,

২৯

"তাহারেই দিব, কিন্তু ফিরে নিব
তখনি আবার ; দিনেক তরে,
রাখিতে নারিব, যখন লইব
কষিত কাঞ্চনে কষিব ফিরে।

৩০

"ওজন করিব, পরীক্ষি' দেখিব,
হৃদয়ে লুকা'য়ে রাখিব নিধি ;
দরিদ্রের ধন, অমূল্য রতন,
কত পুণ্য ফলে পেয়েছি যদি,

৩১

"অতি নিরজনে অতি সঙ্গোপনে
হেরিব একাকী সতর্ক ভাবে,
শব্দমাত্র পেলে লুকা'ব অঞ্চলে,
পাছে কে কোথায় দেখিতে পা'বে।

৩২

"তোমা নিধি তরে যা' আছে সংসারে,
অকাতরে তাহা ত্যজিতে পারি,

বিলাস বৈভব, সম্পদ, গৌরব,
এর কাছে তুচ্ছ গণনা করি।

৩৩

"যেখানেই থাকি, যদি চক্ষে দেখি,
যদি একত্রেতে থাকিতে পারি,
দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, দাসীত্ব-বেদনা,
রোগ, শোক, ক্লেশ মনে কি করি ?

৩৪

"অন্ধ কারাগারে, দুর্গম কান্তারে,
দেশান্তে দীপান্তে যেখানে রই।
যে কোন যন্ত্রণা, যে কোন বেদনা,
নিগ্রহ, নিরাশা, যতই সই,

৩৫

"নিদাঘ-তপনে, তৃষিত পরাণে
মরুভূমে যদি পড়িয়া থাকি,
কিসের নিরাশা, কিসের পিপাসা
তোমায় যদ্যপি নয়নে দেখি ?

৩৬

"আশ্রয় বিহনে, বিনা আবরণে
হিমান্তে অসহ্য হিমানী স'য়ে,

বরিষার বারি মস্তকেতে ধরি,
হৃদয়ের নিধি হৃদয়ে লয়ে,

৩৭

"চির দিবানিশি অকুলেতে ভাসি'
হৃদয়েতে যত হইব সুখী,
প্রাসাদ বাসিনী, সৌভাগ্য শালিনী,
মম সম সুখী হইবে সে কি ?

৩৮

"মৃত্যুশয্যা'পরে, যন্ত্রণা পাথারে
সহস্র ভুজঙ্গে দংশিবে যবে,
তখনো এ ধনে হেরিলে নয়নে,
অমৃত-প্রবাহ হৃদয়ে ব'বে।

৩৯

"জীবিত-ঈশ্বর ! প্রাণ-সহচর !
কোথা যা'বে তব দাসীরে ফেলে ?
করি যোড় হাত, ফিরে এস, নাথ !
অধীনীরে একা ফেলিয়ে গেলে।—

৪০

"অবলার প্রাণ কুসুম সমান,
বজ্র-সম তব বিরহানল

সহিতে নারিবে, দহিবে দহিবে
দেহ, মনোবৃত্তি, জীবন-বল !

৪১

"তোমার বিহনে মরিব পরাণে,
মরিব নিশ্চয়, দেখিও পরে।
এক তিল ছাড়ি' থাকিতে না পারি,
এ দীর্ঘ বিচ্ছেদ স'ব কি ক'রে ?

৪২

"তোমার কারণে সংসার-ভবনে
খেলাধূলা ল'য়ে র'য়েছি বসি' ;
তোমার লাগিয়া, সকল ত্যজিয়া
জ্বলন্ত অনল মাঝারে পশি'

৪৩

"খুঁজিতেছি সুধা-শান্তি-নিকেতন,
মরুভূমে খুঁজি কমল দল ;
তোমারি কারণে নিরেট পাষাণে
খুঁজি'ছি সুখদ শীতল জল !

৪৪

"তোমারি কারণে সাগর জীবনে
পশে'ছি রতন লাভের তরে ;

তোমারি কারণে অসাধ্য সাধনে
হ'য়েছি নিযুক্ত পৃথিবী'পরে।

৪৫

"তোমারি কারণে হৃদয়-গগনে
একমাত্র আশা নক্ষত্র ভাতে;
তোমারি কারণে সংসার কাননে
বেঁধেছি কুটীর,—থাকিব তা'তে

৪৬

"তোমারি কারণে হৃদয়ে গোপনে
পু'ষেছি বৃশ্চিক আদর ক'রে;
তোমারি কারণে পাগল পরাণে
হাসি কাঁদি, গাই হৃদয় ভরে।

৪৭

"তুমি অভাগীর মনের উৎসাহ,
তুমি একমাত্র প্রাণের প্রাণ;
তুমি সর্ব্বসার, জীবন-আধার,
তোমাভিন্ন দাসী জানে না আন

৪৮

"তুমি আশা, তুমি ভরসা আমার,
তুমিই উৎসাহ, হৃদয়, বল;

তুমি নিরাশ্রয়ে আশ্রয়-পাদপ,
তুমি পিপাসার শীতল জল !

৪৯

"তুমি অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোক,
সংসার সাগরে তরণী মম ;
তুমি ধর্ম্মঅর্থকামমোক্ষ ভবে,
কে আছে আমার তোমার সম ?

৫০

"ভবে তুমি মোর উপাস্য দেবতা,
তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান সাধনা আদি ;
যোগ, উপাসনা, তপস্যা, সমাধি,
তব পাদপদ্মে সকলি বিধি।

৫১

"তুমি সত্য-ধর্ম্ম-জ্ঞান-মুক্তি-গতি,
তব ব্রহ্মবাক্যে অটল জ্ঞান ;
তব আজ্ঞা মম নিয়তি লিখন
তুমি ইষ্টাপূর্ত্ত, ধারণা, ধ্যান।

৫২

"জাগ্রতে নিদ্রিতে শয়নে স্বপনে
তব চিন্তা বিনা জানি না আর,

যে দিকে যা' দেখি, যে দিকে যা' শুনি,
সকল পদার্থে তুমিই সার।

৫৩

"এস, নাথ! যেতে হ'বে না দাসত্বে,
চল ত্যজি' গৃহ অরণ্যে যাই।
এ ছার সংসার, ছার পরিবার
আমার বলিতে কিছুই নাই।

৫৪

"মনুষ্য-সংসারে কি হ'বে থাকিয়া?
শোক, তাপ জরা দারিদ্র্যানলে
দিবানিশি যথা হাহাকার শব্দ,
দিবা নিশি যথা জীবন জ্বলে,

৫৫

"যথা স্বার্থসিদ্ধি একমাত্র কার্য্য,
যথা সত্য, ধর্ম্ম, বিবেক নাই,
যথা বিষয়ীর ঘোর আর্ত্তনাদ—
নিষ্ঠুরাভিনয় দেখিতে পাই,

৫৬

"যথায় কালের ঘোর আস্ফালনে,
যথায় পাপির চীৎকার রবে

মুহুর্মুহু ভয়, ঘৃণায় অস্থির,
ছি! ছি! ছি! তথায় কি রূপে র'বে?

৫৭

"মিথ্যা রঙ্গলীলা, মিথ্যা খেলাধূলা
মিথ্যাময় সব বিচিত্রতা ময়!
ছি, ছি! এ সংসারে —এ হেন নরকে
মুহূর্ত্তেক আর থাকিতে কি হয়?

৫৮

"সকলেই এক—ঈশ্বরের জীব;
কিন্তু পরস্পরে সাম্যমাত্র নাই!
একজনে এথা অযুতের প্রভু!
কেহ হাসে—কেহ কাঁদি'ছে সদাই!

৫৯

"কোটি কোটি প্রাণী একের সেবায়,
একের আজ্ঞায় সৃষ্টি রসাতল!
একের শাসনে কম্পিত জীবনে
কোটি কোটি প্রাণী ঘূরিছে কেবল!

৬০

"একজন যেন মন্ত্রমুগ্ধ করি'
রেখেছে সংসার! (এ কি বিড়ম্বনা!)

একের অসিতে সংসার নাশিতে
 কি জন্য আদিষ্ট হ'ল এক জনা ?

৬১

"একের সাক্ষাতে অবনত মাথে
 র'য়েছে সংসার ! একি বিচিত্রতা !
একের কারণে অযুত পরাণে
 হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি' দেয় কেন এথা ?

৬২

"একের জন্যেতে অযুত জনেতে
 কেন করে হৃদে রুধির সঞ্চয় ?
একের সেবায় কেন রক্ত দেয়
 বক্ষঃস্থল চিরি জীব সমুদয় ?

৬৩

"একে এথা করে অপরে পীড়ন,
 একের আদেশ অদৃষ্টের মত
মানে সবে এথা—এ হেন সংসারে
 আছে কি থাকিতে কিঞ্চিৎ মুহূর্ত্ত ?

৬৪

"ছি, ছি, নৃশংসতা ! স্বার্থের লাগিয়া
 ঘৃণিত দৈহিক, সম্ভোগের তরে

নররক্ত পাত ? রুধিরের নদী
ব'য়ে যায়, ক্ষণে সম্মুখ সমরে !

৬৫

"স্বার্থের কারণে এত নিষ্ঠুরতা ?
মনুষ্য হইয়া দৈত্যের ব্যভার ?
স্বার্থের কারণে মিত্রদ্রোহী নর
যে সংসারে ; এই সেই ত সংসার !

৬৬

"পিতাপুত্রে এথা স্বার্থের বিচার !
জননীর স্নেহে স্বার্থের গরল !
দাম্পত্য প্রণয়ে স্বার্থের ভুজঙ্গ !
স্বার্থসিদ্ধিমাত্র উদ্দেশ্য কেবল !

৬৭

"শঠের সাম্রাজ্য, নৃশংসের খনি,
কাপট্য নিবাস স্বার্থের রাজত্ব,
এই সে সংসার ? এ যে ছায়াবাজী !
মিথ্যা নাট্যভ্রম—অসার—অনিত্য !

কে তুমি? *

১

কে তুমি? তোমারে আঁখি হেরে বার বার।
মনে এই হয় মোর, 'জীবনের সহচর'
যাবে জীবনের সনে ত্যজিয়া সংসার।
তাই কি ভুলিতে নারি মূরতি তোমার?

২

শয্যায় যখন থাকি, মুদিত-নয়ন,
স্বপনের সহযোগে গভীর নিদ্রার ভোগে
তখনো হৃদয়ে তোমা করি দরশন,
তা'ই মনোহর মূর্ত্তি মোহিল নয়ন?

৩

যখন যে দিকে করি নয়ন সঞ্চার,
ভূতলে ত্রিদিবে কিবা, বিরাজিত রাত্রিদিবা,
মানস মোহন ওই মূরতি তোমার
স্মৃতির হিল্লোলে মৃদু দুলে অনিবার।

৪

কখনো আকাশে তোমা করি দরশন।
সুনীল অম্বরোপরি দামিনী মিশাল, মরি,

---

* এটী শৈশবের রচিত।

ক্ষৌতুক করহ সদা ঝলসি' নয়ন।
নিশাকরে পশি' কভু যুড়াও জীবন।

৫

কভু রৌদ্রময় তুমি মার্ত্তণ্ড মণ্ডলে
প্রকাশি' প্রখর কর   মানস পরীক্ষা কর,
বুঝি বা প্রণয় কোপ প্রদর্শন ছলে।
নতুবা আঁখির তৃপ্তি হইবে কি বলে?

৬

আবার নেহারে আঁখি শোভার সদন,
নব জলধর সম   আ'মরি কি অনুপম?
কিন্তু কা'র তরে তুমি করি'ছ রোদন?
বৃষ্টি ছলে তাই অশ্রু হয় বরিষণ।

৭

দিবা নিশি যে মুছি'ছে নয়ন সলিলে,
তুমি কি তাহার তরে, বল, শুনি সত্য ক'রে,
আশার আকারে ধারা ফেল কভু ভুলে?
অথবা এ আশা মাত্র কৈবল্য জন্মিলে?

৮

যা'র তরে আঁখি-নীর ঝর ঝর ঝরে,
তা'র যদি সেই মত   ক্ষরে অশ্রু অবিরত,

সেও যদি ঝাঁপ দেয় প্রেম-সরোবরে,
তবে যাতনার শেল ফুটে কি অন্তরে ?

৯

কিন্তু আমি চিরমুগ্ধা না জানি কারণ,
জানে কি বিহঙ্গী-প্রাণ   নিষাদ-নিশিত বাণ,
পরাভবি' বায়ুবেগে আসিয়া কখন
পশিয়া হৃদয়ে, হায়, নাশিবে জীবন ?

১০

কিম্বা বন-পাদপের উন্নত শাখায়
রাখিয়া শাবক পাখী পালে' তা'র কাছে থাকি,
জানে কি সে ভুজঙ্গিনী দংশন আশায়
করিয়াছে সে তরুর কোটর আশ্রয় ?

১১

এই যে হৃদয়-গ্রন্থি সুদৃঢ় বন্ধন ;
শাণিত দুরাশা-অসি   অস্থির ভিতরে পশি'
চকিতে শতধা করি' করিবে ছেদন !
সুখ-দীপ নিবাইবে কালের পবন !

১২

জান কি, প্রাণেশ ! তুমি পার কি বলিতে ?
তোমায় নিরখি কেন   চাহে এ চঞ্চল মন ?

সংসারের সুখাশায় জলাঞ্জলি দিতে ?
যন্ত্রণা-অনল কেন জ্বলিতেছে চিতে ?

১৩

কে জানে যে, জ্বলে কেন ? কে আর বলিবে
বিষের যাতনা কত ? কিসে সে বুঝিবে তত,
আশাবিষ বিষদন্তে যা'রে না দংশিবে ?
জ্বলে কেন ?—অভাগীই সে কথা বলিবে।

১৪

সেই দিন,—যবে, আহা, আছে কি স্মরণ ?
ঊষার অঞ্চলে ঢাকা, স্মৃতির দুয়ারে আঁকা
যেই মূর্ত্তি হেরেছিল এ দীন নয়ন,
সেই দিন ছিঁড়িয়াছে সংসার বন্ধন।

১৫

সেই দিন জ্বলিয়াছে হৃদয়-নিলয় ;
সে অবধি অনুক্ষণ শোকরূপ সমীরণ
উত্তেজি' বিচ্ছেদানল প্রবাহিত হয়।
ঢালি অশ্রু বারি রাশি,—তবু ক্ষান্ত নয়।

১৬

সেই ঊষাকালে সেই শরত সময়
সেই শশী ম্লান কায় দরশন করি' হায়,

কাঁদিলাম যেই দিন স্মরিয়া তোমায় ;
সেই হ'তে গেছে সুখ ত্যজিয়া আমায়।

১৭

তবে যেই দ্বার রুদ্ধ দুঃখের কাঁটায়,
কে করিল পরিষ্কার এ সেই হৃদয়-দ্বার,
কে তবে পশিল ? নাহি জানি, পুনরায়
সুখ-আশে নিরাশার বিলাস শালায়।

১৮

কে তুমি ? তুমি কি সেই হৃদয়ের ধন,
পরিণয় সূত্রে গাঁথি প্রেমের কুসুম পাঁতি
দিয়াছিলে গলে মোর যুড়া'তে জীবন ?
হায়, সে সুখের দিন কোথায় এখন ?

১৯

সে দিনের সে উৎসব স্মৃতির মন্দিরে
আগে প্রদানিত সুখ, এখন বাড়া'য় দুখ,
ভারপ্রপীড়িত এই অসার শরীরে,
যত দিন প্রাণ বায়ু বহিবেক ধীরে ;

২০

এই জীবনের স্রোত সংসার প্রান্তরে
হইবেক প্রবাহিত, যত দিন এই মত

মিলিবে না যত দিন অনন্ত সাগরে,
ততদিন এই স্মৃতি জাগিবে অন্তরে।

২১

দুঃখভারশীর্ণ বপুঃ কালের কবলে
যেই দিন সমর্পিব, সেই দিন প্রক্ষালিব
হৃদয়ের মলিনতা সুখসিন্ধু জলে;
হইবেক স্মৃতি দগ্ধ চিতার অনলে।

মহাপ্রলাপ।

১

অগাধ গম্ভীর স্থির জ্ঞানময়,
হে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আধার-ঈশ্বর!
হে নিত্য অনন্ত চিন্তাতীত বিভো!
হে সত্য স্বরূপ প্রভো পরাৎপর!

২

অভাব স্বভাব সকলি তুমি হে,
তোমাতেই তুমি-তুমি জান তোমা।
তোমার অনন্ত ক্রীড়া জলধিতে
জীব জলবিম্ব, কি বুঝিবে সীমা?

৩

তোমার অদ্ভুত অনন্ত তরঙ্গে
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ফেন-সমন্নিভ!
নীল নভঃপটে বিদ্যুৎ চমকে ;
জীব বলে 'আমি জাগি, ওহে বিভো!'

৪

পলকে পলকে উৎপত্তি, বিনাশ,
তুমি সে উৎপত্তি, বিনাশ আপনি।
তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম,
তুমি হে অচিন্ত্য হৃদিচিন্তামণি।

৫

ভ্রান্ত ভব-জীব চিন্তে কি পারিবে?
তুমিই তোমারে চিন, হে চিন্ময়!
তোমার কর্ত্তব্য তুমি ক'রে থাক,
জীব বলে 'আমি করি সমুদয়!'

৬

জলে থাকে মীন—জলকে চিনে না,
তৃষ্ণায় সতত আকুল পরাণী!
তুমি সে সলিল—তুমিই সে মীন—
তুমি সে পিপাসা-পীড়িত আপনি।

তুমি হে অদ্বৈত, সর্ব্ব-বিশ্বময়,
নরকে স্বরগে সর্ব্বত্র সমান।
ভ্রান্তভেদবুদ্ধি ক্ষুদ্রজ্ঞান জীব
তোমারে স্বতন্ত্র করে অনুমান!

৮

তোমার অস্তিত্বে সন্দিগ্ধ মানব,
তোমায় অর্চ্চিতে দেয় ফুল জল,
বদ্ধপরিকরে ডাকে হে তোমারে ;—
"কোথা দয়াময় কর হে মঙ্গল!"

৯

ভক্তিমুগ্ধচিত্তে দেয় পুষ্পমালা,
পুষ্প কি স্বতন্ত্র, ওহে বিশ্বময়?
যে তোমারে পূজে সে কি তোমা ভিন্ন?
কে পূজে কাহারে—এই ত বিস্ময়!

১০

আস্তিক, নাস্তিক, ভণ্ড-গণ্ড, গোঁড়া,
কি বলে সে কথা বুঝিতে পারি না।
'তোমা হ'তে তুমি স্বতন্ত্র' এ কথা
কখনো আমার প্রাণেতে সহে না!

১১

এ জৈব জগত, মায়ামরীচিকা—
মিথ্যা ভ্রান্তিপূর্ণ অসিদ্ধ অসার !
জ্ঞানের গভীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
দেখ, জীব ! যাবে ভ্রান্তি অন্ধকার !

১২

প্রকৃতি প্রকৃত প্রবাহের প্রায়,
সর্ব্বদা বিয়োগ ব্যবধান মাঝে
জন্মি'ছে, জরি'ছে, মরি'ছে, তথাপি
এ বিশ্ব-রহস্য কেহ নাহি বুঝে !

১৩

এ জৈব জগতে কেবল যন্ত্রণা,
কেবল দুর্দ্দশা, দুরাশা দুষ্কর !
জরা, ব্যাধি, শোক, সন্তাপে সতত
ত্রাহি ত্রাহি জীব ডাকে নিরন্তর !

১৪

এত দেখে—তবু শিখে না মানব।
কেমন বিচিত্র কুহক মায়ার !
সংসারের ঘোর কষাঘাতে সদা
অস্থির, তথাপি যা' করে সংসার !

১৫

সংসার অকূল দুঃখের সমুদ্র,
কিরূপে তরিব, এই বড় ভয়!
আশার পসরা লইয়া মস্তকে,
ডুবিলাম বুঝি দেখ, বিশ্বময়!

১৬

জুয়ারের জল যায় ব'য়ে যায়!
অবিরাম গতি, দাবায় না কাল।
দিন অনুদিন তনুমন ক্ষীণ,
জীবনজড়িত জড়তা-জঞ্জাল!

১৭

কি জন্য আসিয়া, কি ক'রে যেতেছি?
বুঝিতে সময় দিল না আমায়!
জলের বুদ্বুদ জলে মিলাই'ছে!
ধিক রে জীবন! যৌবন তোমায়!

১৮

এ শুভ্র স্ফাটিক বিমল যৌবন,
এ রূপের কান্তি সুবর্ণ-সুষমা,
এ যশঃ-সৌভাগ্য, কীর্ত্তি, ধন, জন,
জ্ঞান, গর্ব্ব সব বিদ্যুত উপমা!

১৯

হে গর্ব্বিত, অন্ধ, ভ্রান্ত, মহামত্ত,
অসুরাবতার বলিষ্ঠ সম্রাট্!
ফুলাইয়া বক্ষঃ দম্ভে চলিতেছ ;
ধীরে চল ; চক্ষে দেখে যেও বাট !

২০

জীবের সুদিন জলের লিখন,
দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়!
আজিকে তোমার রাজত্ব অবনী,
কাল পরিণত সমাধি শয্যায় !

২১

আজিকে প্রকৃতি শান্ত আছে, তাই
চলিতেছ দম্ভে ফুলাইয়া ছাতি !
কাল কার্য্যক্রমে এই সে প্রকৃতি
ওই বক্ষঃস্থলে মারি' বজ্র-লাথি

২২

ভূমেতে পাড়িবে তব রাজবপুঃ !
রাজছত্রদণ্ড, রাজসিংহাসন
বজ্রমুষ্ঠাঘাতে চূর্ণ হ'য়ে যা'বে !
রহিবে কেবল স্বপ্নের স্মরণ !

২৩

সর্ব্বোচ্চ আসনে বসি' মান্যবর,
জগতে বুঝাও ;—নিজে বুঝিয়াছ ?
জ্ঞান-অভিমান-গর্ব্বিত হৃদয়ে
বিজ্ঞ বলাই'ছ ;—আপনা চিনেছ ?

২৪

পদে পদে ভাব স্বার্থ আপনার,
মুখে বল 'করি পরের মঙ্গল !'
সাম্য, রাজনীতি, সমাজ লইয়া
বল কত কথা ;—বুঝ সে সকল ?

২৫

দূর হ রে মূর্খ !—প্রবঞ্চক !—ভণ্ড !
বড় বড় বাক্যে প্রতার মানবে !
সত্যের পবিত্র নাম ল'য়ে মুখে,
অসত্য আচর !— এ'র ফল পা'বে !

২৬

কিছু স্থির নয়, ওরে ভ্রান্ত মন !
আমার আমার কর পরিহার।
ছাড় দম্ভ কর নিস্বার্থ তপস্যা,
ভুল অহংকার অসার পসার !

২৭

লৌকিক যশেতে অন্ধ হইও না ;
তাহাতে কেবল দুরাশা বাড়িবে।
কামনা-বিজয়ী হ'তে পার যদি,
মুক্তি যে কি বস্তু বুঝিতে পারিবে

২৮

প্রপঞ্চ-আত্মক-দেহ-পিণ্ড মাত্র
দুঃখের কারণ জানিহ নিশ্চয় ;
প্রকৃতি পুরুষে স্বতন্ত্র রাখিতে
পারিলে, পরম পুরুষার্থ হয়।

২৯

অজ্ঞানে আশার করে উপাসনা !
আশা সে দুঃখের নিদান নিশ্চয়।
নিষ্কাম অপস্যা শুনিতে কঠোর ;
পরিণাম কিন্তু আশ্চর্য্য সুন্দর !

৩০

অহো বিশ্বময়। অভাব-আধার !
রক্ষাকর, নাথ ! বড় দুঃখী আমি।
ঘোর কষাঘাতে জর্জ্জরিত তনু !
শান্তির নিদান এক মাত্র তুমি।

৩১

মনের আবেগে বলি কত কথা ;
তুমি সে বলাও আমার কি দোষ
যা' কর্ত্তব্য হয়, তাই কর, প্রভো !
সুখ দুঃখে মোর সমান সন্তোষ !

দার্শনিক সংসার।

গগন, তপন, পবন, পাথার,
পৃথিবী প্রভৃতি প্রপঞ্চ ধাত্যর,
নক্ষত্র, চন্দ্রমা, গ্রহ, ছায়াপথ,
দিবা, রাত্রি আদি কাল ক্রমাগত,
প্রাতঃ, সন্ধ্যা, ঊষা, নিদাঘ, বরিষা,
নিয়তি বর্ত্মেতে নিত্য যাওয়া আসা।
এ সব অনাদি, নিত্য নিরবধি
রহিয়াছে—র'বে। ভবের এ বিধি
কবে সৃষ্ট হ'ল ? কবে ধ্বংস হ'বে ?
কবে ছিল নাক ? কবে না রহিবে ?
কে পারে বলিতে ? ভাবিতে হৃদয়
বিস্ময়ে স্তম্ভিত ! অন্ধকারময়

হেরি দশদিশি,—নভঃ, রবি, শশী,
অনিল, সলিল, কাল, দিবা, নিশি
ছিলনা যখন, কি ছিল তখন ?
কি ছিল কোথায় ভাব দেখি মন !
ভাবিতে পারিনা, বড় অন্ধকার !
আশা ভরসাদি অকূল পাথার !
মন, প্রাণ, ধ্যান, ধারণা সকল,
যত কিছু সব ধূ ধূ ধূ কেবল !
যত কিছু তার কোন কিছু নাই ;—
অন্ধকার !—না না, কোথায় বা তা'ই ?
কোথায় বা তুমি ? কোথায় বা আমি ?
কোথায় অন্তর ? কোথা অন্তর্যামী
বিধাতা কোথায় ? উহুঃ, কি যন্ত্রণা !
দারুণ অসহ্য ভাবিতে পারি না !
রে উন্মত্ত মন ! কাজ নাই ভাবি'
কাজ নাই ঘোর অকূলেতে ডুবি';
নিজে অতি ক্ষুদ্র পরমাণু প্রায়
পরমাণুপুঞ্জসমষ্টি, ধরায়
যন্ত্রের পুতুল যন্ত্রে ঘূরি, ফিরি,
যন্ত্রে শব্দ হয়, যন্ত্রে গান করি !

যন্ত্রে হাসি কাঁদি, যন্ত্রে অভিনয়
জীব রঙ্গভূমে, নাট্য ভ্রমময়—
সংসার। ক’দিন র’বে এ মোহিনী?
(পলকের কার্য্য) পোহাবে রজনী,
সর্ব্বশেষ অঙ্ক সমাপ্ত হইবে,
যন্ত্র-যবনিকা পড়িয়া রহিবে!
অহং আত্মারাম জাগি যত দিন
পরমায়ু সংখ্যা ঠিক্ তত দিন।
তত দিন আর কত দিন হ’বে?
সংখ্যা শতবর্ষ চৈতন্য রহিবে!
এই শতবর্ষ অনন্তের সহ
উপমা করিলে,—আমি নাই কেহ
এত ক্ষুদ্র; কিম্বা অস্তিত্ব বিহীন!
অস্তিত্ব অনন্তে হ’য়ে গেছে লীন!
জীবের চেতনা নিদ্রার স্বপন!
তথাপি সংসারে,—আমি এক জন?
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অপূর্ণ অর্দ্ধাঙ্গ
উন্মত্ত জীবের দেখ দেখি রঙ্গ!
অজেয় জিনিতে যায় কুতূহলে,
অকথ্য প্রলাপ যাহা নয় বলে।

অনন্ত হইতে অনন্ত যে জন,
নিত্যাপেক্ষা নিত্য, নিত্য নিরঞ্জন,
ভবিষ্যের অগ্র অতীত-অতীত,
পূর্ণ পরাৎপর স্বয়ং সচ্চিত,—
স্বতন্ত্র ভাবিতে হ'য়েছ ব্যাকুল ?
কখন সন্দেহ কভু বল ভুল,
কভু বল আছে, কভু বল নাই ;
রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলি'ছে সদাই !
কতটুকু চিন্তা ? কতটুকু জ্ঞান ?
কতটুকু বুদ্ধি ? কতটুকু প্রাণ
মনুষ্যের ? তাই ভাবিবে ঈশ্বরে ?
বৃথায় বক্তৃতা কুতর্ক বিস্তারে
কেন পণ্ডশ্রম ? যশের লালসা
হ'য়ে থাকে যদি, মিটিবে সে আশা !
কিন্তু কার্য্য কিছু হ'বে না হ'বে না !
কভু হয় নাই, কভু হইবে না।
কোটিকল্প যুগ প্রজ্ঞা, প্রীতি, ভক্তি,
বিশ্বাস, সাধনা সাধি' লভি, মুক্তি',
অনন্ত ভজিতে শিখ, তা'র পর
ব্রহ্ম—উপাসনা !—ব্রহ্ম পরাৎপর

তর্কেতে মিলে না, তাদৃশ ঊর্দ্ধেতে
জ্ঞান কি বিশ্বাস পারে না পৌঁছিতে!
প্রেমিক প্রেমেতে কান্দিয়া পাগল!
ভাবুক ভাবেতে অগাধ বিহ্বল!
সেই মাত্র সুখ, সেই মোক্ষ ভবে,
সেই সত্য, তা'ও প্রলাপে সম্ভবে!
সংসার প্রলাপে বিহ্বল সতত,
স্বার্থ কণ্ডূয়নে অস্থির উন্মত্ত!
যশের লালসা অতি তীব্রতর
বৈষম্য বিরোধ অতি ভয়ঙ্কর!
"আমি বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, প্রতিভা-সম্পন্ন!
"কবি, দার্শনিক, জ্ঞানি-অগ্রগণ্য!
"আমি ধনী, মানী, যশস্বী সংসারে!
"আমি এক জন! আমি কি কাহারে
"গণি? সংসারেতে কে আমার মত?
"আমি রাজা—পৃথ্বী মম পদানত!
"আমি প্রভু; তুমি সেবক আমার!
"আমি শ্রেষ্ঠ, তুমি নিকৃষ্ট, ধাতার
"লিখন এ সব, অদৃষ্টের মত
"পাল মম আজ্ঞা, দেখেছ শাণিত

"তরবারি? জান মম বাহুবল?
"আমি বলীয়ান;—তোমরা কেবল
"সেবক আমার! আমারি কারণে
"জন্মেছ ভূতলে, আমি যদি প্রাণে
"বধি তোমাদিগে—মরিবে নিশ্চয়!
"আমি যদি রাখি, তবে কা'রে ভয়?
"আমার তৃপ্তিতে তোমাদের তৃপ্তি,
"আমার গতিতে তোমাদের গতি!
"আমি যাহা ক'ব—পাষাণের রেখা,
"আমার যে আজ্ঞা—বিধাতার লেখা!
এরূপ বৈষম্য, অহো! নিরুপায়,
এ অন্তঃপ্রবাহ দেখাব কাহায়?
জন্মমাত্র সবে সমান সংসারে
সকলেই দায়ী সকলের তরে।
সকলের ভোগ্য স্বাধীনতা-নিধি,
দাসত্ব, প্রভুত্ব, কাল্পনিক বিধি!
থাকুক সভ্যতা, সুশিক্ষা, সমাজ,
পাশ্চাত্য বিধানে নাহি কোন কাজ!
দূর কর মিথ্যা ভণ্ডের ভণ্ডামি।
বৈষম্য বিচার কিসের? কে তুমি?

আমি তুমি ভিন্ন কি আছে সংসারে ?
তুমি পূজ—আমি পূজিব তোমারে।

সরস্বতী পূজা।

১

কবি কুঞ্জবনে তুলিতে কুসুম
কে যাবি রে সাথে আয়,
যদি যুড়াবি তাপিত প্রাণ।
শোক, তাপ, জরা, যন্ত্রণা তথায়
অনায়াসে ভুলা যায় ;
ভবে সেই মাত্র সুখ স্থান !

২

দেবতা-বাঞ্ছিত ত্রিদিব আলয়
কতই বা শোভা ধরে ?
সে'ত কপোলকল্পিত কথা।
কবি-হৃদ-কুঞ্জ অকল্পিত স্বর্গ
দেখসে অবনী'পরে,
আহা, সকলি সুন্দর তথা !

৩

কোথা পারিজাত দেবের পীযূষ,
ইন্দ্রের অমরাবতী,
তা'কি দেখেছ কখন ও চখে ?
ভ্রান্ত মানবের সুখতৃষ্ণা হেতু
বাসনা প্রবল অতি,
তাই স্বরগ স্বপনে দেখে।

৪

কত উচ্চ স্থানে আছে সে স্বরগ,—
স্বরগই কত দূর ?
স্বর্গ কোথায় আছে কে জানে ?
কবি-হৃদ-স্বর্গ সীমাশূন্য রাজ্য
জীবন্ত অমরাপুর
অতি পবিত্র উন্নত স্থানে।

৫

থাকে যদি সুধা, থাকে পারিজাত,
ইন্দ্রের অমরাবতী,
তবে আছে তা' কবির হৃদে।
থাকে যদি সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা,
পবিত্র ভকতি, প্রীতি,
তবে আছে তা' কবির হৃদে।

৬

কবি কুঞ্জবন জীবন্ত নন্দন
স্বর্গাদপি গরীয়সী;
আমি কি দিব তুলনা আর ?
বৃক্ষে মোক্ষ ফলে, ফুলে সুধা গলে,
পত্রে শান্তি ছায়ারাশি,
মূলে ভক্তি প্রেম ধারা তা'র।

৭

অনন্ত প্রসর বিবেক প্রান্তর
প্রেমের পরিখা বেড়া,
তাহে অমৃত প্রবাহ বহে।
(মাঝে) অতি মনোহর শান্তি সরোবর,
মোক্ষ-বৃক্ষ, বল্লী-বেড়া,
চরে চৈতন্য-সারস তাহে।

৮

শ্বেত স্বচ্ছদল জ্ঞানের কমল
প্রস্ফুটিত সারি সারি,
তাহে প্রীতি-মকরন্দ ক্ষরে।
মনোভৃঙ্গ তা'য় মত্ত, মধু খায়
ফুলে ফুলে সবে উড়ি';
সুখ-প্রমত্ত ঝঙ্কার ছাড়ে।

৯

কুঞ্জ-চারি-তীরে, বৃক্ষ চারিধারে
ফলপুষ্প পত্রে নত,
চির অশুষ্ক অচ্যুত তাহা।
সুযশ-সমীরে সুগন্ধ বিতরে,
বিশ্ব তাহে আমোদিত,
সুখ কিরূপে প্রকাশি, আহা!

১০

নিকুঞ্জ কুটীরে কল্পনা কুহরে,
প্রতিভা পাপিয়া গায়,
স্বরে অমিয় লহরী উঠে।
অবনী মোহিয়া আকাশ শব্দিয়া
উচ্ছ্বাস উঠিয়া তায়
স্বর অম্বর ভেদিয়া ছুটে!

১১

সরসীর কূলে লতাকুঞ্জ তলে
ভাবুক প্রেমিকচয়,
বসি’ পুলক পূর্ণিত প্রাণে।
কাব্য-কুন্দফুলে মালা গাঁথি’ গলে
পরি’ছে মাধুরীময়,
কিবা গায় মধুমত্ত মনে!

১২

পুষ্প মকরন্দ পরাগ সুগন্ধ
রসাল পীযূষ ফল,
সব যদৃচ্ছা ভুঞ্জিছে সুখে।
ইচ্ছা যার যাহা, লভি'ছে সে তাহা,
না চাহি যতন বল,
কবি কল্প বৃক্ষতলে থেকে

১৩

কিসের অভাব? কিসের অসুখ?
যা চাহ, তা মিলে তথা।
তথা অনন্ত ঐশ্বর্য্য রাশি।
তথায় যা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে তা নাই,
আর কি কহিব কথা,
সুখ উথলিছে দিবানিশি!

১৪

মণিময় খাতে প্রেমধারা পাতে
বহে নদী চতুষ্টয়,
নাম, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
অনন্ত প্রবাহে নিত্য নদী বহে,
কে জানে কোথায় যায়।
তীরে দেব নর যক্ষ রক্ষ

১৫

বসি', পরপারে যেতে ইচ্ছা করে,
যাইতে পারে না কেহ,
পারী জমেনা সময় মাঝে।
কালের আশ্বাসে আছে তা'রা ব'সে,
যায় নিশা, আসে অহঃ,
নিত্য সাক্ষী রাখি' প্রাতঃসাঁঝে।

১৬

আজি শুভ দিন স্বর্গমর্ত্ত্য জুড়ি'
আনন্দ-উন্মত্ত সবে,
ভবে বসন্ত পঞ্চমী তিথি।
দেব নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি
জয় জয় জয় রবে
গায় জ্ঞানদা ব্রহ্মাণী স্তুতি।

১৭

শান্তি-সরোবরে জ্ঞানাম্বুজ'পরে
জ্ঞান-রাজরাজেশ্বরী,
সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সখী দ্বয়
বিহরে, অধরে হাস্য সুধা ক্ষরে,
করে বীণা, আহা মরি,
রূপে ত্রিভুবন তনময়!

১৮

বাল্মীকি, ব্যাসাদি, বাণ, ভবভূতি,
ভারবি, শ্রীহর্ষ কবি,
তথা কালিদাস মহামতি
ল'য়ে কাব্য পুষ্পহার পুষ্পাঞ্জলি মা'র
পাদপদ্ম'পরি' সঁপি
কিবা গাই'ছে সুস্বরে স্তুতি।

১৯

দুঃখী বঙ্গ কবি কোথায় কি পা'বে ?
দারিদ্র্য সম্বল সার,
আর কি আছে ?—কি দিয়া পূজে ?
অন্ধ খঞ্জাতুর বধির যে জাতি,
স্কন্ধেতে দাসত্ব-ভার,
গৃহে দুর্দ্দশা-দুন্দুভি বাজে !

২০

তা'রা কভু পারে ষোড়শোপচারে
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুত্রসম,
হ্যা মা ! পূজিতে ও পদতল ?
পূর্ণব্রহ্মময়ি কৃপাময়ি অম্ব !
জগদম্বা তুমি সত্য,
তুমি একমাত্র আশা-স্থল।

২১

প্রসন্নে ! বরদে ! জ্ঞানদে ! মোক্ষদে !
দে মা, পদ দুটী হৃদে,
আমি একান্তে ধরেছি তোরে।
গাঢ় মন প্রাণে প্রেমাশ্রু চন্দনে
চর্চ্চি' জ্ঞান-পুষ্প পদে
যেন দিতে পারি প্রাণ ভ'রে।

শ্মশানদর্শনে।

১

এই ভাগীরথী, এই তীর ভূমি,
ওই ভয়ানক শ্মশান সৈকত !
ওই চিতা-বহ্নি অনন্ত জিহ্বায়
দংশে নর-দেহ,—গর্জ্জে মেঘবৎ !

২

ওই স্তূপে স্তূপে শ্মশান-কলস,
ওই স্তূপে স্তূপে কঙ্কাল-কপাল !
ওই স্তূপে স্তূপে চিতা-ভস্ম-রাশি,
ওই লক্ষ লক্ষ গৃধ্ররাজপাল !

৩

ওই ফিরে যত শবভুক্ পশু,
কুক্কুর শৃগালে করে কোলাহল ;
ওই শুন শুন বিকট চীৎকার,
ওই দেখ দেখ পিশাচের দল !

৪

ওই দেখ দেখ বিকট ব্যাপার !
ওই দেখ মুখে রুধিরের ধার !
ওই দেখ খায় দগ্ধ নরমাংস,
ওই দেখ দেখ চাহিয়ে আবার

৫

মহাশ্মশানেতে ফিরে মহাকাল
করে ভীম গদা, বিদ্যুৎ ঝলকে,
সঙ্গে শতদূত, যম-অবতার,
হাসে খিট খিট, ঝলকে ঝলকে

৬

উগারি অনল, চক্ষু রক্ত লোল
দীর্ঘ পাণ্ডু গুম্ফ, শ্মশ্রু ভয়ঙ্কর !
ভীম আস্ফালনে ফিরে প্রেত-ভূমে,
নররক্তাহুতি ঢালে চিতা'পর !

৭

দেখ পুনঃ দেখ চতুর্দ্দিকে চেয়ে,
এরূপ আশ্চর্য্য দেখনি কখন ;
অষ্টাদশ কোটি অপোগণ্ড শিশু
দাঁড়া'য়ে সম্মুখে হাসি'ছে কেমন !

৮

বালকের মতি নাই জ্ঞান-লেশ,
নাই সুখ দুঃখ হিতাহিত বোধ ;
নাই ভয়, নাই শোক মনস্তাপ,
অভাগারা সব নিতান্ত নির্ব্বোধ !

৯

ওই যে অনল শ্মশান-সম্মুখে
জ্বলি'ছে অনন্ত জিহ্বা বিস্তারিয়া ;
জননী ওদের পুড়ি'ছে উহাতে ;
অজ্ঞান শিশুরা দেখি'ছে চাহিয়া !

১০

দেখি'ছে কৌতুক ; হাসি'ছে অহ্লাদে
চিতানলে ভাবি' অনল উৎসব !
অভাগা শিশুরা কিছুই বুঝে না !
কালি যে কি হ'বে—নাই অনুভব !

১১

পুড়ি'ছে জননী, পুড়ি'ছে সোদর,
পুড়িবে অচিরে আপনারা সব!
এ সকল কথা কিছুই বুঝে না,—
দাঁড়া'য়ে দেখি'ছে অনল-উৎসব;

১২

আহা! আজ সপ্ত শত বর্ষ গত
জনকের মৃত্যু হ'য়েছে বিপাকে,
শোক-জর্জ্জরিতা অভাগী জননী
ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশু ক'টা দেখে!

১৩

সপ্ত শত বর্ষ বিধর্ম্মী তস্করে
নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়েছে কেবল;
লুঠেছে ভাণ্ডার, হরেছে সতীত্ব!
যাহা যাহা ছিল, হরেছে সকল!

১৪

বীরের গৃহিণী, বীরের জননী,
এত অপমান সহিতে কি পারে?
ঘোর মনস্তাপে ত্যজিল পরাণ,
শিশুদিগে করি অনাথ সংসারে!

১৪

মরেছে জননী!—কেবা বুঝে তাহা?
মৃতা মা'র বুকে পড়িয়া সকলে,
করে স্তন পান, ধাধসে পরাণ
রহে কোন রূপে ঈশ্বর কৌশলে!

১৫

ঈশ্বরের জীব বাঁচে কোনরূপে;
নাহি শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান-সংস্কার!
জীবন্মৃতপ্রায় দুগ্ধপোষ্য গুলি
উদরের তরে ফিরে আপনার!

১৬

সব অপোগণ্ড অদৃষ্টক্রমেতে,
কয়টী বালক হ'ল জ্ঞানবান্;
জানিল আমরা কাঙ্গালি সংসারে,
জানিল,—জননী ত্যজেছে পরাণ!-

১৭

জানিল জননী অকালে, বিপাকে
হারা'য়েছে স্বামী, বীর পুত্রগণে!
জানিল জননী তস্করের করে
হারা'য়ে সতীত্ব অমূল্য রতনে,

১৮

ঘোর অপমানে ত্যজেছে পরাণ!
মৃতা মা'র দুগ্ধে জীবিত আমরা!
ভাবিয়া দুর্দ্দশা, শ্মশানে বসিয়া
দুই একবার কাঁদিল তাহারা!

১৯

আপনার দুঃখে কাঁদিতে শিখিল,
দেখিল বিধাতা, দেখিল শমন!
ছদ্মবেশী কাল করিল বঞ্চনা,
সুধা বলি দিল গরল ভীষণ!

২০

সুধা ভাবি' নিল বিষ-পাত্র করে,
অমর হইব ভাবিল বালক।
যে খাইল বিষ সেই অচেতন,
সেই পরিহরি' গেল ইহলোক!

২১

অকালেতে কাল হরিল তাদিগে,
না জানি কি আছে অদৃষ্টে আবার,
কোথা গেলে, ভাই! এস একবার,
দেখে যাও আজ বঙ্গে হাহাকার!

২২

কোথা, প্যারী দাদা! কোথা গেলে ভাই!
সজ্জন সুশীল সত্যপরায়ণ!
নিদারুণ শোক-বজ্র মারি' হৃদে,
কোথা গিয়ে বসি' রহিলে এখন?

২৩

অবোধ হৃদয় সকল ভুলিয়া
ধৈর্য্য ধরেছিল তোমার আশায়!
তুমি, দাদা! শেষে এই কি করিলে?
ডুবাইলে ভেলা ভরা দরিয়ায়!

২৪

অজ্ঞান শিশুরা মরে বিষপানে,
সহিত না তাহা তোমার হৃদয়ে!
দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ ছিলে, তবু
কত দিক্ রেখেছিলে বুক্ দিয়ে!

২৫

আজ, প্যারী দাদা! নূতন যন্ত্রণা,
নূতন শোকেতে কাঁদাইয়া, ভাই!
জননীর সঙ্গে একই চিতাতে
পুড়ি'ছ, দাঁড়া'য়ে দেখিতেছি তা'ই!,

২৬

আজ, গুণ-ধাম! তব হেন ভেয়ে,
হারা'য়েছি, আর পাব না দেখিতে!
আজ, দাদা! এসে দেখে যাও চক্ষে
কুক্কুর-কীর্ত্তন হ'য়েছে বঙ্গেতে!

২৭

কে আছে আমার ব্যথার ব্যথিত?
মরমের ব্যথা কাহারে জানাই?
যে অনল হৃদে জ্বলি'ছে রে, তাহা
বক্ষঃস্থল চিরি' কাহারে দেখাই?

২৮

অন্তস্তলস্পর্শী যেই বহ্নি-শিখা
হৃৎপিণ্ড দগ্ধ করি'ছে আমার;
এ'র কি দারুণ ভয়ঙ্কর জ্বালা!
যা'র জ্বালা, সেই জানে আপনার!

২৯

হৃদয়-চিতাতে জ্বলি'ছে যে বহ্নি,
সলিল সিঞ্চিলে লক্ষ বর্ষ তা'য়
নিবিবে না, পুন হইবে প্রবল;
রাবণের চিতা জলে কি নিবায়।

৩০

তবে কি নির্ব্বাণ হ'বে না এ চিতা ?
তবে কি হইবে ভস্ম এ হৃদয় ?
তবে কি এ জ্বালা স'ব চির দিন ?
তবে কি এ চিতা নিবা'বার নয় ?

৩১

নিবিবে না কেন ? হইবে নির্ব্বাণ,
নিবায় যাহাতে, কর দেখি তাই।
সলিলে না নিবে, নাই বা নিবিল ?
অসুরের রক্ত ঢাল দেখি, ভাই !

৩২

ধর খড়্গ—কাট রুধিরের গঙ্গা !
তোল রক্ত—ঢাল কলসী কলসী,
নিবিবে না কেন ?—অবশ্য নিবিবে !
হৃদয়ের বহ্নি যা'বে কোথা ভাসি' !

৩৩

রক্তাহুতি দিয়া নিবাও এ চিতা;
নহে সংক্রামক হইয়া অনল,
ব্যাপি' দশ দিশি দহিবে প্রত্যেকে,
দহিবে জীবন—দহিবে সকল !

পিতৃতর্পণ।

১

(আজ) মহাবিষুব সংক্রান্তি ভারতে,
এস, ভাতৃগণ, এস গঙ্গাতীরে,
এস, ভাই, আজ বহুদিন অন্তে
তুষি পিতৃলোকে তর্পণের নীরে!

২

জাহ্নবীর জলে স্নান ক'রে, ভাই,
ধর কোষা কুশ পবিত্র হইয়া;
কায়মনপ্রাণে ভাবি' পিতৃপদ,
তোল গঙ্গাজল কোশায় ভরিয়া।

৩

হিন্দুবংশে যদি হিন্দু থাক কেহ,
থাক রে সুপুত্র বংশের তিলক,
তর্পি তিন কোষা গঙ্গোদক তবে
সন্তুষ্ট করহ আজি পিতৃলোক!

৪

জন্ম বৃদ্ধি সুখ যাঁ'দের হইতে,
হেন পিতৃলোকে আছ রে ভুলিয়া?
তৃষ্ণার্ত্ত পিতরঃ শুষ্ককণ্ঠে ওই
ডাকে শূন্যপথে—শুন কাণ দিয়া!—

৫

"হিন্দুবংশে যদি হিন্দু থাক কেহ
না হও কুপুত্র কুলের অধম।
হও হিন্দুবীর্য্যে যথার্থ সন্তান,
তবে পিতৃদুঃখে ব্যথিবে মরম!

৬

"তবে পিতৃব্যথা বাজিবে পরাণে,
দিবে জলপিণ্ড তিতি' অশ্রুনীরে।
শুনি' পিতৃলোক দুর্দ্দশা-কাহিনী
কখনো র'বে না নিশ্চিন্ত অন্তরে!

৭

"পুত্র রে! কি কব দুঃখের বারতা?
সহস্র বৎসর আছি উপবাসে!
আছি তৃষ্ণাতুর শুষ্করুদ্ধকণ্ঠে
দীন হীন ক্ষীণ জীবন্মৃত বেশে।

৮

"নয়নের অশ্রু নয়নে শুকায়,
সন্তাপের শ্বাস মিশায় বাতাসে।
আজ কত বর্ষ কেমন যে আছি,
ভ্রমেও সে কথা কেহ না জিজ্ঞাসে!

"যে দিন হইতে হিন্দু-ভাগ্য-শশী
ঢাকিয়া গিয়েছে যবন-জলদে,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী !
আছি তৃষ্ণাতুর ! পুত্র রে জল দে !

১০

" যে দিন হইতে আর্য্য-শৌর্য্য-সূর্য্য
গ্রাসিয়া ফেলেছে যবন-রাহুতে,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী !
আছি তৃষ্ণাতুর বিশুষ্ককণ্ঠেতে।

১১

"যে দিন হইতে আর্য্যরাজলক্ষ্মী
হরিয়া ল'য়েছে যবন-তস্করে।
সে দিন হইতে আছি উপবাসী,
আছি তৃষ্ণাতুর—আছি প্রাণে ম'রে !

১২

"যে দিন হইতে ইন্দ্রের অমরা
পিশাচের স্পর্শে অশুচি হয়েছে,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী !
সে দিন হইতে সকলি গিয়েছে।

১৩

"যে দিন হইতে এ কনক-পুরী
বানরে পোড়ায়ে করিয়াছে ছাই,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী,
সে দিন হইতে আর কিছু নাই!

১৪

"যে দিন হইতে সিংহের আহার
কুক্কুর শৃগালে করেছে ভক্ষণ,
সে দিন হইতে আছি উপবাসী!
পুত্র রে! সকলি নিয়তি-লিখন!

১৫

"যে দিন হইতে সোণার সংসার
পরের পদেতে বিকা'য়ে গিয়েছে।
সে দিন হইতে শুকা'য়েছে সিন্ধু,
হিমাদ্রির শৃঙ্গ নত হইয়াছে!

১৬

"যে দিন হইতে যবন-সমুদ্র
উত্তাল তরঙ্গে প্রবেশি' ভারতে,
গিরি-নদ-নদী-সিন্ধু-জনপদ
ভাসা'য়ে দিয়েছে দুর্দ্দম স্রোতেতে।

১৭

"সে দিন হইতে সব অপবিত্র !
  পুত্র রে কাজেই আছি উপবাসী ।
ভারত-সমুদ্রে নাই জল-বিন্দু,
  যাহা দেখ, উহা হিন্দু-রক্তরাশি !

১৮

"গঙ্গা যমুনাদি সপ্ত নদ নদী
  দেখিতেছ চক্ষে আজো বহিতেছে ।
জল নহে উহা হিন্দুদের রক্ত,
  হিন্দু-মজ্জা-মাংসে বালুকা জন্মেছে ।

১৯

"দেখি'ছ, লতায় ফুটে যে কুসুম ;
  বৃক্ষশাখে দুলে সুরসাল ফল ;
ক্ষেত্রে শোভে শস্য নয়নরঞ্জন,
  কি দেখি'ছ ? হিন্দু-মেদ ও সকল !

২০

"দেখি'ছ সুমেরু নীল-বিন্ধ্যাচল,—
  হিন্দুদের অস্থি কঙ্কাল-প্রমাণ !
দেখি'ছ যে সব দেশ জনপদ,
  কি দেখি'ছ ?—উহা হিন্দুর শ্মশান !

২১

"কি দিয়া তর্পণ করিবি রে পুত্র ?
হিন্দু রক্ত বিনা পানীয় ত নাই !
তবে যদি পার—বলি উপদেশ,
পার বা না পার—চিন্ত দেখি তাই !

২২

"হেন পুত্র যদি থাক কোন জন,
ভাঙ্গিয়া গঠিতে পার এ সংসারে ?
ভারত-সমুদ্র, সপ্ত-নদ-নদী
ছেঁচিয়া ফেলিতে পার স্থানান্তরে !

২৩

"আবার সগর বংশ যদি জন্মে
ভীম বাহুবলে কাটে পারাবার !
বংশ উদ্ধারিতে জন্মে ভগীরথ,
আনে দ্রবময়ী গঙ্গারে আবার ;

২৪

"আবার যদ্যপি জন্মে এক ভীষ্ম,
নব কুরুক্ষেত্রে করে রে তর্পণ,
আকণ্ঠ পূরিয়া পান করি তবে,
করি যুগান্তের তৃষ্ণা নিবারণ !

২৫

"আবার যদ্যপি জন্মে এক রাম ;
কোদণ্ড ফলায় কাটিয়া সরযূ,
আব্রহ্ম প্লাবিয়া করে রে তর্পণ,
তবে তৃষ্ণা শান্তি হ'তে পারে কিছু !

২৬

"যে শরশয্যায় আছি রে শয়িত,
যে অনল-শিখা জ্বলে রে বক্ষেতে !
আবার যদ্যপি জন্মে ধনঞ্জয়,
ভোগবতী গঙ্গা আকর্ষি' শরেতে

২৭

"নিবায় এ বহ্নি, তবেই নিবিবে,
অন্যথা এ দাহ দহিবে ভীষণ !
থাক যদি কেহ রাম, ধনঞ্জয়,
কর্ণ, ভীমসেন—করহ তর্পণ !

২৮

"থাক যদি কেহ বংশে ভগীরথ,
বাজা'য়ে দুন্দুভি আন জাহ্নবীরে ;
আব্রহ্ম প্লাবিয়া করহ তর্পণ ;
মুক্তি লভি' সবে যাই স্বর্গপুরে।

অবনী-বৈচিত্র্য।

১

সাগর-অম্বরা বিশাল মেদিনী
শয়িত অনন্ত অম্বর-শয্যায় ;
আদিত্য আপনি আলোক সঞ্চারে,
শিওরে পবন চামর ঢুলায়।

২

প্রিয় সহচরী প্রকৃতি সুন্দরী
আপনার হস্তে পরিচর্য্যা করে।
অজরা অমরা রূপসী ষোড়শী
বিলাস বিভঙ্গে ভুলায় সংসারে !

৩

রূপে কি গৌরবে, মানে কি বৈভবে,
নাহিক জীবন্ত তুলনা যাহার,
হেন নারী-রত্ন লভিব বলিয়া,
না হয় সংসারে ভাবনা কাহার ?

৪

আশায় উন্মত্ত মানবের মন
বুঝে না উহার নিগূঢ় বারতা।
ও যে সর্ব্বনাশী রাক্ষসী বিশেষ
কালভুজঙ্গিণী মণিতে মণ্ডিতা।

যে ছুঁয়েছে ওরে সেই মজিয়াছে ;
তাহারি জনম গিয়াছে কাঁদিতে !
সেই সে বুঝেছে ও মৃগ-তৃষ্ণিকা
ক্ষণিক তৃষিত কুরঙ্গে ধাঁধিতে !

৬

কোথা যদুকুল ? কোথা রঘুকুল ?
কোথায় কৌরব পাণ্ডবের দল ?
কোথায় হস্তিনা ? কোথা ইন্দ্রপ্রস্থ ?
কোথায় দ্বারকা, কোথায় কোশল ?

৭

কোথা আফ্রাসিয়াব্ ? কোথায় রোস্তম ?
কোথায় তৈমুর, মামুদ, চেঙ্গেজ ?
কোথা বাহু-বল-গর্ব্বিত-স্পর্দ্ধিত
দুর্দ্দম মোগল পাঠানের তেজ ?

৮

সাহা কি সুল্‌তান, মোগল, পাঠান,
আরব আফ্‌গান কোথায় এখন ?
কোথা সে আক্‌বর ভারত-ঈশ্বর ?
কোথা কহিনুর ময়ূর-আসন ?

৯

কোথা হেরেক্টাল, আলেক্-জাণ্ডার ?
 কোথা বোনাপার্ট বীর-চূড়ামণি ?
কোথা হানিবল ? কোথায় সিজর ?
 কোথা সে দিনের ক্লাইব কেরাণী ?

১০

কোথায় কণিক, চাণক্য চতুর ?
 কোথায় মেকিয়াভেলি ভয়ঙ্কর
কূট-বুদ্ধি-দাতা, কঠিন হৃদয় ?
 সত্য-বিসম্বাদী প্রচ্ছন্ন তস্কর ?

১১

সকলে গিয়েছে, সকলি হয়েছে,
 রয়েছে কেবল কীর্ত্তির প্রাঙ্গন !
ঘোর হত্যাভূমি বিকট শ্মশান
 কুরুক্ষেত্র আদি শত নিদর্শন !

১২

দেখিয়া না বুঝে অজ্ঞান মানব
 আশার কুহকে উন্মত্ত জীবন।
দাঁড়াইয়া সেই শ্মশানভূমেতে
 আবার দেখায় নটের নর্ত্তন !

১৩

আবার দুরাশা চরিতার্থ তরে
চতুর্দ্দিকে ওই ছুটি'ছে উন্মাদ!
জলন্ত পাবকে পড়িতে পতঙ্গ
আবার ছুটি'ছে একি এ প্রমাদ?

১৪

আমার আমার আমার বলিয়া
করি'ছে পাগলে ঘোর গণ্ডগোল!
তোমার কেবল চরমের শয্যা
চারি হস্ত ভূমি—সমাধি-সম্বল!

১৫

কারু নয় পৃথ্বী—পৃথ্বীর সবাই;
প্রকৃতি স্বয়ং বলে এই কথা।
রাজত্ব দাসত্ব সর্ব্বনেশে শব্দ
কে আনিল ভবে, সে এখন কোথা?

১৬

পাই যদি সেই দস্যুরে আবার,
শুধাই তাহায় গোটা দুই কথা!
দেখি একবার কেমন সে জন,
দেখাই তাহারে মরমের ব্যথা!

১৭

সমাজের সৃষ্টি কে করিল আগে ?
রাজত্ব দাসত্ব তাহারি সৃজন,
তাহারি সৃজিত অঙ্কুরে সংসারে
বিষময় ফল ফলি'ছে এখন !

১৮

কোথা ভাই সব প্রকৃতির পুত্র !
সমাজ-শৃঙ্খল বিমুক্ত, স্বাধীন,
সদানন্দচেতা, সত্য-ব্রহ্মজ্ঞানী,
আত্ম-পর-শূন্য, স্বার্থ বোধহীন !

১৯

দেখ'সে তোমরা আমাদের দশা !
আমাদের দুঃখ, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা,
রোগ, শোক, তাপ, স্বার্থ-কণ্ডূয়ন,
পরাধীন প্রাণে প্রহার-বেদনা !

২০

দেখে যাও আজ সংসারের দশা,
সকলি বিকৃত হ'য়েছে এখন !
দেখে যাও, ভাই ! আমাদের পদে
দাসত্ব সেজেছে, দেখিতে কেমন !

২১

দেখে যাও, ভাই! ভবরঙ্গ-ভূমে
নটের কল্পিত নাট্য-অভিনয়!
ভাঁড়ের ভণ্ডামী, পুতুলের নৃত্য,
পাগলের হাস্য কৌতুহলময়!

২২

দেখে যাও, ভাই! বিকট শ্মশানে
পিশাচের ঘোর কলহ কোন্দল,
হিংসা, নিষ্ঠুরতা, নর-রক্ত-পান;
শূন্য-বিদারিত ভয়ঙ্কর গোল!

২৩

দেখে যাও এক বীভৎস রঙ্গেতে
রঞ্জিত পৃথিবী, পূর্ব্ববৎ নাই;
এখন এ পৃথ্বী দেখিয়া তোমরা
কখনো চিনিতে পারিবে না, ভাই!

২৪

ঐ শুন দূরে রুসিয়া হুঙ্কারে,
দহে টার্কী ঘোর অন্তর দাহেতে;
ফ্রান্স ক্ষত দেহে দিতেছে প্রলেপ,
প্রসিয়া গম্ভীর গৌরব-মদেতে।

২৫

দু'দিক্ লইয়া অস্থির ইংলণ্ড,
তথাপি বাসনা দুই দিক্ চাই!
রহস্য দেখিয়া হাসিছে পাঠান,
আতঙ্কে কম্পিত ভারত সদাই।

২৬

বড়াই লইয়া ব্যস্ত বৃটনীয়া,—
কত দিকে কত দেখায় চটক্;
কন্যারে ভর্ৎসিয়া, বধূকে বুঝায়,
তথাপি শয়তান না মানে আটক!

২৭

এক রজ্জু দ্বারা বিংশ কোটি নরে
বাঁধিয়া নাচায়, যেরূপে বাসনা,
দীর্ঘকাল পরে পদাঘাতে শীর্ণ
অর্দ্ধমৃত জীবে যা কর করুণা।

২৮

মড়ার উপরে খাঁড়ার আঘাত,
বলিতে কহিতে নাহিক সংসারে!
নির্জ্জীবের রক্ত করিয়া শোষণ,
জীবন্তের পদ পূজি'ছে সাদরে!

২৯

আজ রাজপুত্র এসেছে ভ্রমিতে,
দাও ভারতীয়া দেহের রুধির ;
আজ কাবুলিয়া নাড়িয়াছে মাথা,
দাও ভারতীয়া কাটিয়া শরীর।

৩০

রুসিয়ায় বল দেখাবার তরে
ভিক্টোরিয়া হ'বে ভারত-ঈশ্বরী ;
অবনত মাথে, আয় ভারতীয়া!
দে দেহের রক্ত হৃৎ-পিণ্ড ছিঁড়ি ?

৩১

কি করে ভারত ? ভারত নির্জ্জীব,
বিংশ কোটি মৃত লইয়া অঙ্কেতে
পৃথিবীর মাঝে ভারত শ্মশান !
করে বৃটনীয়া যা' ইচ্ছা মনেতে !

৩২

নাই ভারতের তীক্ষ্ণ তরবারি,
জানে না ভারত ছাড়িতে হুঙ্কার !
মার আর রাখ, যা' কর বৃটন,
যা' কর সকলি সঙ্গত তোমার !

৩৩

তুমি বলীয়ান্ দুর্ব্বল ভারত,
ভারত তোমার ক্রীড়ার পুত্তল,
তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা উহার,
তুমিই উহার ভরসার স্থল !

৩৪

মার কাট আর শোষহ রুধির,
বিশ্বাসঘাতক নহে ভারতীয়া ;
প্রত্যয় না হয় খোল ইতিহাস,
শঙ্কটে ভারত রাখে বুক দিয়া !

৩৫

অসভ্য বর্ব্বর আর যত বল
রাজদ্রোহী নয় হিন্দুর সন্তান।
নহে মিথ্যাবাদী কপট, বঞ্চক,
সত্য রক্ষা হেতু দিতে পারে প্রাণ !

৩৬

সরল স্নেহের কাঙ্গাল আমরা
স্পষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয়ো না, বৃটন !
সরল হৃদয়ে বলিয়াছি যাহা,
আবার বলিব মনের বেদন ;—

৩৭

শুন বা না শুন, ইচ্ছা সে তোমার,
স্পষ্ট স্পষ্ট ক'ব না করিব ডর ;
নিগ্রহের চক্ষে দেখ যদি, তাহে
দুর্ব্বলের বল আছেন ঈশ্বর !

৩৮

এই যে ভারত জীবন্ত শ্মশান,
মানব-গৌরব-সমাধি-প্রাঙ্গণ।
কত হ'ল গেল সম্রাট বাদশা,
তাহাদের চিতা নিভেছে এখন !

৩৯

যা' হ'বার তাহা হইয়া গিয়াছে,
দেখেছে ভারত অনেক উৎসব,
দেখেছে অনেক রাজসূয় যজ্ঞ,
দেখেছে অনেক সম্পদ বৈভব !

৪০

যখন বৃটন লভে নাই জন্ম,
তখন ভারত রাজরাজেশ্বরী,
সে দিনের শিশু হইয়া বৃটন
উপেক্ষে ভারতে, ওই দুঃখে মরি !

৪১

রুসিয়ার ভয়ে রাজসূয় কেন?
কেন আড়ম্বর সামান্যের তরে?
বিশ্বাস সারল্যে তুষিলে ভারতে
শত রুসিয়ায় কি করিতে পারে?

৪২

ভারতের বল করিয়া শোষণ,
বিপক্ষ দমন সহজে হ'বে না;
দিল্লীর দরবার আড়ম্বর সার,
চটকে কটক আটক র'বে না!

৪৩

বিপদে সম্পদে ভারত তোমার,
দাও ভারতের হস্তে তরবার,
একত্রে সদম্ভে বিংশ কোটি নরে
জয় জয় শব্দে ছাড়ুক হুঙ্কার!

৪৪

ভারত যদ্যপি পায় তরবারি,
ক'ার সাধ্য তবে প্রবেশে এথায়?
থাকুক রুসিয়া—রুস কোন্ তুচ্ছ?
দিতে পারে পৃথ্বী জিনিয়া হেলায়।

৪৫

দাও স্বাধীনতা, খোলহ শৃঙ্খল,
দেখ ভারতের কত বাহুবল!
তাহা না করিয়া শুষিলে রুধির,
আপনার দোষে মজা'বে সকল!

আশা-মরীচিকা।

১

নিত্য মনোহর শ্যামল সুন্দর,
অগাধ অপার গম্ভীর গগন,
নিত্য বিরাজিত বাঙ্মন-অতীত,
আত্মা-শ্রান্তিহর—শান্তির কারণ।

২

কাল-শৈল-শির-আসনোপবিষ্ট,
পরম চরম বিজয়ী সম্রাট্,
মহাজ্ঞান-প্রভা—মুকুট-কিরিটী,
স্বতঃ পরন্তপ—পুরুষ বিরাট,

৩

প্রকৃতির বজ্র-গদা-দণ্ডধারী,
প্রকৃত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য প্রভো,
সাক্ষাৎ সাযুজ্য, সালোক্য, নির্ব্বাণ,
জ্ঞানময় কান্তি ধ্যানময় বিভো !

৪

এ বিশ্ব-ব্যাপার কার্য্য কারণ্যাদি,
অদ্ভুত অনন্ত সাম্য শক্তিময়,
অদ্ভুত মহিমা, মায়ার কুহকে
বিমুগ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ! হায়, কি বিস্ময় !

৫

হায়, জ্ঞান-তৃষ্ণা ! দুরাশা বঞ্চিত,
বিদ্যুৎ ধরিতে অন্যাস অশনি ?
হায় ! কি উদ্ভ্রান্ত জীবন্ত প্রলাপ,
বিমুগ্ধ পতঙ্গ হেরিয়া অগিনি !

৬

উৎকট তৃষ্ণায় আকুল সংসার !
তৃষ্ণা—মহাতৃষ্ণা ! শান্তিমাত্র নাই !
যে দিকে নিরখ অনন্ত প্রান্তর
আশা-মরীচিকা প্রতারে সদাই !

সর্ব্বদা বিমুগ্ধ উন্মত্ত অন্তর,
কি জানি কি ভাবে বুঝিতে পারি না।
অহো বিশ্বময়, ব্রহ্মাণ্ড-বিজয়ী !
অহো প্রাণারাম ! আর ভুলায়ো না।

৮

আর ঘূরায়ো না আশার আবর্ত্তে,
দেহি, শান্তি দেহি তাপদগ্ধ প্রাণে,
অনন্ত ! অভাবে দেহি মে আশ্রয় ;
বড়ই যন্ত্রণা বাসনা-প্রাঙ্গণে !

৯

সম্পদ, সৌভাগ্য, কীর্ত্তি অর্থ-যশঃ,
যত লাভ করে মিটিবে না আশা,
বাড়িবে যন্ত্রণা, হাহাকার আর
বাড়িবে উৎকট আগ্নেয়-পিপাসা !

১০

জ্ঞান-তৃষ্ণা—সত্য—স্থখের সামগ্রী ;
কিন্তু জ্ঞান-সিন্ধু কোথায় কে জানে ?
মরীচিকা-মুগ্ধ মনুষ্য-সংসার
কি বলে সে কথা বুঝিতে পারিনে !

১১

সমাজ, সভ্যতা, সাম্য, রাজনীতি,
বিজ্ঞান, দর্শন কি শিখা'বে জ্ঞান ?
উন্নতি বলিয়া উন্মত্ত মানব,
কিসের উন্নতি ? এই ত প্রমাণ

১২

প্রত্যক্ষে, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, মানী,
সম্রাট ভিক্ষুকে বৈষম্য বিরোধ !
ছি, ছি রে সুসভ্য উন্নত সমাজ !
ছি, ছি সামাজিক সজ্ঞানানুরোধ !

১৩

কুতর্ক-কলুষে আবরিয়া সত্য,
কি জ্ঞান শিখা'বে পণ্ডিত ধীমান ?
ভ্রমে ভ্রান্ত তুমি স্বার্থের সেবক,
উদ্দেশ্য তোমার ক্ষুদ্র, যশ, মান !

১৪

হে সমাজপতি বলিষ্ঠ সম্রাট্ !
তব অভিসন্ধি কে বুঝিতে পারে ?
সিন্ধু শুষ্ক করে তোমার কুতৃষ্ণা !
তুমি সভ্য-শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সংসারে !

১৫

তুমি কূট বিধি ব্যবস্থা-প্রণেতা !
তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা দুর্ব্বার !
তুমিই জগতে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্,
সেবক তোমার সমগ্র সংসার !

১৬

তুমি যাহা বুঝ, অন্যে তা' বুঝে না,
তুমি মহামান্য মনুষ্য-সংসারে !
তুমি বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ স্বার্থপর,
শ্রেষ্ঠ বলবান্ ! প্রণতি তোমারে !

১৭

সাম্য স্বাধীনতা গূঢ় ভিত্তি মূলে
তব রাজনীতি, (মুখেই সকল !)
কার্য্যতঃ কঠোর প্রভুত্ব বিস্তারি'
সংসারে পরাও দাসত্ব-শৃঙ্খল !

১৮

নিত্য রক্ত, মজ্জা করিয়া শোষণ,
বেড়েছে লালসা, সর্ব্বদা তৃষিত !
দাঁড়াও, দাঁড়াও, মিটিবে সে তৃষ্ণা !
প্রকৃতি সম্প্রতি র'য়েছে নিদ্রিত !

১৯

কত ঊর্দ্ধে তুমি উঠিবে বলিষ্ঠ ?
কত স্বেচ্ছাচার আচরিবে বলে ?
ভীম-বজ্ররাবে জাগিবে প্রকৃতি,
ভীম বজ্রবাহু অর্পি ওই গলে !

২০

মারি' বজ্রগদা, ভূমে ফেলাইয়ে
শিখা'বে দাসত্ব কেমন যন্ত্রণা !
শিখাইবে কা'রে বলে সাম্য নীতি,
শিখাইবে পরপীড়ন-বেদনা !

২১

শিখা'বে কে তুমি—কেবা সাধারণ,
(সে কথা কথায় শিখাবার নয়,)
দুই চারি দিন যা' ইচ্ছা তা' কর,
অবশ্য হইবে সত্যের উদয় !

২২

অবশ্য ভাঙ্গিবে নিদ্রা প্রকৃতির !
কা'র সাধ্য রোধে সে দুর্দ্দম গতি ?
লক্ লক্ জিহ্বা বিকট ব্যাদান
বিস্তারি' যখন গ্রাসিবে এ ক্ষিতি,

২৩

কে তখন তা'র নিকটে দাঁড়া'বে ?
উগারিবে অগ্নি ঝলকে ঝলকে !
প্রলয়ের ভীম ঘনঘটা, ঘোর
বজ্র নিকলিবে ললাট-ফলকে !

২৪

প্রতি লোমকূপে বজ্রবহ্নি-শিখা
বাহিরিবে, দগ্ধ করিবে সংসার !
উত্তাল অনল তরঙ্গ গর্জ্জিবে,
চতুর্দ্দিকে হ'বে ভীম হুহুঙ্কার !

২৫

রাজা তুমি—তুমি দাস প্রকৃতির !
তব রাজদণ্ড সাধারণ বল,
সাধারণ চিত্ত তব সিংহাসন,
মুকুট তোমার নহেক কেবল।

২৬

সাধারণ উহা দিয়াছে তোমায়,
অক্ষম দেখিলে লইবে কাড়িয়া,
তুমি কে ?—তুমি ত কাষ্ঠের পুতুল !
না বুঝ—প্রকৃতি দিবে বুঝাইয়া !

উপহার।

১

ধন্য, শত ধন্য, পূর্ব্ব-বঙ্গ-ভূমি !
তুমি রত্নগর্ভা—রত্নপ্রসবিনী,
ধন্য পুত্ররত্ন ধরেছ কক্ষেতে,
ধন্য পুণ্যবতী, সৌভাগ্যশালিনী।

২

অতি নিশাঘোরে, নিবিড়ান্ধকারে
কংস-কারাগারে দেবকী যেমন,
অতি দুঃখ, অতি দুর্দ্দশা দশায়
প্রসবিল পুত্র—অমূল্য রতন !

৩

তুমিও জননী, তেমনি দুর্দ্দিনে
তেমনি শৃঙ্খলবন্ধন দশায়,
তেমনি নিবিড় অন্ধকারাগৃহে,
তেমনি গভীর তিমির নিশায়,

৪

প্রসবিলে পুত্র—অমূল্য রতন,
দেখিয়া আহ্লাদে গায় আহ্লাদিনী ;

গায় একা, কেহ শুনে বা না শুনে,
নাই বা শুনিল ?—শুনিব আপনি

৫

মনপ্রাণ ভ'রে করি আশীর্ব্বাদ,
দীর্ঘজীবী হ'ক কুমার তোমার,
রত্ন-গর্ভে ! পুনঃ প্রসব রতন !
পুনঃ ধন্য ধন্য গাউক সংসার !

৬

মাতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গ ! করি প্রণিপাত,
আশীর্ব্বাদ কর সোদর সন্তানে,
মা ! বড় অভাগী—জননী আমার,
অপুত্রিকা শত পুত্র বিদ্যমানে !

৭

আছে মহারাজাধিরাজ সম্ভ্রান্ত,
গৌরাঙ্গ গরবে গর্ব্বিত অন্তর,
গৌরাঙ্গ মন্ত্রেতে দীক্ষিত শিক্ষিত,
গৌরাঙ্গ চরণে ভক্তি গুরুতর !

৮

ছিছি ! ঘৃণা করে ! বলিব না আর
দুঃখে অন্তর্দ্দাহ হ'তেছে সদাই !

জননী-যন্ত্রণা কেহই বুঝে না,
পুত্র সত্ত্বে বলি অপুত্রিকা তাই !

৯

জননী-বৎসল সন্তান যে ক'টী,
সকলেই দুঃখী দরিদ্র সংসারে,
সকলের শিরে দাসত্ব পসরা,
উদরান্ন তরে পরদ্বারে ফিরে !

১০

কিরূপে নিবারে জঠর-যন্ত্রণা,
এই চিতানলে দহে অনুক্ষণ,
যা'দের এ দশা, তা'রা কি রূপেতে
করিবে মায়ের দুর্দ্দশা মোচন ?

১১

ভিক্ষুকের কথা কে শুনে কর্ণেতে ?
ক্ষত দেহে কেবা দেয় প্রলেপন ?
সদ্গুণের শিরে করি' পদাঘাত,
অসতের সেবা করে ধনিগণ,

১২

অজ্ঞান, অশিক্ষা সহচর যার,
চাটুতা যাহার বন্ধু বিচক্ষণ,

অর্থশূন্য মিথ্যা সন্ধানে যা'দের
গতি মুক্তি জ্ঞান, যা'দের জীবন

১৩

অর্থমদে ঘোর মত্ত দিবানিশি,
বিলাসে বিভোর কর্ত্তব্যে বিরত।
যা'রা অন্ধকারে নিরখে বিদ্যুৎ,
নরকে নিরখে স্বর্গ শত শত!

১৪

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় মহত্ত্ব
কাহারে যে বলে তা'রা তা'কি জানে?
মিথ্যা আড়ম্বরে সম্মানের তরে
কাজেই বিক্রীত গৌরাঙ্গ চরণে!

১৫

জননীর মুখ উজ্জ্বলিত যা'রা,
যাদের উদয়ে পবিত্র স্বজাতি,
যাহাদের ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরেতে
দিবারাত্রি ভাতে পূর্ণচন্দ্রজ্যোতিঃ!

১৬

তাহাদের মৃদু ক্ষীণ কণ্ঠ স্বর
ধনীর বিস্তৃত বিলাস ভবন

ভেদিয়া ভিতরে প্রবেশিতে নারে !
তাহে ধনী গর্ব্বে বধির-শ্রবণ !

১৭

অন্ধ আঁখি, হৃদি শুষ্ক মরুময়,
নাই প্রাতি ভক্তি,— সদা হাহাকার !
স্বার্থ স্বার্থ শব্দ ! স্বার্থ উপাসনা,
স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন জানে না ক আর !

১৮

ধন্য পূর্ব্ববঙ্গ রত্ন-প্রসবিনি !
হেন ধনী-গৃহে রত্ন প্রসবিয়া,
সংসারে রাখিলে অপূর্ব্ব খেয়াতি,
(যুগল রতন) কোলেতে লইয়া

১৯

সুখে থাক, মাতঃ ! মনে রেখ যেন,
করিও প্রার্থনা আমাদের তরে,
তোমার মঙ্গলে সমস্ত মঙ্গল,
তাতেই, মা ! এত আহ্লাদ অন্তরে।

২০

তোমার যুগল পুত্র কন্যা ধন্য ;
উজ্জ্বলিত হ’ক সাহিত্য সংসার ;

উজ্জ্বলিত তুমি হ'য়েছ এখনি ;
অতুল উন্নতি হউক তোমার !

২১

কুমার-স্থাপিত সাহিত্য-সমাজে
বর্ষে বর্ষে যেন ফলে সুধা-ফল।
বর্ষে বর্ষে বঙ্গ সাহিত্য-সরসে
ফুটুক অপূর্ব্ব নূতন কমল !

২২

ভাই ভগ্নী দুটি দীর্ঘজীবী হ'য়ে,
সাধুন বঙ্গের মহতী উন্নতি,
আশ্চর্য্য কথন, অপূর্ব্ব মিলন ;—
এক গৃহে যুগ্ম লক্ষী সরস্বতী।

২৩

হেন কন্যা পুত্র যাঁহার গৃহেতে,
ধন্য সেই পিতা, মাতা গুণবতী।
কুলের গৌরব রাজেন্দ্র ধীমান্,
কুল-লক্ষী-রূপা কৃপাময়ী সতী !

২৪

দেবি কৃপাময়ি ! কুমার রাজেন্দ্র !
তোমাদিকে কভু দেখিনি নয়নে,

পিঞ্জরের পাখী দেশান্তরে থাকি,
দেখিব যে কভু আশা নাই মনে।

২৫

দূরদেশে থাকি, মনশ্চক্ষে দেখি,
মুগ্ধা হইয়াছি তোমাদের গুণে,
তোমাদের স্নেহ সাগরের মত
অনন্ত অসীম ; বর্ণিব কেমনে ?

২৬

প্রাসাদ, পর্য্যঙ্কে থাকিয়া তোমরা
কুটীর-নিবাসী দুঃখী ভিক্ষাজীবি
দম্পতিকে মনে কর ; সর্ব্বক্ষণ
বিস্মিত হৃদয়ে এই মাত্র ভাবি !

২৮

তোমাদের স্নেহ নিস্বার্থ নির্ম্মল,
—নন্দন বিধৌত অমৃতের ধারা,—
হৃদয় প্রবাহে হ'য়ে প্রবাহিত,
স্বর্গীয় সুখেতে ভাসিতেছি মোরা !

২৯

সুখে থাক ভাই, সুখে থাক ভগ্নি,
দুঃখী দম্পতিরে রে'খ যেন মনে।

বঙ্গের দুর্দ্দশা করিতে মোচন
দীর্ঘজীবী হয়ে থাক দুই জনে।

৩০

দুস্থ বঙ্গভাষা, বঙ্গীয় সাহিত্য
তোমাদের দ্বারা হইবে উন্নত,
হেন আশ্বাসেতে বাঁধিয়াছি বুক!
নিদ্রিত হৃদয় হ'য়েছে জাগ্রত!

৩১

দেবের দুর্ল্লভ কবিত্ব-কুসুম
ফুটুক নিবিড় কণ্টক কাননে।
তথাপিও যেন না ফুটে—না ফুটে
হেন দগ্ধ ভস্ম বঙ্গের উদ্যানে!

৩২

কিংশুকেতে আর পারিজাতে যথা
তারতম্য কেহ বুঝিতে না পারে,
যে দগ্ধ দেশেতে, কাচ কাঞ্চনেতে
নাহিক প্রভেদ ; সমান কদরে

৩৩

স্ফটিক মাণিক বিকাইয়া যায়,
সাগর গোষ্পদে সমান যেখানে,

মৃগেন্দ্র, শৃগাল, দেবতা, চণ্ডাল,
সমস্ত সমান করে যেই স্থানে;

৩৪

সে দেশে কবিত্ব কেন বল দেখি?
কবিত্ব তথায় বিপদ বিশাল!
প্রায় সপ্তকোটি মনুষ্য যে দেশে,
সে দেশের কবি অন্নের কাঙ্গাল!

৩৫

তাহাতেই বলি কাজ নাই আর!
কাজ নাই আর কবিত্ব বঙ্গেতে,
যেমন আঁধার, থাকুক তেমনি;
কেন বিদ্যুদ্দাম নয়ন ধাঁধিতে?

৩৬

মরুভূমে কেন ফুটিয়া কুসুম
শুখায় রবির প্রখর কিরণে?
বৃন্তের কুসুম বৃন্তে শুষ্ক হ'য়ে
খ'সে পড়ে, কেহ দেখেনা নয়নে!

৩৭

বড় মনস্তাপে বলিতেছি, ভাই!
এ দেশে কবিত্ব বিড়ম্বনা সার,

বড় মনস্তাপে বলিতেছি, ভগ্নি!
বঙ্গে কবি জন্ম কাজ নাই আর।

৩৮

এ দগ্ধ দেশেতে তোমরা দু'জন
স্বর্গীয় শীতল প্রবাহ সুধার,
তোমাদিগে দেখে, দগ্ধ হৃদয়েতে
হ'য়েছে প্রভূত আশার সঞ্চার।

৩৯

এ দগ্ধ দেশেতে তোমরা দু'জন
মরুভূমে পদ্ম, পিপাসার নীর,
তোমাদিগে দেখে বাঁধিয়াছি বুক,
ব্যাকুল হৃদয় হ'য়েছে সুস্থির।

৪০

এ দগ্ধ দেশেতে তোমরা কবির
বিপদে সহায়, দুর্ব্বলের বল,
নিদাঘ-উত্তাপে এ দীর্ঘ প্রান্তরে
তোমরা কবির শ্রান্তি-তরুতল।

৪১

ভীষণ নৈশিক আঁধার গগনে
একটি নক্ষত্র তোমরা দু'জনে,

সংসার-সাগরে কবি-কর্ণধার,
তাই লক্ষ্য করি' যা'বে লক্ষ্য স্থানে

৪২

অশেষ গুণের আধার তোমরা।
দুঃখী আমি কিছু নাই ত আমার!
আছিল হৃদয়,—তাহাও দিয়াছি,
এখন দিতেছি আত্ম-উপহার!

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY ASHOOTOSH GHOSE AND CO.